প্রতারক

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

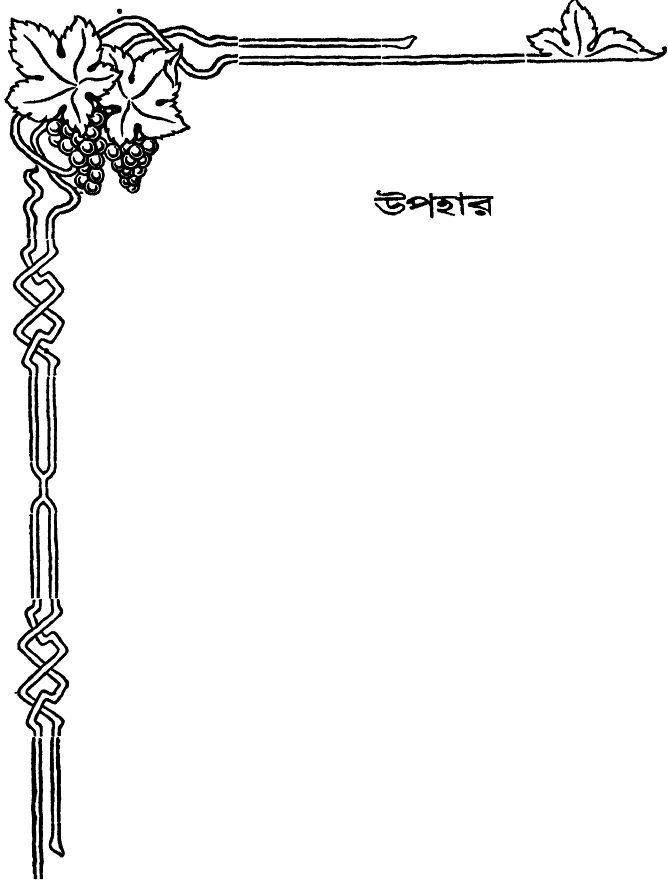


গুরুচরণ পাবলিশিং হাউস
কলিকাতা

মূল্য ১৸৹ আনা

প্রকাশক—
শ্রীরমেশচন্দ্র পাল বি-এ,
৩৩-এ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাণী প্রেস
৩৩-এ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা



উপহার

ভূমিকা

"প্রতারকে"র রচয়িতা স্বনামধন্য সাহিত্যিক। তাঁহার রচিত এই উপাদেয় উপন্যাসের ভূমিকা লিখিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কথা সাহিত্যে শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্র বাবুর কতদূর প্রতিষ্ঠা আছে, তাহা বাঙ্গালা গল্প ও উপন্যাস পাঠকগণের অবিদিত নাই। ছোট গল্প এবং উপন্যাস অনেকেই লিখিয়াছেন, বন্যার ধারা-প্রবাহ প্রবলবেগে বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বহিয়া চলিয়াছে, কিন্তু সত্যেন্দ্র বাবুর লেখনীনিঃসৃত, সুধাস্রাবী গল্প ও উপন্যাসগুলি শুধু পাঠকের চিত্তহরণ করে না, পাঠকের চিন্তা করিবার অবসর প্রদান করে। অতি অল্পসংখ্যক কথা-সাহিত্যিকের সে শক্তি আছে। যাঁহারা পারেন, তাঁহাদের সহিত এক নিঃশ্বাসে অবশ্যই শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসুর নাম উচ্চারণ করিতেই হইবে।

"প্রতারক" উপন্যাসের আখ্যানভাগ বস্তুতন্ত্রপূর্ণ। সত্য অনেক সময় কল্পনাকে পরাভূত করে, তাহার নিদর্শন "প্রতারক"এ সমুজ্জ্বল ভাবে বিদ্যমান। মানবজীবনের ঘটনাবলী প্রতিদিন যাহা আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে সংঘটিত হইতেছে, সেই বাস্তব ঘটনাগুলিকে রসধারায় সিক্ত করিয়া যাঁহারা কথা সাহিত্য, উপন্যাস রচনা করেন, তাঁহারাই জগতে এ পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ এবং রসিক চিত্রকর বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের রচয়িতা, বন্ধু বা পরিচিতের জীয়ন্ত জীবন কাহিনীকে অবলম্বন

করিয়া "প্রতারক" সৃষ্টি করিয়াছেন। অস্বাভাবিক, বস্তুতন্ত্রহীন, অবাস্তব ঘটনা সৃষ্টি করিয়া বাহবা লইবার প্রয়াস এই উপন্যাসে নাই।

বঙ্গ সাহিত্যে এমন একখানি রসচাতুর্য্যপূর্ণ উপাদেয় উপন্যাস সঞ্চিত হইয়া রসামোদী পাঠকগণকে শুধু দীর্ঘকাল ধরিয়া আনন্দই দান করিবে না, মনস্তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণ বক্ষোদেশে ধারণ করিয়া বাঙ্গালী সমাজের বিচিত্র অবস্থাকে লোকলোচনের সমক্ষে ধারণ করিয়া অভিনব বৈচিত্র্যের প্রতি ইঙ্গিত করিতে থাকিবে। লেখকের ভাষা, বর্ণনা এবং চরিত্র সৃষ্টি শুধু বিচিত্র নহে, অনুকরণীয় এবং অনবদ্য। জয়শ্রী তাঁহার ললাটে বহু পূর্ব্বেই শ্বেতচন্দনের দীপ্তিকে সমুজ্জ্বল প্রভায় বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে, "প্রতারক" উহার উপর বিদ্যুতের দীপ্তি স্থায়ী করিয়া দিল।

কলিকাতা
২৬শে বৈশাখ, ১৩৩৬ সাল

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

প্রতারক

১

পাহাড়ের ওতরাই নামিতে নামিতে নিমাই বলিল, "যা—হ বল্, তুই একটা প্রকাণ্ড ভণ্ড।"

অগ্রবর্ত্তী যুবক পশ্চাতে না ফিরিয়াই মৃদু হাসিয়া বলিল, "ভণ্ডামিটা কোথা পেলি ?"

নিমাই বলিল, "ভণ্ড না ? গেল বছর যখন তোর গর্ভধারিণীর লোকান্তর হ'ল, তখন তোকে কাছা নিতেও দেখেছি, আবার টিফিনে কাঁটা-চামচে ধরতেও দেখেছি। দেখ্ বিমল, এগুলো ভাল না।"

বিমলেন্দু হো হো হাস্যে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিল, "এই কথা ! এতেই ভণ্ড হলুম ? দেখ্, কলম পিষে কেরাণীগিরি ক'রে গাধার খাটুনি খাটি—এতে দু' পাঁচটা রকমফিরি ক'রে না খেলে শরীর বইবে কেন ? রোজই ত বাসার থোড়-বড়ি

খাড়া আছেই—আফিসে যদি টিফিনের সময় দুখানা চপ-কাট্‌লেট্—"

"থাম্‌, থাম,—তা ব'লে মা মরেছে—কাছা গলায় দিয়ে চপ-কাট্‌লেট্ ?"

"তাতে কি হয়েছে ? জানিস্ ত আমি তোদের ও সব ভিট্‌কিলিমি বিশ্বেস করিনি। সে-বার পুরী গিয়ে বাসায় ব'সে বলরামের ভোগের সঙ্গে ফাউল রোষ্ট কি তোফাই খাওয়া গেল।"

কথাটা বলিয়া বিমলেন্দু আবার হো হো হাসিয়া উঠিল। কিন্তু এবার তাহার হাসি অঙ্কুরেই মিলাইয়া গেল। কার্ট রোডের সেই বাঁকটা ফিরিতেই হঠাৎ যেন পরীরাজ্য হইতে একটি প্রাণী-বায়ুভরে উড়িয়া আসিয়া তাহার বক্ষের উপর নিপতিত হইল—তাহার ভয়ভীত কণ্ঠস্বরে কেবলমাত্র "রক্ষা কর, রক্ষা কর" কথা কয়টি ভাসিয়া আসিল—সেই আকুল আর্ত্তরবে বিমলেন্দুর হাসির রোল মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল।

তখন গোধূলির আলো আঁধার—দূরে চির তুষার-কিরীট হিমগিরির শীর্ষদেশ অস্তমিত রবিকরে গলিত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল—আর নিকটে এই ভয়ত্রস্তা সুন্দরী য়ুরোপীয় যুবতীর আলুলায়িত কেশ দাম যেন তাহারই প্রতিবিম্ব লইয়া কষিত কাঞ্চনের ন্যায় ঝলমল করিতেছিল।

কিন্তু তখন নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিকের এই অপূর্ব্ব যোগাযোগ উপভোগ করিবার অবসর ছিল না—বিমলেন্দু দেখিল, অদূরে একটা গোরা সৈনিক সুন্দরীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ছুটিয়া

আসিতেছে।। নিমাই তাহাকে দেখিয়াই নিমিষে রুদ্ধশ্বাসে যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই অন্তর্দ্ধান করিল।

বিমলেন্দু কিন্তু যুবতীকে 'ভয় নাই' এই আশ্বাস প্রদান করিয়া, তাহাকে পশ্চাতে রাখিয়া মাতাল গোরাটার সম্মুখীন হইল। তাহার বলিষ্ঠ দেহ তখন উত্তেজনা হেতু দ্বিগুণ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল।

গোরাটা ঝড়ের বেগে অগ্রসর হইয়া 'ড্যাম নিগার' বলিয়া যেমন তাহাকে প্রহার করিতে মুষ্টি উত্তোলন করিল, বিমলেন্দু অমনই কৌশলে প্রহার এড়াইয়া একখানি পা বাড়াইয়া দিল। গোরাটা অতিরিক্ত মদ্যপানে স্থিরমস্তিষ্ক ছিল না, পদে বাধা পাইয়া সশব্দে ধরাশায়ী হইল। বিমলেন্দু সেই অবসরে সেই ভয়ভীতা যুবতীর হস্ত ধারণ করিয়া দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল।

কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইবামাত্র বিমলেন্দু দেখিল, ব্যাপারটার যত সহজে নিষ্পত্তি হইয়াছিল, তত সহজে উহার অবসান হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন না, তখন সেই গোরাটা গা ঝাড়িয়া উঠিয়া তাহাদের পশ্চাতে বজ্রমুষ্টি উত্তোলন করিয়া ধাবমান হইয়াছিল। বিমলেন্দু তাহার মুখে-চোখে দারুণ ঘৃণা ও ক্রোধের চিহ্ন দেখিয়া সঙ্গিনীকে দৌড়িয়া পলাইতে অনুরোধ করিয়া স্বয়ং শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

বিমলেন্দু মার খাইল, মারিলও। দার্জ্জিলিংএ গ্রীষ্মে ও শরতে চাকুরী করিতে আসিলেও সে কলিকাতাবাসী। কলি-কাতাতেই সে একজন বিখ্যাত খেলোয়াড়ের নিকট মুষ্টি-যুদ্ধ

শিখিয়াছিল। সুতরাং সে বিদ্যার পরিচয় দিতে সে কণামাত্র ত্রুটি করিল না। মত্তাবস্থায় গোরা সৈনিকের লক্ষ্যের স্থিরতা ছিল না, এই হেতু অল্পক্ষণের মধ্যেই সে মার খাইয়া কাবু হইয়া পড়িল, বিমলেন্দুর শেষ একটি প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে সে পুনরায় ধরাশায়ী হইল।

তখন বিমলেন্দুর পা ও মাথা টলিতেছিল, সর্ব্বাঙ্গ ঝিম-ঝিম করিতেছিল। প্রহারের ফলে তাহার কপোলদেশ বিলক্ষণ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, ললাটও রুধিরাক্ত হইয়াছিল। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে টলিয়া যখন পথিপার্শ্বস্থ পাহাড়ের গায়ে হেলিয়া পড়িতেছিল, সেই সময়ে দুইখানি কোমল বাহুলতা তাহাকে স্নেহবন্ধনে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। বিমলেন্দু বিস্মিত হইয়া পার্শ্বদেশে দৃষ্টিপাত করিতেই সেই সুন্দরী য়ুরোপীয় মহিলাকে দেখিতে পাইল —সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল,—"একি আপনি যান নাই?"

যুবতী তাহাকে একরূপ বহন করিয়া লইয়া যাইতে যাইতে গম্ভীর স্বরে বলিল, "না! আপনি আসুন, নিকটেই জল আছে।"

নিজের রুমাল দিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিতে দিতে যুবতী আপনার পরিচয় দিল। বিমল মোটের উপর বুঝিল, এই ইংরাজ যুবতীর নাম মিস্ ইভ রবিনসন, তাঁহার পিতা বহুদিন বেগমপুরের পাদরী ছিলেন, তিনি গত বৎসর মারা গিয়াছেন। ইভ পিতার মৃত্যুর পর হইতে দার্জ্জিলিংএর স্কুল ছাড়িয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু এ বৎসর তাঁহার দার্জ্জিলিংএর বাড়ী ভাড়া না দিয়া নিজেই বাস করিতে আসিয়াছেন। স্কুলে সতীর্থদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া

ফিরিবার পথে এই বিপদ—মাতাল গোরাটা পথের একস্থান হইতে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল।

কুমারী ইভ সকৃতজ্ঞ নয়নে করুণকণ্ঠে বিমলেন্দুকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিয়া বিদায়কালে বিমলেন্দুর নাম ও লাট-দপ্তরের মেসের ঠিকানা সংগ্রহ করিতে ভুলিল না। বিমল বাঙ্গলার লাট-দপ্তরে অল্প বেতনে চাকুরী করিত।

২

সামান্য স্ফুলিঙ্গ হইতে বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া থাকে, অতি ক্ষুদ্র উৎস হইতে বেগবতী স্রোতস্বিনীর উদ্ভব হইয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার দিন ছয় সাত পরে এক দিন সন্ধ্যার পর আফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া বিমলেন্দু শুনিল এক মেমসাহেব তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। হঠাৎ তাহার কার্ট রোডের মারামারির কথাটা মনে পড়িয়া গেল। সে বিস্মিত হইল। সে প্রায় সেই ঘটনার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। সে সামান্য লোক, ঘটনাক্রমে এক দিন সে এক মেমসাহেবকে মাতাল গোরার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছে, সে জন্য মেমসাহেব তাহার বাসা বহিয়া দেখা করিতে আসিয়াছেন! এমন ত এ দেশে হয় না।

বিমল তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মেমসাহেব একখানি বেতের মোড়ার উপর বসিয়া আছেন। তাহার আসবাব-পত্রের মধ্যে একটা বিছানা, একটা ট্রাঙ্ক, আর এই মোড়াটা।

মিস্ রবিনসন তাহাকে দেখিয়াই দাঁড়াইয়া উঠিয়া করস্পর্শ করিয়া সহাস্যাননে বলিল, "বেশ লোক আপনি—আমি আজ ক'দিনই অপরাহ্নে কার্ট রোডে আপনার প্রতীক্ষা করেছি। আপনি কেমন আছেন, একবার জানাতেও ত হয়!"

বিমল অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আফিসে এখন খুব কায, বাসায় ফিরতে রাত হয়—"

"বেশ ত, একখানা পত্রও ত দিতে পারতেন—আমার ঠিকানা ত বলে দিয়েছিলুম। তা নিন একটু ঠাণ্ডা হয়ে। তারপর চলুন আমার বাড়ীতে, সেখানে আমার ধর্ম্মপিতা এসেছেন, আপনাকে দেখতে চেয়েছেন। তিনি এখানকার পাদরী। হাঁ, সে দিন কি খুব বেশী আঘাত লেগেছিল?"

বিমল ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কিছু না। কিন্তু—"

"কিন্তু কি? না—আপনাকে যেতেই হবে, আমি ছাড়বো না। চলুন। দেরী করলে ফিরতে রাত হবে।"

বিমল মহা ফাঁপরে পড়িল। কিন্তু এই সুন্দরী যুবতীর সানুনয় অনুরোধ সে এড়াইতে পারিল না; পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন না করিয়াই বাসার বাহির হইয়া পড়িল। বাসার বাবুরা তাহাদের দেখিয়া গা টেপাটিপি করিয়া মুচকিয়া হাসিল। মিস্ রবিনসনের সে দিকে দৃষ্টি না থাকিলেও বিমলের দৃষ্টি হইতে উহা এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। তাহার মুখ-চক্ষু লাল হইয়া উঠিল। বাসা হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে মিস্ রবিনসন নিমাইকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "আজ আর আপনার বন্ধু বাসায় খাবেন না।"

পথে বাহির হইয়া ইভ সস্মিতবদনে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার খাওয়া-দাওয়ার প্রেজুডিস নেই বোধ হয়—আপনারা শিক্ষিত বাঙ্গালী।"

বিমল বলিল, "না, আমার খেতে আপত্তি নেই—আমরা হোটেলেও খাই। তবে আমি শিক্ষিত নই, আমি সামান্য কেরাণী।"

"কেরাণী হ'লেই কি শিক্ষিত হ'তে নেই? শিক্ষিত কাকে বলে?—যে আপনার বিপদ্‌কে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে অসহায় দুর্ব্বলকে রক্ষা করে, সে যদি শিক্ষিত না হয়—"

"দেখুন, ঐ কথাটা ব'লে লজ্জা দেবেন না। বাস্তবিক আমি আপনার ধর্ম্মপিতার সঙ্গে দেখা করতে যেতে লজ্জা বোধ করছি। কি বলব, আপনি নিজে এত দূর এসেছেন—আপনি বালিকা, সুন্দরী, আপনাকে সন্ধ্যের পর একলা যেতে—"

ইভ মধুর হাস্যভরা মুখখানি তুলিয়া সলাজ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আমি কি খুব সুন্দরী! কি বলেন আপনি?"

বিমল গম্ভীরভাবে নীরব হইয়া রহিল—তখন তাহার মনের মধ্যে ভাব সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। সে ভাবিতেছিল, স্বর্গের অপ্সরীর মত এই বালিকা কি সরলা—কি কৃতজ্ঞহৃদয়া! কে সে? সামান্য বেতনের কেরাণী, আর এই ইংরাজ-দুহিতা! থাক—সে তুলনায় কাজ নাই।

ইভ বলিল, "কি ভাবছেন? বাসার কথা? আচ্ছা, আপনার বিয়ে হয়েছে?"

বিমলেন্দু আকাশ হইতে পড়িল। এই বালিকার চিন্তারাজ্যে কি ভাবসমষ্টির কোনও সামঞ্জস্য নাই? কোথায় বাসার কথা, আর কোথায় বিবাহ! সে ক্ষণকাল নীরব থাকিবার পর বলিল, "না।" কথাটা বলিবার কালে তাহার গলাটা একটু কাঁপিয়াছিল কি?

পথে যে দুই চারি জন য়ুরোপীয় নরনারীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল, তাঁহাদের বিস্মিত দৃষ্টি তাহাদিগকে অনুসরণ করিল—দুই এক জনের দৃষ্টিতে বিমলেন্দু ক্রোধ ও বিরক্তির চিহ্নও যে দেখিতে পায় নাই, এমন নহে।

পাদরী রেভারেণ্ড ডেনিস অমায়িক ভদ্র লোক, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বিমলেন্দু তৃপ্তি লাভ করিল। আফিসের 'সাহেব-দের' সহিত তাহার সংস্রব ছিল, কিন্তু এ 'সাহেব' সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। বিমল ভাবিল, এ 'সাহেব' কি সেই সাহেব? রেভা-রেণ্ড ডেনিস তাহার সাহস ও উচ্চান্তঃকরণের যেরূপ প্রশংসা জুড়িয়া দিলেন, তাহাতে তাহার সেখানে তিষ্ঠান দায় হইয়া উঠিল।

ইভ তাহার অবস্থাটা সহজেই বুঝিয়াছিল, তাই তাড়াতাড়ি কথা চাপা দিবার জন্য বলিল, "কেমন মজা করেছি? মিঃ রায়কে (বিমলেন্দু রায়) এখানে আজ আনবো, এ কথা জানাইনি। মিঃ ডেনিস সে জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না, জানতেন, আজ এখানে ডিনারের নেমন্তন্ন, এইমাত্র।" এই কথা বলিয়া সে হাসির রোলে ঘরটা ভরিয়া দিল। বিমলের মনে হইল, যেন সুধামাখা অপ্সরার গানে তাহার মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিতেছে।

আহারের সময়ে বিমলের বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল বটে—তবে সে একেবারে সাহেবী খানায় অনভ্যস্ত ছিল না—কিন্তু পাদরী ডেনিস, বিশেষতঃ ইভ তাহার সকল ত্রুটি সারিয়া লইল। আহারান্তে ইভ বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গেলে রেভারেণ্ড ডেনিস ইভের কতকটা পরিচয় দিলেন। বাপ-মা নাই, একমাত্র বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, বেগমপুরের নীলের কুঠিয়াল, সে ইভ হইতে অনেক বড়। এজন্য তাহাকে ভগিনীর মত না দেখিয়া মেয়ের মতই দেখে। ইভ বাপের অর্দ্ধেক বিষয় ও নগদ টাকা পাইয়াছে। সে বালিকা, সবেমাত্র স্কুল ছাড়িয়াছে,—যদিও তাহার বয়সের মেয়েরা এখনও স্কুলে পড়িতেছে। দার্জ্জিলিংএ তাহার জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়াছে বলিয়া সে এখানেই থাকিতে ভালবাসে।

বিমল কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিল, "মিঃ রবিনসন যখন এত বড় লোক, তখন ছেলেমেয়েকে বিলাতে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠান নাই কেন?"

পাদরী ডেনিসের মুখ গম্ভীর হইল। তিনি বলিলেন, "সে অনেক কথা। মাত্র বছর দুই তিন তিনি অনেক টাকার মালিক হয়েছিলেন, তার আগে তাঁর অবস্থা ভাল থাকলেও খুব স্বচ্ছল ছিল না। নানা কারণে তিনি সুখে থাকতে পাননি। তিনি আমার খুব বন্ধু ছিলেন। আমি আগে অনেক দিন বেগমপুরে ছিলুম কি না।"

এই সময়ে ইভ সহাস্যাননে কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "বেগমপুরের কথা কি হচ্ছে? আমি যখন বেগমপুরে, তখন দশ বছরের—কেমন, না?"

পাদরী সস্নেহে ইভের মাথার উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "পাগলি ! এখনও তুমি সেই দশ বছরেরটি আছ—"

"ইস্, তাই বুঝি ? এখন ত আমি অনেক বড় হয়েছি। আমি বুঝি খুকী ? হু !"

বৈদ্যুতিক আলোকের নিম্নে ইভের সুন্দর মুখখানি সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের মতই দেখাইতেছিল। বিমল ভাবিতেছিল, ভগবান্ কোন্ ভাগ্যবানের অদৃষ্টে এ অমূল্য রত্ন বাছিয়া রাখিয়াছেন! হঠাৎ পাদরীর কথায় তাহার মোহভঙ্গ হইল। পাদরী বলিতেছিলেন, "রাত বেশী হয়েছে, এইবার চলুন যাওয়া যাক্।" ইভ যাইতে বাধা দিতেছিল, কিন্তু বিমল পাদরীর অনুসরণ করিতে বিলম্ব করিল না।

বিদায়ের পূর্ব্বে যখন দ্বারের নিকট ইভ বিমলের করমর্দ্দন করিল, তখন বিমল দেখিল, তাহার কোমল করপল্লবখানি থর থর কাঁপিতেছে, মৃদু স্পর্শকালে সে যেন তাহার হাতে একটু—অতি সামান্য জোর চাপের আভাস পাইল। এ কি তাহার কল্পনা !

কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র। পরক্ষণেই ইভ কোমল কণ্ঠে বলিল, "আবার কবে আসছেন ?"

বিমল কি জবাব দিল, তাহা তাহার মনে নাই, তখন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা তাহার চক্ষুর সমক্ষে ঘুরিতেছিল। পরমুহূর্ত্তে পাদরী ডেনিস যখন ডাকিলেন, "মিঃ রায়" তখন সে আর কালবিলম্ব না করিয়া রজনীর অন্ধকারে বাহির হইয়া পড়িল।



কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত ধনি-গৃহে আজ একটা বড় ভোজের আয়োজন হইয়াছে। দ্বারে মোটর, ল্যাণ্ডো লাগিতেছে এবং এক এক দল নিমন্ত্রিত অতিথিকে বক্ষে লইয়া চলিয়া যাইতেছে।

বাটীর কর্ত্তা রামপ্রাণ চক্রবর্ত্তী, জমীদার - প্রকাণ্ড বিষয়ের মালিক—তাঁহার দুয়ারে অনেক পোষ্য প্রতিপালিত হয়—তাঁহার তাঁবে লোকলস্করের অভাব নাই, তাঁহার বিলাস ঐশ্বর্য্য উপমার স্থল। বিধাতা তাঁহাকে সকল সুখসম্পদেরই অধিকারী করিয়াছেন। বাহির হইতে দেখিলে তাঁহার কখনও কোনও অভাব অনুভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু সত্যই কি তাই?

রাত্রি ১০টা বাজিয়া গিয়াছে, শেষ অতিথিও বিদায়গ্রহণ করিয়াছে, কর্ত্তা সারাদিনের পরিশ্রমের পর সবেমাত্র বিশ্রাম লইতেছেন। একখানি আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় থাকিয়া তিনি আলবোলায় তামাকু সেবন করিতেছেন, তাঁহার অক্ষিপল্লব অর্দ্ধনিমীলিত হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে মৃদু ও কোমল কণ্ঠে ডাক পড়িল, "বাবা!"

রামপ্রাণ বাবু ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিয়া বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে বলিলেন, "কি মা? এখনও শোওনি? সারাদিন ভূতের মত খাটলি,—পাগলী কোথাকারের!"

মেয়ে কাছে আসিয়া চেয়ারের হাতল ধরিয়া দাঁড়াইল, বাপ সস্নেহে তাহার মাথার উপর হাত বুলাইতে লাগিলেন, বলিলেন, "কি চাই, মা ?"

প্রতিমা হাসিয়া বলিল, "এখনও আমায় সেই কচি খুকীটি মনে করেন, না বাবা ? দশটা এই বাজলো, এর মধ্যে ঘুম ?"

রামপ্রাণ বাবুও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "না হয় তুই বুড়ীই হয়েছিস। তা আমার মা ত! বুড়োর বুড়ী মা—হাঃ হাঃ হাঃ!" কিন্তু সে হাসির ভিতরেও একটু বিষাদের রেশ যে মিশান ছিল, তাহা সূক্ষ্ম মানব-চরিত্রদর্শিমাত্রেরই বুঝিতে বেগ পাইতে হইত না। সে ভাবটা চাপা দিয়া রামপ্রাণ বাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, "তা যেন হ'ল, কিন্তু দরকারটা কি শুনি।"

প্রতিমা পিতার চুলগুলি দুইটি আঙ্গুলে জড়াইতে জড়াইতে ব্রীড়াবনতমুখে বলিল,"ও বাড়ীর সেজদি এসেছিল, বলছিল, ওরা দিন চারেকের মধ্যেই অনন্তপুরে যাবে।"

কথাটা বলিবার সময়ে প্রতিমার কণ্ঠস্বর ও অঙ্গুলী দুইটি ঈষৎ কাঁপিয়াছিল, তাহা বুঝিতে রামপ্রাণ বাবুর কষ্ট হয় নাই। তিনি কেবল একটু ছোট 'হু" দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর ?"

প্রতিমা আরও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, অস্পষ্ট মৃদুস্বরে কেবলমাত্র বলিল, "সাত দিনের বেশী থাকবে না, আমি যাব সঙ্গে ?"

রামপ্রাণ বাবুর মুখমণ্ডল অসম্ভব গম্ভীর আকার ধারণ করিল। প্রহার খাইলে লোকের মুখ যেমন বিবর্ণ হইয়া যায়, তাঁহার মুখের

আকারে কতকটা তাহার আভাস দেখা দিল। কিন্তু কষ্টে হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া তিনি কন্যাকে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেটা কি ভাল হবে এত দিনের পরে ?"

"তবু—শ্বশুরের ভিটে—"

কথায় হৃদয়ের অন্তস্তলের কাতরতা মাখা !

রামপ্রাণ বাবুরও বেদনাকাতর হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল —সে হাহাকারের মধ্য দিয়া তিনি পুরুষ হইলেও কন্যার শূন্য হৃদয়ের হাহাকার স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। তাড়াতাড়ি কন্যার মাথাটা বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া কাল মেঘের রাশির মত চুলগুলির উপর হাত বুলাইয়া ব্যথিত, ক্ষুব্ধ, অভিমানাহত কণ্ঠে বলিলেন, "কেন, মা, আমি কি তোকে সুখে রাখতে পারি নি, মা ?"

বাঁধের বন্ধন সহসা ক্ষুণ্ণ হইলে যেমন অগাধ জলরাশি সম্মুখে যাহা পায়, তাহাকে উদ্দাম অশান্ত শক্তিতে তৃণের মত ভাসাইয়া লইয়া যায়, তেমনই প্রতিমার রুদ্ধ হৃদয়ের দ্বার আঘাতে উন্মুক্ত হইয়া ভাববন্যাপ্রবাহ বহাইয়া দিল। সে ছুটিয়া বাহিরে যাইতেছিল, রামপ্রাণ বাবু তাহাকে বাধা দিলেন, তাহাকে আরামকেদারায় বসাইয়া টেবেলের ড্রয়ার হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া তাহার হস্তে প্রদান করিলেন। কক্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বলিলেন, "এই তার শেষ চিঠি। পড়। এত দিন লুকিয়ে রেখেছিলুম। তুমি মা অবুঝ নও, যা ভাল মনে হয়, কর। আমি একটু বাইরে যাই।"

চিঠিখানা টেবলের উপর পড়িয়া রহিল, কিছুক্ষণ সেখানা স্পর্শ করিতেও প্রতিমার হাত উঠিল না। একবার হাত বাড়াইয়াও সে হাত ফিরাইয়া লইল। তাহার হাত থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল, বুকও গুরু-গুরু কম্পিত হইতেছিল—সে যেন বক্ষের স্পন্দনশব্দ স্পষ্টই শুনিতে পাইতেছিল।

গৃহের উজ্জ্বল আলোক প্রতিমার দেহখানিকে স্নাত প্লাবিত করিতেছিল, সে আলোকসম্পাতে তাহার প্রথম যৌবনমুকুলিত দেহলতা অনুপম নবকিশলয়লাবণ্য ছড়াইয়া দিতেছিল,—প্রতি অঙ্গভঙ্গীতে সে লাবণ্যচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতেছিল।

প্রতিমা আর একবার হস্ত প্রসারণ করিল। কম্পিত হস্তে পত্রখানি লইয়া সে পড়িতে লাগিল ঃ—

"দার্জ্জিলিং—লাটদপ্তরের মেস,
১৩ই – ১৯—সাল।

সবিনয়-নিবেদন,

যে পথ গ্রহণ করিয়াছি, তাহাই আমার শেষ সিদ্ধান্তের পথ। এ পথগ্রহণে আপনিও আমার সহায়তা করিয়াছেন, সুতরাং আপনারও বলিবার কিছু নাই। এখন আপনি ভিন্ন পথে যাইতে বলিতেছেন ; কিন্তু গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিলে ফল হয় না। আপনি শত প্রলোভন দেখাইলেও এখন আর আমি স্বেচ্ছায় গৃহীত দারিদ্র্যের পথ ত্যাগ করিব না। আপনিই

এক দিন আপমার বা আপনার কাহারও সহিত আমার মত দরিদ্রের কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়া পথের কুকুরের মত তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। আজ আমারও আপনার বা আপনার কাহারও সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই। আপনি অর্থের সম্মান করিয়া আসিয়াছেন, মানুষের যে কোনও আত্মসম্মান থাকিতে পারে, তাহা কখনও বোধ হয় ধারণাও করেন নাই। আপনি ও আপনার নিজের জন অর্থ লইয়া সন্তোষলাভ করুন, মানুষের—বিশেষতঃ আমার মত দরিদ্র মানুষের সহিত আপনাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে কোনও ক্ষতি নাই। ইতি

বিনীত

শ্রীবিমলেন্দু রায়।”

কি ভয়ঙ্কর পত্র! এতটুকু দয়ার চিহ্ন নাই—এক ফোঁটা মায়ার সম্পর্ক নাই। মানুষ এত কঠোর হইতে পারে? প্রতিমা মনে মনে ধারণা করিয়া লইল, তাহার পিতার কিরূপ পত্রের উত্তরে এই পত্র আসিয়াছে। তিনি নিশ্চিতই কাকুতি-মিনতি করিয়া পত্র লিখেন নাই—তাহা তাঁহার ধাতুসহ নহে। তথাপি কন্যার জন্য তিনি গর্ব্বোন্নত মাথা হেঁট করিয়া নিশ্চিতই তাহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহার এই উত্তর?

একটা ভুলের কি এই প্রতিফল? মানুষ পদে পদে ভ্রম করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার কি ক্ষমা নাই?

সে ত এমন ছিল না। যে কয়টা দিন সে তাঁহাকে পাইয়াছিল, তাহাতেই সে বুঝিয়াছিল, তাহার মন কি উপাদানে গঠিত। তবে? এ কি বিধাতার অভিসম্পাত!

প্রতিমার মনে ছায়ার ন্যায় অস্পষ্ট রেখায় তাহার বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়টা দিনের চিত্র ফুটিয়া উঠিল। তখন সে মাত্র একাদশ বর্ষের বালিকা—আর আজ তাহার পর সাত বৎসর কোথা দিয়া চলিয়া গিয়াছে। বিবাহের রাত্রিতে যখন স্ত্রী-আচার হয়, তখন আত্মীয়াগণের মুখে সে কত না স্বামীর রূপের প্রশংসাবাদ শুনিয়াছিল। ভবানীপুরের ক'নে ঠান্‌দি বলিয়াছিলেন, "ছেলে ত নয়, যেন কার্ত্তিক!" তাহার পর ফুলশয্যার রাত্রি। উঃ, সে কি গুরু-গুরু বক্ষ-স্পন্দন! যখন নবদম্পতিকে পুরকামিনীরা ফুলসজ্জায় সাজাইয়া একত্র রাখিয়া চলিয়া গেল, তখন একাধিক জনের মুখে সে শুনিয়াছিল,—"যেন শিবদুর্গা!" তাহার পর—তাহার পর যখন স্বামী তাহার হাতখানি ধরিয়া মুখের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন সে লজ্জায় একেবারে অভিভূতা হইয়া উপাধানে মুখ লুকাইয়াছিল—স্বামী তখন যে স্বরে তাহাকে 'প্রতিমা' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, তখন তাহার মনে হইয়াছিল, সে সুমিষ্ট স্বর এ পৃথিবীর নয়, যেন স্বর্গরাজ্যের।

সেই দেখা—শেষ দেখা নয়—আরও দুই চারি দিন হইয়াছিল, কিন্তু,—সেই কয় রাত্রির দেখা, সে ত ভুলিবার নহে। বালিকা বয়সের কোমল মসৃণ স্মৃতিপটে যাহা একবার অঙ্কিত হইয়া যায়,

তাহার দাগ চিরদিন থাকিয়া যায়। প্রতিমা বার বার সেই সুখ-স্মৃতির রাত্রির কথা মানসে ধ্যান করিয়া আনন্দসাগরে ভাসমান হইল। তাহার বাহ্য প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ তখন বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, সে তন্ময় হইয়া দেখিতেছিল,—সেই মুখ, সেই কুসুমদামসজ্জিত সুন্দর কান্ত দেহ, সেই পুষ্পশয্যা, সেই পুষ্পমালায় ভূষিত শয়নকক্ষ।

হঠাৎ বিভিন্ন চিন্তার তরঙ্গাভিঘাতে তাহার সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পর?—তাহার পর ঘোর অমানিশা, তাহার ক্ষুদ্র জীবন-নাটকের সুখ-অঙ্কে যবনিকাপাত। কোথা হইতে কি হইয়া গেল, পিতার সহিত স্বামীর মনোবাদ, স্বামীর গৃহত্যাগ, তাহাদের সম্বন্ধচ্ছেদ। সংসারে কত বিরোধ বিচ্ছেদ হইতেছে, আবার দুই দিন পরে মিলনও ঘটিতেছে, কিন্তু বিধাতার কি অভিশাপ! তাহাদের এ বিচ্ছেদে দীর্ঘ সপ্ত বৎসরেও মিলন ঘটাইতে দেয় নাই,—জীবনান্ত কালের মধ্যে দিবে কি না কে জানে!

প্রতিমা আর একবার পত্র পাঠ করিল। কঠিন নির্ম্মম নিষ্ঠুর বিধাতা!—তাহার কি অপরাধে এই নিগ্রহ? এত লোকের মৃত্যু হয়, তাহার ভাগ্যে তাহাও জুটে না কেন?

টেবিলের উপর দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মাথা গুঁজিয়া প্রতিমা খানিকটা কাঁদিল। কিন্তু সে অধিকক্ষণ নহে। তাহার পর চোখ মুছিয়া ভাবিল, বৃথা এ অনুযোগ, মানুষ নিজের কর্ম্মফলেই কষ্ট পায়, বিধাতার দোষ কি? বিধাতা কঠিন নহে, মানুষ কঠিন।

সেও ত মানুষ,—তাহার কি অপরাধে সে তাহাকে ত্যাগ করিল ? তাহার আত্মসম্মান পত্নী ত্যাগের পাপ হইতেও কি বড় হইল ? সে ত তাহাকে একবার ডাকিলে পারিত—ডাকিলে সে পিতার সুখৈশ্বর্য্য ছাড়িয়া হাসিমুখে তাহার দারিদ্র্য ভাগ করিয়া লইত কি না, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে পারিত ! সে ত পুরুষ ! তাহার আত্মসম্মান আছে, নারীর কি নাই ? সে যদি হেলায় এমন করিয়া তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারে, তবে সে-ও কেন তাহাকে ভুলিবার জন্য চেষ্টা করিবে না ? নারীর ত অনেক কর্ত্তব্য আছে। প্রতিমা কি কাযে ডুবিয়া থাকিয়া তাহাকে মানসরাজ্য হইতে দূরে সরাইয়া দিতে পারে না ? বালিকা বয়সে অস্পষ্ট মাত্র কয়টি রাত্রির দেখা—কিসের সম্বন্ধ—কিসের বন্ধন ? সে যদি বন্ধন রাখিবে না, তবে সে-ই বা বন্ধন রাখিবে কেন ?

৪

ইভের সহিত বিমলেন্দুর এখন প্রায় নিত্যই দেখা হয়। তাহারা হাত ধরাধরি করিয়া মল রোডে বেড়ায়—কখনও কখনও ইভের বাড়ীতে পানাহার চলে। যদিও প্রথম প্রথম বিমলেন্দু এই ইংরাজ-দুহিতার সঙ্গ বর্জ্জনের চেষ্টা করিয়াছিল, তথাপি ইভ তাহা ঘটাইতে দেয় নাই। বিমলেন্দু আফিসের ফেরতা একবার তাহার সহিত দেখা না করিলে ইভ তাহার মেসে আসিত। ইহাতে

মেসের বাবুরা আকারে ইঙ্গিতে তাহাকে বিদ্রূপ করিত। বিমলেন্দু সেই ভয়ে নিজেই ইভের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইত।

মেসের বাবুরা ছাড়া আর কেহ যে নেটিভের সহিত য়ুনানী বালিকার এই মিলন লক্ষ্য করে নাই, তাহা নহে। দার্জ্জিলিঙ্গ ছোট যায়গা, কলিকাতার মত বৃহৎ সহরের ন্যায় এখানে য়ুরোপীয় সমাজ বৃহৎ নহে, খুবই সীমাবদ্ধ। কাযেই যে দুই চারি জন য়ুরোপীয় নরনারী লইয়া দার্জ্জিলিঙ্গের য়ুরোপীয় সমাজ, তাঁহাদের অনেকেই এই বিসদৃশ মিলন ক্রোধ ও ঘৃণার দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া-ছিলেন। কলিকাতার এমন ইঙ্গবঙ্গ-মিলন অনেক দেখা যায়, কিন্তু সে দিকে কাহারও বিশেষ লক্ষ্য থাকে না। দার্জ্জিলিঙ্গের য়ুরোপীয় সমাজ কিন্তু বিমল ও ইভকে ক্ষমা করিল না। প্রথম প্রথম কানাঘুষা, তাহার পর ঘৃণার দৃষ্টি, শেষে ইঙ্গিতে ও কথায় পর্য্যন্ত বিরোধের ভাব ফুটিয়া উঠিল। ফলে এক দিন বিমলেন্দু আফিসেই সাহেবের মিষ্ট ভর্ৎসনা লাভ করিল।

এক দিন হেড এসিষ্ট্যাণ্ট তাহাকে বড় 'সাহেবের' ঘরে ডাক পড়িয়াছে বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন। মিঃ হজেস কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া নির্জ্জনে তাহাকে বলিলেন,—"তোমার মতলব কি?"

বিমলের অন্য যে কোনও দোষ থাকুক, সে চিরদিনই নির্ভীক। সে নির্ভয়ে বলিল,—"কিসের মতলব?"

মিঃ হজেস দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিলেন,—"ইমপার্টি-নেণ্ট! বোঝ সব, সময় বিশেষে নেকা সাজ। তোমার চালাকি চলিবে না।"

বিমল 'সাহেবের' রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়াও ভীত হইল না, সমান তেজে বলিল,—"সাজার অভ্যাস আমার নেই, আমি যাহা করি, প্রকাশ্যেই ক'রে থাকি।"

"জান, আমি তোমায় চাকুরী হ'তে বরখাস্ত করতে পারি—তোমায় পাহাড় থেকে নামিয়ে দিতে পারি ?"

"জানি, কিন্তু কি দোষ আমার ?"

"দোষ ? তুমি মিস্ রবিনসনের সঙ্গে কি উদ্দেশ্যে ঘোর ফের ? তুমি নেটিভ—"

"মাপ করবেন, সে কথা বলতে আমি বাধ্য নই। আফিসে কোনও দোষ ক'রে থাকি, সাজা দিতে পারেন, কিন্তু আমার প্রাইভেট লাইফের সঙ্গে আফিসের কোনও সম্পর্ক নাই।"

'সাহেব' টেবলের উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন, "পাঁচশো বার আছে। আমি আজই নোটিশ দিচ্ছি, যদি তুমি আজ থেকে মিস্ রবিনসনের সঙ্গ না ছাড়, তা' হ'লে সাত দিনের মধ্যে তোমায় কলকাতায় ট্রান্সফার করব, যাও।"

বিমল ধীর অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "যাচ্ছি, কিন্তু জেনে রাখুন, আপনার এই অন্যায় দণ্ডের ভয়ে আমি কর্ত্তব্য হ'তে এক চুল তফাতে যাব না।"

মিঃ হজেস অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বজ্রমুষ্টি উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু কি ভাবিয়া হাত নামাইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "যাও।"

বিমল চলিয়া গেল, বুঝিল, এ আফিসেও তাহার অন্ন উঠিল। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে দিনের কায সারিয়া বাসায় গেল। সে দিন আর তাহার ইভের সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

কিন্তু পরদিন ইহার উপরও বড় ধাক্কা আসিল। সে পাদরী ডেনিসের এক চিঠি পাইল, তিনি সন্ধ্যার পর তাঁহার নিজের বাসায় সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছেন, বিশেষ জরুরী কথা। সে দিন আফিসে বিমল জবাবের হুকুম পাইল না, তবে কানা-ঘুষায় শুনিল, বড় 'সাহেব' এ বিষয়ে চিফ সেক্রেটারীকে লিখিয়াছেন, সরকারী চাকুরী হইতে কর্ম্মচ্যুত করা ত সহজ কথা নহে।

মিঃ ডেনিসের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি দুই একটা কথা কহিবার পর একখানি পত্র দেখাইলেন। পত্র আসিয়াছে বেগমপুর হইতে, পত্রের লেখক ইভের ভ্রাতা। সে পত্রে মিঃ রবিনসন অন্যান্য কথাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে খবর পাই-লাম, ইভ নাকি কে একটা নিগারের সঙ্গে আজকাল খুব মিলামিশা করিতেছে। কথাটা বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হয় না। ইহা সত্য কি? আমি ইভকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেও লজ্জা বোধ করি। যদি এ কথা আংশিকও সত্য হয়, তাহা হইলে আপনি আমার হইয়া এই লোকটাকে একটা কথা বলিবেন কি? সে যদি কথায়, কাযে বা কোনও রকমে অতঃপর ইভের সংস্রবে আসে, তাহা হইলে আমি দার্জ্জিলিঙ্গে গিয়া উহাকে কুকুরের মত গুলী করিয়া মারিব।"

মিঃ ডেনিস বিমলের আরক্ত মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"কি বলেন মিঃ রায়, আপনি এই পত্রের কথামত কায করিতে সম্মত আছেন ?"

"আপনি তাকে লিখবেন, কুকুরের মত মারতে কেবল যে এক জন পারে, তা নয়, যে মারতে চায়, তাকেও অন্য লোকে দরকার হ'লে মারতে পারে।"

"হাঃ হাঃ! আপনার কাছে এই উত্তরেরই আশা করেছিলুম। যে কাপুরুষ, সে গোঁয়ারের হুমকিতে ভয় পায়।"

"আপনাকে একটা সাদা কথা জিজ্ঞাসা করব। এখন আপনি ইভের অভিভাবক, আপনি কি এ মেলামেশায় আপত্তি করেন ?"

"করলে এত দিন বারণ করতুম। আমি চামড়ার তফাতে ছোট বড় মাপ করিনি—মানুষমাত্রই ভগবানের সৃষ্টি। ইভকে এ পত্র দেখিয়েছি, সে আপনাকে খুঁজছিল।"

বিমলের মুখ প্রসন্ন হইল। দিনটা যেমন আজ তাহার পক্ষে মন্দ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তেমনই দিনের শেষটা ভাল গেল। সে মিঃ ডেনিসের বাসা হইতে ইভের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। তখন রাত্রি ৮টা। ইভ বাসায় নাই। ইভের নেপালী ধাত্রী বলিল, ইভ তাহার খোঁজে গিয়াছে।

পথে ইভের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, তখন পথ নির্জ্জন। ইভ তাহাকে দেখিয়াই বলিল, "বাঃ, এই যে আপনি। দেখুন ত, লোকে আমাকে জ্বালাতন করে কেন ? আমার যা খুসী করব"—

বলা শেষ হইল না, ইভ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং অজ্ঞাতসারে বিমলের বুকের উপর মাথাটা রক্ষা করিল।

বিমলেন্দু এমন অবস্থায় কখনও পড়ে নাই। সে সংযত হইলেও মানুষ—সুন্দরী যুবতীর সাশ্রুনয়নে প্রেমের নিদর্শন দেখিতে পাইয়া যে আকর্ষণের মোহ ত্যাগ করিতে পারে, সে হয় দেবতা, না হয় পাষাণ। বিমলেন্দু মুহূর্ত্তের জন্য জগৎসংসার ভুলিয়া গেল—নিজেকে ভুলিয়া গেল, ইভকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া তাহার রক্তকুসুম তুল্য ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিল। তাহার জীবন-নাটকে একটি নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল।

"বাবা, ওরই নাম কাঞ্চনজঙ্ঘা ?"

"হাঁ মা, ঐ পাহাড়ই কাঞ্চনজঙ্ঘা।"

"কি সুন্দর, কি সুন্দর! বাবা, এ দেখে আর বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে করে না।"

রামপ্রাণ বাবু দার্জ্জিলিঙ্গে আসিয়াছেন, সঙ্গে প্রতিমা। এখানে একখানি বাড়ী পূর্ব্বাহ্নেই ভাড়া করা হইয়াছিল। আজ মাত্র দুই দিন তাঁহারা আসিয়াছেন, আগামী কল্য বিমলেন্দুর সহিত সাক্ষাতের কথা। আজ রাত থাকিতে তাঁহারা লোক-লস্কর লইয়া সিঞ্চড় পাহাড়ে উঠিয়াছেন—কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনার বর্ণ দেখিবেন।

একটা পাহাড়ী সেলাম করিয়া বলিল, "বাবুজী, আরও আগে যাবেন ?—সেখান থেকে গৌরীশঙ্করও দেখা যায়।"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "ও দিকে যে জঙ্গল।"

পাহাড়ী বলিল, "না, ওর ভেতরে আগে পথ আছে। এই খানিক আগে এক 'সাহেব' আর মেম এই দিকে গিয়েছে, তাদের সঙ্গে আপনাদের মত এক বাঙ্গালী বাবু আর এক আয়া আছে। চলুন, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।"

রামপ্রাণ বাবু একটু ইতস্ততঃ করিলেন। এই অবধি পথ ভাল, কয়েকজন লোক দার্জ্জিলিঙ্গ, ঘুম ও জলা-পাহাড় হইতে এইখানে বেড়াইতে আসিয়াছে, কিন্তু ইহার পর তিনি আর কাহাকেও জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইতে দেখেন নাই। ঐ স্থানে সকলেই জলযোগ সারিয়া লইবার যোগাড় করিতেছিল। কেহ ষ্টোভ জ্বালিয়া চা প্রস্তুত করিতেছিল, কেহ বা নবতুর্ব্বাদলের উপর নানারূপ আস্তরণ বিছাইয়া প্লেটে করিয়া বিস্কুট, কেক ইত্যাদি সাজাইতে-ছিল। এক দল য়ুরোপীয় দর্শক ফটো তুলিতেছিল।

প্রতিমা এই সময়ে বিশেষ আগ্রহের সহিত আবদার করিয়া বলিল, "চল না, বাবা, গৌরীশঙ্কর দেখে আসি, আর ত আসা হবে না।"

প্রথম তুই একবার আপত্তি করিবার পর রামপ্রাণ বাবু প্রতিমার অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। প্রতিমার কোন আবদারই তাঁহার নিকট অনাদৃত হইত না। অগত্যা তাঁহাদিগকে সেই নেপালী পথিপ্রদর্শককে লইয়া জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইতে

হইল, সঙ্গে বিশ্বাসী পুরাতন ভৃত্য বৈজনাথ সিং লাঠি ঘাড়ে করিয়া চলিল।

যত দূর চক্ষু যায়, সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে দক্ষিণে ঘনসন্নিবিষ্ট পার্ব্বত্য জঙ্গল—তাহার হরিৎ শোভা প্রথম উষোদয়ের রক্তচ্ছটায় হাসিয়া উঠিয়াছে। কত অর্কিড, কত মরশুমী ফুল, কত লতা, কত পাতা! সুমিষ্ট পক্ষিকূজনে বনস্থলী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। নির্জ্জন শান্ত বনানীর শান্তরসাস্পদ শ্যাম শোভা মনপ্রাণ পুলকে ভরিয়া দিতেছিল।

এমনই করিয়া কয়জনে প্রায় অর্দ্ধ-মাইলের উপর অগ্রসর হইলে আবার এক স্থানে ফাঁকা যায়গায় তৃণাচ্ছাদিত স্বল্পপরিসর একটি ময়দান দেখিতে পাইলেন—যেন একখানি সবুজ ভেলভেটের চাদর কে সেই স্থানে সযত্নে বিছাইয়া দিয়াছে। প্রতিমা অতিরিক্ত হর্ষ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধভাবে প্রকৃতির অপরূপ শোভা প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইল; তাহার পর বনকুরঙ্গীর ন্যায় সেই মাঠের উপর ছুটিয়া চলিল। তাহার হৃদয় পূর্ণ—মন যেন আনন্দ-মদিরা পানে মাতাল হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিল, "বাবা, ঐ মাঠের ওপারে গাছের মাথায় উষার আলো কেমন ঝক্মক্ করছে, এস না দেখি গিয়ে।" সে কোনও উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই এক দৌড়ে ক্ষুদ্র মাঠের অপর প্রান্ত পানে ছুটিয়া গেল। নেপালী গাইড, 'হাঁ হাঁ' করিতে না করিতেই সে একবারে খাদের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে জানিত না যে, আব এক পা অগ্রসর হইলেই নিম্নে প্রায় ছয় হাজার ফুট খাদ!

রামপ্রাণ বাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কেবল ফেল-ফেল নেত্রে চাহিয়া রহিলেন—কাঠের পুতুলের মত এক স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন, এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না। রক্ষক বৈজনাথ সিং, নেপালী গাইডের সহিত প্রতিমার পশ্চাদ্ধাবন করিল বটে, কিন্তু সময়ে তাহাকে রক্ষা করিবার সুযোগ পাইল না। এমন সময়ে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। যেন সম্মুখস্থ ভূখণ্ড ভেদ করিয়া একটি মনুষ্যমূর্ত্তি ঠিক খাদের মুখে দেখা দিল—সে এক লম্ফে প্রতিমার সম্মুখীন হইয়া দৃঢ় বাহুবেষ্টনে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। সে যেই হউক, সে যে বিলক্ষণ বলিষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ ছিল না। কেন না, প্রতিমার সমস্ত চলন্ত দেহেব ভারে সে যে ধাক্কা খাইয়াছিল, তাহা সামলাইয়া লইতে অপর কোন লোক সমর্থ হইত কি না সন্দেহ।

রামপ্রাণ বাবু পরিপূর্ণ হৃদয়ে ভাবগদগদকণ্ঠে তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "কি ব'লে আপনাকে মনের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাব—এ কি, তুমি ?" রামপ্রাণ বাবু থমকিয়া দাঁড়াইলেন। লোকটিব দেহ তখনও প্রতিমার দেহ বহন করিয়া থর থর কাঁপিতেছিল, সেও বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে রামপ্রাণ বাবুর দিকে তাকাইয়া রহিল, প্রতিমা ততক্ষণ মুক্ত হইয়া তাঁহাদের উভয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্মিত হইল। কিন্তু তাহার সে বিস্ময় অপসারিত হইতে না হইতে সে দেখিল, একটি ইংরাজ যুবতী তাহার উদ্ধারকর্ত্তা বাঙ্গালী যুবকের নয়নে দৃষ্টি মিলাইয়া ইংরাজী ভাষায় বলিতেছে,—"ইন্দু ডার্লিং! এ কায

তোমায় কি সুন্দর মানায়!" পিতার নিকট প্রতিমা ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিল।

বলা বাহুল্য, ইংরাজ-দুহিতা ইভ এবং বাঙ্গালী যুবক বিমলেন্দু। পাদরী ডেনিস অগ্রসর হইয়া বিমলেন্দুর পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "মিঃ রায়, তুমি যে কাযটাই কর, সব সুন্দর—এঁরা কারা? এঁদের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে না কি?"

ততক্ষণ ইভ সরিয়া গিয়া দুই-হাতে প্রতিমার হাত দু'খানি ধরিয়া হিন্দী ভাষায় বলিতেছিল, "ভয় কি বোন্, তুমি যে এখনও কাঁপছ! এই দেখ না, এখান থেকে ঐ বুড়ো এভারেষ্টের সাদা শণের জটা কেমন দেখা যাচ্ছে।"

ইভ তাহাকে একরূপ টানিয়া লইয়া খাদের আর এক পার্শ্বে গিয়া তাহার হাতে অপেরা গেলাসটা তুলিয়া দিল। এতক্ষণ তাহারা তিন জনে সেইখানে বসিয়া অপেরা গেলাসে গৌরীশঙ্কর দেখিতেছিল, এই জন্য দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

প্রতিমা বিস্ময়ে অভিভূত হইল। কি আশ্চর্য্য! 'মেম-সাহেব' এমন হয়? ইহারা ত আমাদের সঙ্গে কথা কহিতে ঘৃণা বোধ করে। এ 'মেমসাহেব' কেমনধারা! বোন্ বলিয়া ডাকে, গলা জড়াইয়া আদর করে, অথচ একবারে জানাশুনা নাই।

এ দিকে বিমলেন্দু পাদরী ডেনিসকে বলিতেছিল, "হাঁ, এঁর সঙ্গে জানাশুনা আছে বটে, তবে অনেক দিন দেখা নেই। চলুন, এবার ফেরা যাক। ইভ, চল, ফেরবার সময় হ'ল।"

ইভ প্রতিমাকে টানিয়া লইয়া বিমলেন্দুর কাছে গেল, বলিল, "ইন্দু, এঁদের জান? এঁরা কলকাতা হ'তে দার্জ্জিলিং বেড়াতে এসেছেন। চলুন না, আপনারা আমার বাসায়।"

চারিচক্ষুতে মিলন হইল—কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র। বিমলেন্দু নিমেষে চক্ষু ফিরাইয়া লইল, প্রতিমা তৎপূর্ব্বেই দৃষ্টি অন্যত্র অপসারণ করিয়াছিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তমাত্র ক্ষণেই প্রতিমা বিমলেন্দুকে চিনিয়াছিল, সেই—সেই বহুদিনের ফুলশয্যার রাত্রির মিলন—আর তাহার পর মাত্র কয় দিনের দেখাশুনা। কিন্তু সে ত ভুলিবার নহে!

বিমলেন্দু ব্যগ্র হইয়া বলিল, "চলুন, মিঃ ডেনিস্, আমায় গিয়েই আজ অফিসে চার্জ্জ বুঝিয়ে দিতে হবে।"

কথাটা বলিয়াই উত্তরের প্রতীক্ষা না রাখিয়া সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। ইভ বিস্মিত হইল—সে তাহাকে না লইয়াই চলিল কেন, সে তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। সে তাড়াতাড়ি প্রতিমার নিকট বিদায় লইয়া বিমলেন্দুর পশ্চাদনুসরণ করিল। মিঃ ডেনিসও রামপ্রাণ বাবুর করমর্দ্দন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্রতিমা পদ-নখে মৃত্তিকা খনন করিতেছিল। হঠাৎ মুখ তুলিয়া স্পষ্ট স্বরে বলিল, "বাবা, চল, কলকাতায় ফিরে যাই, দার্জ্জিলিং ভাল না।"

রামপ্রাণ বাবুর মুখখানা পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি কেবল 'আয় মা!' বলিয়া কন্যার হাত ধরিয়া দার্জ্জিলিংএর পথে

প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার আশাহত হৃদয়ে তখন তুমুল ঝড় বহিতেছিল।

৬

বিমলেন্দুর চাকুরী গিয়াছে। তাহাকে কলিকাতার আফিসে যোগ দিবার হুকুম হইয়াছিল, সে হুকুম তামিল করে নাই, ইহাই অপরাধ। কিন্তু সে এখনও দার্জ্জিলিংএ রহিয়াছে, তবে দপ্তরের মেসে তাহার আর স্থান নাই, সে সেনিটেরিয়ামে থাকে।

এক দিন নিমায়ের সহিত তাহার মল রোডে সাক্ষাৎ হইল। সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, নিমাই ধরিয়া ফেলিল; বলিল, "তুই ত খুব ভদ্রলোক, দেখেও দেখিস না! আচ্ছা, চলছে কি ক'রে তোর বল ত!"

বিমল কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিল, "কেন, চাকুরী না হ'লে কি দিন চলে না? ভগবান্ চালাচ্ছেন।"

"ইস, তবু ভাল, ভগবান্ মালিক তা হ'লে? যাক্, এমনই ক'রে কি দিন কাটাবি? তোর ত অভাব নেই কিছু?"

"অভাব কার নেই?"

"আরে—, আমি ত সব জানি। কেন, শ্বশুরের বাড়ী কি মিষ্টি লাগে না? আহা, বুড়োর একটা মেয়ে—আর মেয়ে ত নয়, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। বুড়ো যে ক'রে আমার হাত দুটো ধ'রে কেঁদে ফেল্লে—"

"যা যা, আর কিছু কথা আছে? আমার সময় নেই, বাজে বক্‌তে পারিনি।"

"বটে, এটা বাজে হ'ল? দেখ, তুই অতি বড় পাষণ্ড। না হয়, বুড়ো একটা ভুলই ক'রে ফেলেছে, তার কি ক্ষমা নেই? আর সেই অভাগা মেয়েটা—সে কি অপরাধ করেছে বল ত? দাঁড়া না, পালাচ্ছিস কেন?"

"না, পালাব না। কথাটা যখন পাড়লি, তখন খুলেই বলি। দেখ্, পুরুষমানুষ আর সব সহ্য করতে পারে, কিন্তু ভাতের খোঁটা সইতে পারে না। বড়মানুষের বাড়ী ঘরজামাই হয়ে থাকবার সখ আমার মোটেই নেই।"

"কি বা তোকে বলেছে? তার একটি মেয়ে—সমস্ত বিষয়-আশয়ের মালিক—তার স্বামী দেশঘর ছেড়ে যাবে সাগরপারে কেন হে? কি দুঃখে? যদি তাতে বুড়ো বাধা দিয়ে থাকে, যদি সে তার খরচটা না দিতেই চায়, তাহ'লে কি সে খুবই অপরাধ করেছে?—কেন, সে ত সর্ব্বস্ব তোকে দিতেই চেয়েছিল। দেখ্, ছেলেমানুষি করিসনি। অমন সোনার প্রতিমা—তার মুখও চাইতে হয়।"

বিমলেন্দু উত্তর করিল না, হাতের ছড়িটা পথিপার্শ্বের ফুলগাছের উপর চালাইতে লাগিল। ক্ষণপরে বলিল, "সে ত আমায় চায় না, টাকাই চায়। তা, তাই নিয়েই থাকুক।"

"কি রকম?"

"নয় ত কি? সাত বছরের মধ্যে কি একখানা চিঠিও লিখতে পারত না? যাক্, ও কথা ছেড়ে দে। জিজ্ঞাসা করলিনি, আমি কি করছি? আমি পাদরী ডেনিস সাহেবের এক বন্ধুর ষ্টেনোগ্রাফারের কায পেয়েছি।"

"আর ইভ?"

বিমলেন্দুর মুখ গম্ভীর হইল। সে কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, "আমার এ শুকনো জীবন-সাহারায় ইভ শীতল প্রস্রবণ।"

নিমাই বলিল, "ইস, একবারে যে কবি কালিদাস হয়ে পড়লি!"

বিমলেন্দু কঠোর অথচ কাতর দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া সজোরে তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিল। ধরা গলায় বলিল, "শোন্, নিমাই। আমি ঠিক করেছি, আমি তোদের এই কপট স্বার্থপর হিন্দুসমাজে আর থাকব না,—খৃষ্টান হব, যে সমাজে ইভের মত সরলা দেবকুমারী জন্মায়, সেই সমাজের এক জন হব। তোরা আমায় ঘৃণা করিস, করিস, কিন্তু আমার এই-ই সঙ্কল্প।"

নিমাই ব্যঙ্গের সুরে কহিল,—"আর সঙ্গে সঙ্গে দয়া ক'রে ইভের পাণিগ্রহণ করবি ত? ইডিয়ট! দেখ্, বাড়াবাড়ি করিসনি—এখনও ভালয় ভালয় দার্জ্জিলিং ছেড়ে পালিয়ে যা—এখনও সময় আছে। বাঙ্গালীর ছেলে, হিন্দুর ছেলে,—তেলে-জলে কখনও মিশ খায়? তার চেয়ে যার সঙ্গে তোর ইহকালের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে, তার কাছে ফিরে যা, তোরও ভাল হবে, তাদেরও ভাল হবে, ইভেরও ভাল হবে।"

"না নিমাই, ফেরবার আর উপায় নেই। ইন্দুকে লুকিয়ে বিয়ে করেছি।"

"অ্যাঁ, কি সর্ব্বনাশ! ভাই ইন্দু, আমি তোর বাল্যবন্ধু, হাতে ধ'রে বিনয় ক'রে বলছি, এ মোহ ভেঙ্গে ফেল্, তোর যথার্থ স্ত্রীর কাছে ফিরে যা। ওদের কি বল্ না, ওদের পাঁচটা বিয়ে হ'তে পারে। ওরা—"

বিমলেন্দু ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত সুরে বলিল,—"যার কথা কিছু জান না, তার সম্বন্ধে যা তা একটা কথা ব'লে ফেলো না। ইভকে তুমি কি মনে কর? সে যত মন্দই হোক, তবু তোমাদের বিষয়ের মালিক বড়লোকের মেয়ের মত নয়, এ কথা তোমায় জানিয়ে রাখলুম।"

কথাটা বলিয়া বিমলেন্দু আর দাঁড়াইল না, দীর্ঘ পদবিক্ষেপ করিয়া রোষভরে চলিয়া গেল, নিমাই অবাক্ হইয়া তাহার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিমাই বলিল, "নাঃ!"

নিমাই মেসে ফিরিল না, সরাসর রামপ্রাণ বাবুর বাসার দিকে চলিল, সে তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াই বিমলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল।

নিমাই চলিয়া গিয়াছে, রামপ্রাণ বাবু অসম্ভব গম্ভীর হইয়া বসিবার ঘরে একমনে তাহার মুখে শোনা কথা তোলাপাড়া করিতেছেন। কিন্তু অধিকক্ষণ নহে, তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল, দ্রুতগতি উঠিয়া তিনি কক্ষে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে

লাগিলেন। ভৃত্য গড়গড়ায় তামাকু সাজিয়া দিয়া গিয়াছিল, তাহা আপনিই পুড়িয়া যাইতে লাগিল। কখনও বসেন, কখনও জানালার ধারে গিয়া দাঁড়ান, কখনও পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত এ দিক হইতে ও দিক পাদচারণা করিয়া বেড়ান,—তাঁহার যেন কিছুতেই স্বস্তি নাই।

পাহাড়ী চাকরটা আসিয়া বলিল, "হুজুর, দালাল এসেছে।"

বাবু প্রথমে শুনিতেই পাইলেন না, চমক ভাঙ্গিলে শুনিয়া বলিলেন, "যেতে বল, বাড়ী কিনবো না।"

ভৃত্য অবাক্ হইয়া চলিয়া গেল। কি আশ্চর্য্য! কা'ল যে দালালকে খবর দিয়া আনাইয়া বাড়ীর জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছেন—হাতে ১০ টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়াছেন, আজ বাবু তাহার সহিত সাক্ষাৎই করিবেন না,—এ কি রকম?

কর্ত্তা হঠাৎ ডাকিলেন, "প্রতিমা!"

তাঁহার অসম্ভব গম্ভীর স্বর ঘরখানা ছাইয়া ফেলিল। 'কি বাবা', বলিয়া প্রতিমা ঘরে আসিয়া পিতার মুখপানে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার হাস্যপ্রফুল্ল আনন হঠাৎ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল।

রামপ্রাণবাবু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'বস।' না জানি কি অমঙ্গলের কথা শুনিবে, এই উৎকণ্ঠায় শুষ্কমুখী প্রতিমা একখানা চৌকীর উপর বসিয়া পড়িল। তাহার মনে আশঙ্কার কথাই জাগিতেছিল,—যদি, না, না, তাহা হইতেই পারে না। সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "কি বলবে, বাবা?"

রামপ্রাণ বাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "আয় মা, আমরা খৃষ্টান কি মুসলমান যা হয় একটা হয়ে যাই, কি বলিস ?"

প্রতিমা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া ক্ষণেক তাঁহার দিকে ফেল-ফেল চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "কি বলছ, বাবা ?"

"হুঁ, বলছি ঠিক। মুসলমান হ'তে পারবি ?"

প্রতিমা হো হো হাসিয়া বলিল, "ওঃ, তাই বল। আমি বলি না জানি কি বলবে।"

"না, তামাসা না, সত্যিই বলছি, আমি মুসলমান হব, তোকেও মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষা দেব। ও হিন্দুয়ানীর জাতের মুখে ঝাড়ু মেরে আমরা আশ মিটিয়ে সুখী হব। কি বলিস্ ?"

প্রতিমা সভয়ে বলিল, "বাবা, কি বলছ, বুঝতে পারছি না।"

রামপ্রাণ বাবু বিকট হাসিয়া বলিলেন, "বুঝছ না ? খুবই বুঝছ, হাড়ে হাড়ে বুঝছো। তবে তুমি সব চেপে রাখ, আমি পারি না, এই যা। হিন্দুধর্ম্ম আমাদের ছাড়তে হবেই।"

প্রতিমা এবার দৃঢ়স্বরে বলিল, "কেন, কি দুঃখে ? হিন্দুধর্ম্ম তোমায় এমন কি তাড়া দিয়েছে ?"

"তাড়া দেয়নি—দাগা দিয়েছে—এই এখানে, এই বুকের ভেতরে। দুত্তোর হিন্দুয়ানীর নিয়ে কিছু করেছে! কেন, অন্য সব ধর্ম্মে পুরুষ নারীকে দূর-ছাই করলে তাদেরও দূর-ছাই করবার আইন আছে, কেবল হিন্দু হলেই শুয়ে শোওয়া পর্য্যন্ত নারী বেঁধে মার খাবে ? এ কি অত্যাচার ? পুরুষ যা ইচ্ছে তাই করবে,

নারী মুখ বুজে কেবল সহ্য ক'রে যাবে? ভগবানের আইনে তা হ'তে পারে না।"

প্রতিমা এতক্ষণে কথাটা তলাইয়া বুঝিল। বুঝিবামাত্র তাহার মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, "বাবা, আমার ছেলেটিকে দেখলে না? কা'ল থেকে আমি তাকে বাঙ্গালা কথা কওয়াচ্ছি। কেমন 'মা' ব'লে চুমু খায়। দেখবে বাবা, আন্‌বো?"

রামপ্রাণ বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "দেখ মা, তোমায় আমায় আর ভাঁড়াভাঁড়ি চলে না, এখন সবই খোলাখুলি বলা ভাল। আমারই দোষে একটা তুচ্ছ ঘটনায় আমি তোমার জীবনের সুখের পথে কাঁটা দিয়েছি। ভাবলুম, তার প্রায়শ্চিত্ত করব। তাই দার্জ্জিলিঙে এসেছিলুম—জান ত একখানা বাড়ীরও বায়না কচ্ছিলুম—তোদের নিয়ে সংসার পাতাবো ব'লে। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়েছে।"

প্রতিমা কাঠ হইয়া বসিয়া শুনিয়া যাইতেছিল। তাহার ভাবসমুদ্রে তখন কি ভীষণ তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল, তাহা সে-ই বলিতে পারে। মুকুলিত যৌবনের অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অফুরন্ত বাসনা লইয়াই তাহাকে এ জীবনের দীর্ঘ মেয়াদ অতিবাহিত করিতে হইবে, এই আশঙ্কা তাহার মনের মাঝে ক্ষণিক চপলা-চমকের মত জ্বলিয়াই নিভিয়া যাইত, এখন পিতার স্পষ্ট কথায় সেই লুপ্তপ্রায় স্মৃতি সাকার অবয়ব ধারণ করিয়া মানসচক্ষুর সমক্ষে ভীষণ দৈত্যের মত দণ্ডায়মান হইল। সাহারার অনন্তবিস্তার ধূ ধূ বালুকারাশির

মত নীরস কাঠোর প্রাণহীন এই জীবনের পরিণাম কোথায় হইবে ? কি অবলম্বন লইয়া সে এ সাহারায় বাস করিবে ?

রামপ্রাণ বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "সে যে এতটা এগিয়েছে—নিজের জাত খুইয়ে একটা ফিরিঙ্গীর মেয়েকে বিয়ে করেছে—চমকিও না, সত্যি কথা, এইমাত্র নিমাই এসে খবর দিয়ে গেল, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে,—এতটা যে এগিয়েছে, তা বুঝতে পারিনি। পারলে দার্জ্জিলিঙে আসতে পণ্ডশ্রম কর্‌তুম্ না। রাস্কেল ইডিয়ট এতবড় পাজী, রাগ দেখাবার জন্য নিজের ধর্ম্মপত্নীকে ত্যাগ ক'রে খৃষ্টান ফিরিঙ্গীর মেয়েকে বিয়ে করে ! আর আমাদের এমনই ধর্ম্ম—এতে তার কোনও শাস্তি নেই—"

প্রতিমা মিনতির কণ্ঠে বলিল,—"বাবা, বাবা, ও কথা ছেড়েই দাও না। চল আমরা আজই কল্‌কাতায় যাই—না হয় পুরী, না হয় যেখানেই হোক্ যাই—"

রামপ্রাণ বাবু তখনও স্থির হন নাই, বলিলেন, "হুঁ, যাব। কিন্তু যাবার আগে আমিও তাকে দেখিয়ে দোবো যে, তার উপরেও রাগ দেখিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে, এমন লোকও আছে। সত্যি বলছি মা, আমি মুসলমান কি খৃষ্টান হবই, আর তোর আবার যোগ্য বরে বিয়ে দোবো, এ যদি না করি ত আমি রামপ্রাণই নই—"

প্রতিমা বাধা দিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "কেন বাবা, মনে কষ্ট পাচ্ছ ? আমাদের কিসের অভাব ? আমরা বাপে-ঝিয়ে কি মন্দ আছি, তার উপর ছেলেটা পেয়েছি, দেখবে বাবা ?"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "যতই কথা চাপা দে, আমার সঙ্কল্প টল্‌বে না। আমি সমাজের তোয়াক্কা রাখি না। আমার মেয়ের সুখ বলি দিয়ে আমি সমাজ বুকে নিয়ে ব'সে থাকৃতে পারিনি। কেন, এমন ত অনেক হচ্ছে ? এই সে দিন এক উকীলের মেয়ে স্বামীর অত্যাচারে মুসলমান হয়ে আবার বিয়ে করেছে—"

প্রতিমা কাতর দৃষ্টিতে একবার পিতার দিকে চাহিয়া বলিল, "ছিঃ বাবা !"

রামপ্রাণ বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন মা, খৃষ্টান কি মুসলমান হ'লে ত আবার বিয়ে হয়, এতে নিন্দের কথা কিছু নেই।"

প্রতিমা দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া ছল-ছল নেত্রে কাতর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "যার হয় তার হয়, হিঁদুর মেয়ের হয় না। সে বাঁধন কেবল এ জন্মের নয়, পরজন্মেরও।"

প্রতিমা চলিয়া গেল। রামপ্রাণ বাবু ক্ষণেক অবাক্ হইয়া কন্যার সেই মহামহিমময়ী মূর্ত্তির পানে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর আপন মনে কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার মনে এই প্রশ্ন বার বার উদয় হইতে লাগিল,—এই মাতৃহীনা বালিকাকে কে এই প্রেরণা দান করিয়াছে !

৭

ইভ যে 'ইন্দুকে' পাইয়া সুখী হইয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ ছিল না। তাহার চোখে-মুখে, কথায়-বার্ত্তায়, হাসির তরঙ্গে, সঙ্গীতে, নৃত্যে,—প্রতি অঙ্গভঙ্গীতে সেই আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যাইত। সে হিল্লোলে অঙ্গ ভাসাইয়া বিমলেন্দু অপার আনন্দ ও অফুরন্ত তৃপ্তি অনুভব করিত।

বিমলেন্দুই ইভকে 'ইন্দু' নাম শিখাইয়াছিল। এই ছোট নামটি ইভের জপমালা হইয়াছিল—সে এই নাম বড় ভালবাসিত। স্বপ্নেও কখনও কখনও সে 'ডার্লিং ইন্দু' বলিয়া কিন্নরীকণ্ঠে শয়নকক্ষ মুখরিত করিত। বিমলেন্দু সে সময়ে তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়াও তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের গভীর অপরিমেয় অতলস্পর্শ প্রেমের অন্ত পাইত না।

কার্সিয়ঙ্গে তাহারা একটি লতাপাদপমণ্ডিত ক্ষুদ্র বন-ভবন ভাড়া লইয়াছিল—ইভের বংশের চিরাচরিত প্রথানুসারে বিমলেন্দু বিবাহের পর এক মাসকাল মধুবাসর করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সেই শান্ত নির্জ্জন পল্লীবাসে তাহারা দুইটি প্রাণী কপোত-কপোতীর মত পরমানন্দে চিন্তারহিত জীবন যাপন করিত। অন্ততঃ সেই এক মাসকাল বিমলেন্দু ভাবিয়াছিল, এমনই মধুময় জীবনই বুঝি সে চিরদিন যাপন করিবে!

স্বর্গের অপ্সরীর মত, বনভবনের স্ফুটিত গোলাপের মত সুন্দরী ইভ বাগানবাড়ীটি সর্ব্বদা আলো করিয়া থাকিত! কখনও কখনও সে বনকুরঙ্গীর মত সারা বাগানে ছুটাছুটি করিয়া ইন্দুর সহিত লুকাচুরি খেলিত, আবার কখনও বা বৃক্ষশাখায় দোদুল্যমান দোলায় চড়িয়া সে ইন্দুকে দোল দিতে বলিত—যখন তাহার এলায়িত স্বর্ণপ্রভ কুঞ্চিত কেশরাশি মৃদুপবনে আন্দোলিত হইত, তখন বিমলেন্দু তাহাতে স্বর্গের সুষমা ঝরিতে দেখিত। সে কি আনন্দের—সে কি তৃপ্তির দিনই অতিবাহিত হইতেছিল! বিমলেন্দু তখন একবারও ভাবে নাই, মানুষের দিন চিরকাল সমান যায় না।

এই অনন্ত সুখের সায়রে শয়ান থাকিয়াও কিন্তু বিমলেন্দু মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হইত—তাহার একটানা সুখের স্রোতে মাঝে মাঝে যেন কি একটা প্রকাণ্ড বাধা-মাতঙ্গ গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইত। তাহার মনে হইত, যেন কি নাই—যেন কি হারাইয়াছি—যেন কোথায় কোন্ অজানা অতীতের কোণ হইতে দূরাগত বংশীধ্বনির ন্যায় কি এক অপরূপ মধুর স্মৃতির রেখা তাহার মানস-পটে অঙ্কিত হইতেছে—কে যেন কোথা হইতে তাহাকে ধাক্কা দিয়া তাহার এই ক্ষণিক মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিতেছে। এই সময়ে সে এমন আত্মবিস্মৃত হইত যে, ইভ বার বার ডাক দিয়াও সাড়া পাইত না—সে বিস্মিত হইয়া তাহার এই বিস্মৃতির কারণ জিজ্ঞাসা করিত—অমনই সে লজ্জায় অভিভূত হইয়া পরক্ষণেই প্রেমময়ী ইভকে বাহুপাশে বন্ধন করিয়া কত সোহাগের—

কত আদরের কথায় মন ভুলাইয়া দিত। মধুবাসরের শেষাশেষি ইন্দুর এমন ভাব প্রায়শঃ ঘন ঘন হইত—ইভ তাহাতে মনে মনে দারুণ ব্যথা, দারুণ অশান্তি অনুভব করিত।

এক একবার সে ভাবিত, বুঝি বা আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব-হারা তাহার ইন্দু নিজের সমাজের সংস্পর্শের অভাব অনুভব করিতেছে। কিন্তু সেও ত তাহার প্রাণাধিকের জন্য আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে—সে ত এখন তাহার সমাজ ও স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত অস্পৃশ্য 'পারিয়ার' ন্যায় জীবন যাপন করিতেছে। সে কাহার জন্য? তবে ইন্দু এত বিমর্ষ কেন? সে ত এ অভাব অনুভব করে না। সে কি তাহার সকল অভাব পূর্ণ করিতে পারে নাই? এ নিষ্ঠুর চিন্তায় ইভের কোমল প্রাণ ক্ষতবিক্ষত হইত। সে ভাবিত, কি করিলে ইন্দুর এ অভাব পূর্ণ করা যায়?

আবার কথনও কথনও ইভের মনে আশইঙ্কা হত, হয় ত ইন্দু কার্সিয়ঙ্গে তাহার বাসায় থাকিতে বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইতেছে। ইন্দু বড় অভিমানী—স্বাধীনচেতা,—সে তাহার পয়সায় কার্সিয়ঙ্গে কেন, জগতের কোথাও বাস করিতে সম্মত হইবে না। এক দিন এ বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কথা হইয়াছিল। ইন্দু অফিস ছাড়িয়া আসিবার কালে যে বেতন পাইয়াছিল, তাহার সবই ইভের জিম্মায় রাখিয়াছিল। তাই সে ভাবিত; তাহার টাকাতেই তাহাদের খরচ চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু এক দিন সে নেপালী আয়ার সহিত কথায় কথায় জানিল, কার্সিয়ঙ্গের এই ইন্দুভিলার (ইভ

আদর করিয়া তাহাদের বাসাবাটীর এই নামকরণ করিয়াছিল) ভাড়াই মাসিক দুই শত টাকা। কি সর্ব্বনাশ! সে যে কুড়াইয়া বাড়াইয়া মাত্র দুই শত টাকাই ইভের হাতে দিয়াছিল। তবে বাড়ী ভাড়া দিয়া এই যে রাজার হালে সংসার চালান হইতেছে, ইহার খরচার যোগান আসিতেছে কোথা হইতে? বিমলেন্দু অস্থির হইল, ইভকে বলিল, "চল ইভ, আমরা দার্জ্জিলিঙে ফিরে যাই।"

ইভ সভয়ে বলিল, "কেন, এরই মধ্যে কেন, এক মাসের বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে, মাস ফুরিয়ে যাক।"

"না, না, আমায় কাযে 'জয়েন' কর্‌তে হবে। মিছে সময় কাটিয়ে কি হবে?"

"তুমি ত এক মাস ছুটী পেয়েছ। তবে?"

"না, ব'সে ব'সে মাইনে খাওয়া ভাল না, এতে মনিবকে ফাঁকি দেওয়া হয়। চল, কালই যাই।"

ইভ মহা ফাঁপরে পড়িল। সে এই কয়দিনেই বুঝিয়াছিল, ইন্দু কিরূপ নির্ব্বন্ধপরায়ণ। তাই তাহার মন ভুলাইবার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিল, আদরে গলাটি জড়াইয়া ধরিয়া, কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া সোহাগের সুরে বলিল, "এখানে আমরা কেমন সুখে রয়েছি, কেমন সময় কেটে যাচ্ছে। আমাদের কিসের ভাবনা, কিছুর ত অভাব নেই। নাই বা চাকুরী কর্‌লে।"

বিমলেন্দু প্রথমটা ইভের আদরে নরম হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু শেষ কথাটা শুনিয়া তীরের মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বাঃ, বেশ ত? তা হ'লে দিন চল্‌বে কি ক'রে?"

ইভ পুনরপি তাহাকে টানিয়া বসাইয়া, বলিল, "কেন তুমি তুই তুই করছ? আমার যখন টাকার অভাব নেই, তখন তোমার থাকবে কেন? আমার যা আছে, তা তোমার নয় কি? বল, কালই আমি সব তোমার নামে লেখাপড়া ক'রে দিচ্ছি। কি বল?"

সম্মুখে উদ্যতফণা কালসর্প দেখিলে পথিক যেমন চমকিয়া উঠে, বিমলেন্দু তেমনই চমকিয়া উঠিল। এ কথায় তাহার মন আনন্দে ও প্রেমে পূর্ণ হওয়া দূরে থাকুক, এক বিষম স্মৃতির তাড়নায় তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। ঠিক এমনই ভাবে তাহার দারিদ্র্যকে এক দিন উপহাস করিয়া তাহাকে আশ্রয়চ্যুত গৃহচ্যুত সর্ব্বস্বচ্যুত করা হইয়াছিল। আর আজ আবার?—তাও তাহারই মুখাপেক্ষিণী প্রেমভিখারিণী তদধীনজীবিতা ইভের মুখ হইতে নির্গত হইল? এ কি তাহার জীবনে বিধাতার অভিসম্পাত!

সে স্থির হইয়া বসিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "ইভ, দেখ, তুমি যে আমায় আন্তরিক ভালবাস,এটা তার প্রমাণ, তা বুঝতে পারছি। কিন্তু মনে কিছু কোরো না, তোমায় আমি কড়া কথা বলতে পারিনি, কিন্তু তোমার গলগ্রহ হয়ে থাকতে কখন বোলো না।"

ইভ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহুপাশে স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার কণ্ঠলগ্না হইয়া করুণ স্বরে বলিল, "ইন্দু ডার্লিং, এ কি কথা বলছ? তুমি পুরুষ, আমি তোমায় আমার গলগ্রহ হ'তে বলব? তবে এ ক'টা দিন—আমার জীবনের স্বপ্নের এ ক'টা

দিন আমায় এমনই ক'রে তোমাকে পেতে দাও। তুকি কি জান না, তুমি আমার সর্ব্বস্ব, আমার জীবন, তোমায় ছেড়ে আমি এক দণ্ড বাঁচতে পারিনি ?

কথাগুলি বলিতে বলিতে ইভ ঝর-ঝর নয়নাসারে বিমলেন্দুর বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিল। বিমলেন্দু কি করিবে, সে ত মানুষ! সে সস্নেহে তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া মুখচুম্বন করিল, নয়নের জল মুছাইয়া দিল। একটু প্রকৃতিস্থ হইলে বলিল, "তুমি যা বলবে, তাই করব—কেঁদ না, ইভ ডিয়ার! এই দেখ, আমি দৌড়ুই, তুমি ধর ত।"

বিমলেন্দু দৌড়িল, ইভ হাসি-কান্নার মাঝে পরমানন্দ উপভোগ করিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। কিছুক্ষণ ছুটাছুটির পর যখন তাহারা ক্লান্ত হইয়া একটি লতাবিতানের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল, তখন বিমলেন্দু আদরে ইভের কোমল করপল্লব দুইখানি হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, "ইভ, আমাদের মধুবাসরটা বেশ কেটে যাচ্ছে, না ? তা যাক্, কিন্তু আমাদের এই সংসারের জীবনের কঠোর পরীক্ষা আসছে ত ? তখন ত সারাদিন এমনই কপোত কপোতী হয়ে থাকলে পেট চলবে না। তুমি সুখে বিলাসে পালিত হয়েছ, তুমি তোমার টাকার যা ইচ্ছে সদ্ব্যবহার কোরো। আমি কিন্তু খেটেখেকো মানুষ, আমায় পরের দাসত্ব ক'রে খেতে হবে। আমি তেমনই ভাবে থাকবো। আমার দারিদ্র্যের অংশ তোমায় দিতে চাই নি। কিন্তু দরিদ্র আমি—আমাকে বিলাসের লোভ দেখিও না।"

ইভ কিছুক্ষণ নীরব রহিল, পরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "বেশ, তাই হবে। তুমি যাতে সুখী হও, আমার তাতেই সুখ।"

নারীর হৃদয়ের উপাদান সব দেশেই সমান।

৮

সমুদ্রসৈকতে কত বালক-বালিকা ছুটাছুটি করিতেছে, কত নরনারী বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতেছে। এখনও সূর্য্যাস্ত হয় নাই—দূরে চক্রবালে অস্তমিতপ্রায় তপনদেবের রক্তিম আভা আকাশ ও জল রক্তাভ করিয়াছে, কিন্তু মেঘের তলদেশ গোধূলির ধূসর ছায়ায় মলিন হইয়াছে। হু-হু হু-হু বায়ুর অবিশ্রান্ত গর্জ্জন, হা-হা হা-হা মহাসমুদ্রের অনন্ত তরঙ্গভঙ্গ। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ চড়িয়া তটপ্রান্তের উদ্দেশে তীরবেগে ছুটিতেছে, মধ্যপথে দ্বিধাভিন্ন হইয়া অর্দ্ধবৃত্তাকারে সৈকতে আসিয়া আছাড়িয়া পড়িতেছে, আবার সৈকতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া লজ্জায় শির অবনত করিয়া দূরে ছুটিয়া পলায়ন করিতেছে। সৈকতের সহিত সমুদ্রের এইরূপ অবিশ্রান্ত ক্রীড়া চলিতেছে। সে ভীমকান্ত সৌন্দর্য্যের এ জগতে কি তুলনা আছে!

একটি ক্ষুদ্র শিশু সৈকতে বসিয়া একান্তে বালুকার ক্ষুদ্র ঘর নির্ম্মাণ করিতেছিল, আর তাহারই নিকটে বসিয়া একটি সুন্দরী যুবতী তন্ময়চিত্তে সমুদ্র ও সৈকতের স্নিগ্ধ-গম্ভীর সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিতেছিল। কেহ দেখিলে অনুমান করিবে, তাহার বাহ্যজ্ঞান

রহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহার দৃষ্টি কোনও দিকে নিবদ্ধ ছিল না—কেবল বেলাভূমিতে সেই তরঙ্গভঙ্গ-ভীষণ মহাসমুদ্রের আছাড়ি পিছাড়ির প্রতি স্থির লক্ষ্য ছিল। সিকতাময় বেলার দুগ্ধস্নিগ্ধ ধবলিমার সহিত যখন অম্বুধির উদ্গারিত ফেনপুঞ্জের সুখ-সম্মিলন হইতেছিল, তখন তাহার হৃদয়ও বিশুদ্ধ আনন্দে ভরিয়া যাইতেছিল —বিশাল লবণাম্বুরাশি যতই তালে তালে নৃত্য করিতেছিল, ততই তাহার মনও সঙ্গে সঙ্গে সুখাবেশে বিভোর হইয়া উঠিতে-ছিল। একবার সে অস্ফুট আনন্দ-গুঞ্জনে বলিয়া উঠিল, "মরি মরি! কি শোভা! কি শোভা!"

গৃহনির্ম্মাণে নিবিষ্টচিত্ত বালক তাহার কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়াছিল, বলিল, "কি বল্‌লে মা?"

যুবতী চমকিত হইয়া ধ্যানরাজ্য হইতে বাস্তব জগতে নামিয়া আসিল, স্মিতহাস্যের সহিত বলিল, "কিছু না, তোর ঘর গড়া হ'ল?"

বালক বলিল, "এই হ'ল। কেন মা, রোজই কি তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে হবে? কেন, ঐ ত কত লোক রয়েছে, ওরা ত যাচ্ছে না।"

যুবতী হাসিয়া তাহার অঙ্গে এক মুষ্টি বালুকা ছুড়িয়া মারিয়া বলিল, "তা তুই ওদের সঙ্গে থাক না, শৈল, আমি যাই।"

বালক (শৈল) খেলা ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া যুবতীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া আদরে চুম্বন করিয়া বলিল, "দুষ্টু মা-টা! চল না মা, বাড়ী যাই, দাদা আবার বকবে।"

যুবতী সস্নেহে বালককে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বার বার তাহার মুখচুম্বন করিল—মনে হইতেছিল, যেন তাহার বুভুক্ষু হৃদয় বালককে অফুরন্ত স্নেহ-অমিয়ধারা বণ্টন করিয়াও তৃপ্তি পাইতেছিল না। সুমিষ্ট স্বরে সে বলিল, "না বাবা, আরও একটু খেল, এখনও বৈজনাথ তাড়া দেয় নি।"

বালক তথাপি তাহার আলিঙ্গনপাশ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল না, বলিল, "হাঁ মা, এইখানেই আমরা থাকব।"

যুবতী বলিল, "হাঁ রে, তাই হবে। আচ্ছা শৈল, তোর পাহাড় ভাল লাগে, না, এই সমদ্দুর ভাল লাগে?"

বালক বিজ্ঞের ন্যায় বলিল, "আমার দুই-ই ভাল লাগে।"

যুবতী হো-হো হাসিয়া উঠিল। বালক অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "না মা, এইখানটাই ভাল লাগে। বল, আর পাহাড়ে ফিরে যাবে না, কেমন?"

বলা বাহুল্য, প্রতিমারা পুরী আসিয়াছে। দার্জ্জিলিঙ্গের ঘটনার পর বৎসরাধিককাল অতীত হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে তাহারা নানা স্থান ঘুরিয়া আজ দুই মাস হইল পুরীতে বাস করিতেছে। দার্জ্জিলিঙ্গে প্রতিমা এই নেপালী অনাথ বালকটিকে কুড়াইয়া পাইয়াছিল। এই মাতৃহীন বালকের পিতা যে কয় দিন প্রতিমাদের বাড়ী চাকুরী করিয়াছিল, সেই কয় দিনেই এই বালক প্রতিমার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। তাহারা কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে হঠাৎ অর্জ্জুন থাপ্পা কলেরায় মারা যায়। তদবধি এই আশ্রয়হীন বালক শৈলনাথ থাপ্পা ইহাদের নিকটেই

আছে। বালক তাহাকে মা বলিয়াই জানে—তাহারই নিকট বাঙ্গালীর ছেলের মত বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে, পড়িতে ও কথা কহিতে শিখিয়াছে।

তাই বালক যখন নিজ হইতেই আর পাহাড়ে ফিরিয়া যাইবে না বলিল, তখন প্রতিমার হৃদয় আনন্দের আতিশয্যে ভরিয়া উঠিল—তাহার নয়ন-কমল অশ্রুসিক্ত হইল—তাহার স্নেহ-যত্ন আজ সার্থক হইয়াছে, এ আনন্দ সে রাখিবে কোথা?

পুলকিত স্নেহভরে বালকের মাথাটা বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া প্রতিমা বলিল, "আচ্ছা শৈল, সত্যি বলবি, তোর আর পাহাড়ে যেতে ইচ্ছে করে না?"

বালক আরও বুকের কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া গভীর কণ্ঠে বলিল, "না মা, তুমি যেখানে, আমি সেইখানে থাকতে ভালবাসি।"

প্রতিমার দেহ-মন কি এক অপূর্ব্ব অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব ভাবাবেশে ভরিয়া গেল—বড় বড় তপ্ত ফোঁটা গণ্ডস্থল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল—শরীর থর-থর কাঁপিয়া উঠিল।

"মা, তুমি কাঁদছ? কেন মা? চল মা, বাসায় যাই", শৈল কথা কয়টা বলিতে বলিতে প্রতিমাকে টানিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইল, বৃদ্ধ দ্বারপাল প্রকাণ্ড যষ্টি স্কন্ধে লইয়া তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিল। একটা দমকা পাগলা বায়ু সমুদ্র বাহিয়া আসিয়া সৈকতে হু-হু শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল, বায়ুভরে বালুকারাশি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া ঘনান্ধকারে ভরিয়া গেল, মুহূর্ত্তকাল হস্তপরিমিত দূরের কোনও বস্তুই দেখা গেল না। প্রতিমা প্রাণপণে বালককে

জড়াইয়া ধরিয়া রহিল বটে, কিন্তু প্রবল বেগবান্ বায়ু তাহার ওড়নাখানা মুহূর্ত্তে উড়াইয়া লইয়া গেল।

যখন আবার প্রকৃতি শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল, তখন সমুদ্র-সৈকতে অনেকে বসিয়া পড়িয়াছে, অনেকে ভয়ে কাঁপিতেছে, অনেকে চোখের বালি মুছিতেছে, অনেকে সমুদ্রশীকরপৃক্ত বসনাঞ্চল নিঙড়াইতেছে, প্রতিমার দ্বারপাল অদূরে সৈকতে শায়িত নৌকার গায়ে জড়ান ওড়ানাখানার উদ্ধার সাধন করিতে ছুটিয়াছে। প্রতিমার কিন্তু কোনও দিকে দৃষ্টি ছিল না, সে শৈলকে ক্রোড়ে লইয়া তটভূমি পশ্চাতে রাখিয়া মহাসমুদ্রের দিকে তাকাইয়া ছিল। তখনও বায়ুতাড়িত বিশাল বারিধির চাঞ্চল্য নিবারিত হয় নাই। সে কি স্নিগ্ধ-গম্ভীর ভয়াল ভীষণ প্রাণোন্মাদকর দৃশ্য! সে তরঙ্গে তরঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাত—সে দলিত মথিত মহাসিন্ধুর ক্রোধোন্মত্ত উদ্দাম নৃত্য—সে তুলাতন্তুতে অগাধ অপরিমেয় তুলা-বিধুননের ন্যায় সৈকত-সান্নিধ্যে সফেন তরঙ্গভঙ্গ,—সে দৃশ্য যে একবার দেখিয়াছে, সে ত জীবনে ভুলিতে পারিবে না।

হঠাৎ শৈল শিশুসুলভ কৌতূহলবশে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মা, ও মা, দেখ মা, ঐ মেমসাহেব দৌড়ে আসছে, ওর চুলের রাশ চার দিকে কেমন উড়ছে, মুখখানা ঢেকে ফেলেছে।"

প্রতিমা চমকিত হইয়া পশ্চাতে মুখ ফিরাইতেই দেখিল, অতি নিকটেই অপূর্ব্ব চঞ্চলা ক্রীড়ারতা যুবতী-মূর্ত্তি!—সেই য়ুনানী মহিলা বস্তুতঃই যেন বাহ্যজ্ঞানরহিতা হইয়া প্রকৃতির হাসি-কান্নায় আপনাকে ঢালিয়া দিয়া সমুদ্রসৈকতে উদ্দাম আনন্দে ছুটাছুটি করিতেছিল।

কি সুন্দর সে নবকিশলয়-লাবণ্যমাখা ঢল-ঢল মুখমণ্ডল। গোধূলির আলো-অঁাধারে তাহাকে যেন পরীরাজ্যের রাজকন্যার মতই দেখাইতেছিল। প্রতিমা তাহার মুখের উপর বিস্ময়হর্ষ-পরিপূরিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেই সেই য়ুনানী যুবতী হঠাৎ থমকিয়া দণ্ডায়মান হইল। ছুটাছুটির জন্য তথনও তাহার ঘন ঘন শ্বাস নির্গত হইতে-ছিল, বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র।

যুবতী ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে প্রতিমার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া হাস্যস্ফুরিতাধরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালায় জিজ্ঞাসা করিল,—"আমাকে চিন্‌তে পারেন? সেই যে দার্জ্জিলিঙ্গে সিঞ্চলে দেখা হয়েছিল? আপনারা পালিয়ে এলেন কেন! আমি কত খোঁজ করেছিলুম। ছিঃ, ছিঃ, এক দিন দেখা করতেও নেই? আমি সেই এক দিনেই আপনাকে কত ভালবেসেছিলুম—এক দিনও ভুলতে পারিনি। কোথায় আছেন? ক'দিন থাকবেন? এখান থেকে কিন্তু পালাতে দোবো না।"

ইভ এক রাশ কথা কহিয়া ফেলিল, প্রতিমাকে জবাব দিবার অবসরই দিল না। প্রতিমা শৈলকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া যোড়হাতে ইভকে নমস্কার করিল, মৃদুস্বরে বলিল, "আপনারা ভাল আছেন? কবে এলেন!"

ইভের সাদা হাস্যপ্রফুল্লানন মলিন হইল, সে ঢোক গিলিয়া বলিল, "আমরা আজই পুরী এক্সপ্রেসে এসেছি। আমি বেশ আছি, কিন্তু আমার স্বামী—এই যে তিনি সঙ্গেই আসছিলেন, কোথায় পেছিয়ে পড়েছেন, দুর্ব্বল কি না!"

প্রতিমার দৃষ্টি স্বভাবতঃই ইভের উৎকণ্ঠিত শঙ্কিত দৃষ্টির পথানুসরণ করিল। আবার চারি চক্ষুর মিলন হইল। সেই সিঞ্চড়ে উষার প্রথম রাগদীপ্ত সুন্দর প্রভাতে, আর আজ বর্ষ পরে সমুদ্রসৈকতে গোধূলির আলো-আঁধারে! প্রতিমার সমস্ত শরীরের রক্তস্রোত যেন নিমিষে ছুটিয়া আসিয়া মুখমণ্ডল আরক্তিম করিয়া তুলিল; কিন্তু সে ক্ষণমাত্র, পরক্ষণেই মুখখানিকে পাংশুবর্ণ করিয়া দিয়া রক্তস্রোত চলিয়া গেল, প্রতিমা দৃষ্টি অবনত করিল।

ইভ ছুটিয়া গিয়া বিমলেন্দুর হস্ত ধারণ করিয়া বলিল, "ইন্দু, ডার্লিং, চিন্‌তে পারছো না এঁকে? ইস, বড় হাঁপাচ্ছো যে, বড্ড বেশী পরিশ্রম হয়েছে।" বলিতে বলিতে ইভ বিমলেন্দুর একখানি হাত আপনার কাঁধের উপর তুলিয়া দিয়া তাহার দেহের সমস্ত ভারটা পরম যত্নভরে আপনার উপরে তুলিয়া লইল। ইভ বলিয়া যাইতে লাগিল, "আমি বারণ করেছিলুম, শুন্‌লে না। সারা রাত গাড়ীর কষ্ট গিয়েছে, আজ বিশ্রাম নিলেই হ'ত।"

বিমলেন্দু নারীর সম্মুখে এই ভাবে ব্যবহৃত হইয়া বিষম লজ্জিত হইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি আপনাকে ইভের বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া বলিল, "না, কষ্ট হবে কেন? চল, ঐখানটায় গিয়ে বসি।"

তখন বিমলেন্দু হাঁপাইতেছিল। য়ুরোপীয় পরিচ্ছদে তাহাকে প্রতিমা প্রথমে মুহূর্ত্তকাল চিনিতে পারে নাই; কিন্তু না চিনিবার আরও যথেষ্ট কারণ যে ছিল না, এমন নহে। এই কি সেই বলিষ্ঠ, সুস্থ, যুবক বিমলেন্দু? এক বৎসরে কি পরিবর্ত্তন! শীর্ণ দেহ, চক্ষু কোটরগত, দেহের বর্ণ মলিন!

ইভ তাহার কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "বাঃ, বেশ ত! এঁর সঙ্গে আলাপ না করেই যাবে, এ কি রকম কথা? সিঞ্চড়েই না বলেছিলে, এঁদের সঙ্গে তোমার জানা-শোনা আছে? বোন্, তুমি এঁকে জান?"

প্রতিমা মহা বিপদে পড়িল—সে বিমলেন্দুকে দেখিয়াই মুখের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া শৈলর হাত ধরিয়া অবনতদৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বিমলেন্দুকে কোন জবাব দিবার অবসর না দিয়াই সে স্পষ্ট খোলা গলায় বলিল, "না, জানি না। হয় ত বাবার সঙ্গে জানা-শোনা থাকতে পারে। আয় শৈল।"

কথাটা বলিয়া সে উচ্চ তটভূমির দিকে অগ্রসর হইতে পা বাড়াইল। ইভ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "বাঃ, আপনি বেশ ভদ্রলোক ত? কোথায় বাসা নিয়েছেন ব'লে যান। না হয় চলুন, আজিই আপনার ওখানে বেড়িয়ে আসছি। আমরা 'সি ভিলা' ভাড়া করেছি—ঐ যে ঐ নিশান উড়ছে। আমায় না জানিয়ে কিন্তু এবারে পালাতে পারবেন না, প্রতিজ্ঞা করুন।"

প্রতিমা মহা ফাঁপরে পরিল, সে যত সঙ্গ ত্যাগ করিতে চায়, এই মায়াবিনী মেয়েটা ততই তাহাকে আঁকড়িয়া ধরে, বিধাতার এ কি অপূর্ব্ব খেলা! সে কি জবাব দিবে ভাবিতেছিল, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই বিমলেন্দু ব্যথিত অভিমানাহত কণ্ঠে বলিল, "ইভ, তুমি ছেলেমানুষ! দেখছ না, ওঁরা তোমাদের সঙ্গে মিশতে চান না। বিশেষ ওঁরা বড়লোক। এস, যাই।"

ইভ কিন্তু কোন কথা শুনিল না, সে ছুটিয়া গিয়া প্রতিমার একখানি হাত ধরিল, বলিল, "বলুন, আমায় না জানিয়ে কোথাও যাবেন না, বলুন।"

প্রতিমা তাহার সরল শিশুর মত আব্দার দেখিয়া হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না, বলিল, "আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু আমরা বেশী দিন এখানে থাকব না, তা ব'লে রাখছি।" প্রতিমা তাহাদের ঠিকানা বলিয়া দিল।

ইভ মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাহার হস্তচুম্বন করিল, বিমলেন্দুর দিকে ফিরিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "দেখলে ইন্দু, আমার কথা থাকলো কি না—তুমি কি না বল, এঁরা বড় লোক, গরীবের সঙ্গে মেশেন না।"

বিমলেন্দু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল, "হাঁ, মিশবেন না কেন, যেখানে এক পক্ষে মন জুগিয়ে চলা, সেখানে মেলামেশায় গোল থাকে না।"

আঘাতের উপর আঘাত—প্রতিমার নীলোৎপল নয়ন-যুগল দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, সে-ও সমান ওজনে জবাব দিল, "যাদের নিজের সামর্থ্যে কোন কিছু কুলোয় না, যারা পরের আঁচল ধ'রে বেড়ায়, তারাই তাদের ছোট মনের মাপে অপরকেও মেপে বেড়ায়।"

সে আর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া হন হন করিয়া চলিয়া গেল। বিমলেন্দুর পাণ্ডুর বদনমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল। ইভ উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইল।

৯

পাঁচ দিনের মিলামিশাতে উভয়ে উভয়ের প্রতি শীঘ্রই আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। ইভ পূর্ব্ব হইতেই প্রতিমাকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিয়াছিল, সুতরাং তাহার মত স্নেহপ্রবণ প্রকৃতিতে প্রতিমার প্রতি অতি শীঘ্র গভীর স্নেহ প্রেমের নিগড়ে আবদ্ধ হওয়া কঠিন হয় নাই। প্রতিমা স্বভাবতঃ গম্ভীর—সে সহজে বাহিরের লোকের সহিত মিশিত না, এজন্য অনেকে তাহাকে গর্ব্বিতা ধনাহঙ্কারস্ফীতা বলিয়া মনে করিত। সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিত না। কিন্তু ইভের বেলা তাহার গাম্ভীর্য্য কোথায় উড়িয়া গিয়াছিল। ইভের সরল শিশুর মত আবদার ও বাহানার স্নেহের দাবী তাহাকে এমন এক আকর্ষণের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছিল যে, দূরে পলাইবার ইচ্ছা থাকিলেও সে পলাইতে পারে নাই। শেষে মাসাধিককাল গত হইলে এমন অবস্থা হইল যে, কেহ কাহাকেও দিনান্তে একবার না দেখিলে থাকিতে পারিত না।

তাহাদের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠতা বিরাজিত হইলেও ইভ একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইত। প্রতিমা পারতপক্ষে তাহার স্বামীর সঙ্গ কামনা করিত না। দৈবক্রমে তাঁহার সহিত প্রতিমার সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেলে প্রতিমা কোন না কোন ছল ধরিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইত—দুই এক মুহূর্ত্ত থাকিলেও বিমলেন্দুর চেষ্টা সত্ত্বেও কোনওরূপ বাক্যালাপে যোগদান করিত না।

বিমলেন্দু ইহাতে যে মনে আঘাত পাইত—সে চিহ্ন তাহার মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিত। অথচ প্রতিমা তাহা দেখিয়াও লক্ষ্য করিত না।

ইভ এ সকল খুঁটিনাটি লক্ষ্য করিয়াছিল। সে ভাবিত, হয় ত হিন্দু অন্তঃপুরচারিকাদিগের পক্ষে পরপুরুষের সহিত এইরূপ ব্যবহারই স্বাভাবিক; তবে প্রতিমার পিতার সহিত বিমলেন্দুর পরিচয় আছে বলিয়া হয় ত সে তাহার সম্মুখে বাহির হয়, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার সহিত আলাপ-পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। প্রতিমার পিতাও ঘুণাক্ষরেও জানিতে দিতেন না যে, তাঁহাদের সহিত বিমলেন্দুর কোনও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যাহাই হউক, এজন্য সে প্রতিমার সহিত জগতের আর সকল বিষয়ে আলাপ-পরিচয় করিলেও কেবল স্বামীর কথা পাড়িত না।

এক দিন কিন্তু প্রতিমাই অযাচিতভাবে তাহার স্বামীর কথা পাড়িল। দুই জনে এক দিন সমুদ্রবেলায় বসিয়া আছে, অদূরে শৈল খেলা করিতেছে। হঠাৎ উভয়ে দেখিল, একটা শীর্ণকায় লোক কাসিতে কাসিতে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে—সে সৈকতে বসিয়া পড়িয়া সবলে মাথাটা চাপিয়া ধরিয়াছে আর তাহার সঙ্গী আত্মীয় তাহাকে ধরিয়া রহিয়াছে, কি করিবে, স্থির করিতে পারিতেছে না। কিন্তু সে ক্ষণমাত্র, তাহার পরেই তাহার সে অবস্থাটা কাটিয়া গেল, সেও উঠিয়া সঙ্গীর সহিত অন্যত্র চলিয়া গেল।

প্রতিমা আনমনে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "আচ্ছা ভাই, তোমার স্বামী এক বৎসরে এত রোগা হয়ে গিয়েছিলেন কেন? দার্জ্জিলিঙ্গে ত এমন ছিলেন না।"

কথাটা বলিয়াই তাহার চোখমুখ লাল হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিল, "প্রথম প্রথম এক দিন তাকে এইখানে বেড়াতে বেড়াতে কাস্‌তে দেখেছি, তাই বলছি।"

ইভ তাহার ভাববৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করে নাই। স্বামীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন হইবামাত্র তাহার স্বভাবতঃ হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল সহসা গম্ভীর আকার ধারণ করিল। সে বিষাদভরা কাতর কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল, "সে অনেক কথা, সেই জন্যই ত এখানে এসেছি। আচ্ছা ভাই, ঠিক ক'রে বল ত—তুমি মিথ্যে বলবে না জানি, তাই জিজ্ঞাসা করছি, তুমি প্রথমে যা দেখেছিলে, তার চেয়ে কতকটা উন্নতি হয়নি কি?"

ইভ তীব্র উৎকণ্ঠার সহিত উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। প্রতিমা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হইয়া সহজ সরলভাবেই বলিল, "হাঁ, খুবই হয়েছে। হবারই কথা।"

ইভ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

প্রতিমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "হবে না? এমন লক্ষ্মীর সেবাতেও যদি না হয়, তবে কিসে হবে জানি না।"

ইভ কিন্তু সন্তুষ্ট হইল না—সে আরও কিছু ভরসার কথার আশা করিয়াছিল। বলিল, "ওঃ, এই কথা! আমি আর তাঁর

কি সেবা করতে পেরেছি? সাধ মিটিয়ে ত সেবা কর্‌তে পেলুম না।”

বলিতে বলিতে ইভের আয়ত নয়নদ্বয় অশ্রুপ্লুত হইয়া উঠিল। প্রতিমা বিস্মিত হইল। কি আশ্চর্য্য! ইহারা এত ভালবাসিতে জানে? প্রতিমার ধারণা অন্যরূপ ছিল। ইংরাজ জাতির মধ্যে এমন লক্ষ্মী থাকিতে পারে, এ ধারণা তাহার ছিল না। সে শুনিয়াছিল আজ এক বৎসর যাবৎ ইভ কি অসাধারণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত অক্লান্ত পরিশ্রমে রুগ্ন স্বামীর সেবা করিয়াছে। ইভের নেপালী আয়া কত দিন তাহাকে নির্জ্জনে সেই সেবার পরিচয় দিয়াছে। বিবাহের পর হইতেই বিমলেন্দুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। প্রথমে সে কিছুতেই পত্নীর গলগ্রহ হইয়া থাকিতে চাহে নাই—যত দিন উঠিতে দাঁড়াইতে পারিয়াছে, তত দিন চাকুরী করিয়াছে। যখন একবারে শয্যা লইয়াছে—যখন তাহার একবারে উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছে, তখন হইতে ইভ তাহার সকল ভার গ্রহণ করিয়াছে। কেবল পত্নীর মত নহে, জননীর মত, ভগিনীর মত, দাসীর মত, ভার গ্রহণ করিয়াছে। তাহার ক্লান্তি, বিরক্তি, ঘৃণা, —কিছুই ছিল না, ৬।৭ মাস কাল সে দুই হাতে স্বামীর মলমূত্র পরিষ্কৃত করিয়াছে, বহু বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়াছে, কিসে স্বামী বিন্দুমাত্রও অস্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ না করেন, প্রাণপণে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছে। এ জন্য সে কায়িক বা মানসিক কোন শ্রমেরই ত্রুটি করে নাই, অর্থব্যয়ে কণামাত্র কার্পণ্য করে নাই। চিকিৎসকরা যেখানে বায়ুপরিবর্ত্তনের নিমিত্ত লইয়া যাইতে উপদেশ

দিয়াছেন, সেইখানেই লইয়া গিয়াছে। এই অল্পবয়সে সে যেরূপ ধীর স্থিরভাবে স্বামীর চিকিৎসা ও সেবার সকল ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহাতে বিজ্ঞ বহুদর্শী চিকিৎসকগণেরও বিস্ময় উৎপাদিত হইয়াছে।

ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, প্রতিমাকে এ সকল কথা শুনিতে হইয়াছিল, সে নিজেও ক্বচিৎ কখনও ইভেদের 'সি ভিলায়' গিয়া ইভের অক্লান্ত স্বামি-সেবা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। ইংরাজ-বালিকার এ মধুময় চরিত্রগুণে সে একবারে মুগ্ধ হইয়াছিল—ইহার জন্য সমগ্র ইংরাজ জাতির প্রতি প্রীতি-শ্রদ্ধায় তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল। এখন ইভের মুখে শেষ কথাটা শুনিয়া ও ইভের চোখে জল দেখিয়া প্রতিমার সমস্ত প্রাণের ভালবাসাটা ইভের দিকে ছুটিয়া গেল, সে দুই হাতে ইভকে বুকের মাঝে টানিয়া লইয়া হর্ষগর্ব্বভরে বলিল, "সকল পত্নীই এমনই ক'রে স্বামিসেবা করবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করে, এইটেই প্রার্থনা করি।"

ইভ প্রতিমার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া অশ্রু-গদগদ-কণ্ঠে বলিল, "এক একবার মনে হয়, যদি আমার প্রাণ দিয়েও তাঁর স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে পারা যায়, তা হ'লে প্রাণ দিয়েও দেখি। ভাই, তুমি বিবাহিত নও, প্রাণ দিয়ে কখনও ভালবাস নি, আমার মনের কি যাতনা, বুঝতে পারবে না। যে দিন হতে দেখেছি, আমার প্রাণাধিকের ভালবাসা ও আদর-যত্নের মধ্যেও কি একটা অভাব থেকে যাচ্ছে—যে দিন থেকে বুঝেছি, আমার এই প্রাণটার সমস্ত ভালবাসা দিয়েও তাঁর অশান্ত মনকে শান্ত করতে পারিনি,

যে দিন থেকে জানতে পেরেছি, সকল সুখের—সকল আরামের মধ্যে থেকেও তিনি কি জানি কিসের একটা অভাব অনুভব করছেন, সেই দিন থেকেই বুঝেছিলুম, তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হচ্ছে। মনই ত সব, মন ভাঙ্গলে দেহ কোথায় থাকে? কত চিকিৎসা করিয়েছি, কতরকমে তাঁর মন ভোলাবার চেষ্টা করেছি, কিছুতেই পারি নি। এক একবার মনে হ'ত, হয় ত আত্মীয়-স্বজন, স্বধর্ম্ম, সমাজ ছেড়ে এসে তাঁর মন হু হু করছে—আমার ভালবাসা সে অভাব পূর্ণ করতে পারছে না। কিন্তু পরে বুঝেছি, সে অভাব অন্য কিছুর। কি সে অভাব, আমায় কে ব'লে দেবে?—আমি প্রাণ দিয়ে সে অভাব ঘোচাবার চেষ্টা করব। একবৎসর এখানে সেখানে নিয়ে বেড়িয়েছি, অনেক ক'রে এখন তাঁকে কতকটা সুস্থ করেছি, এক একবার মনে হয়েছে, তাঁর সে অভাব বুঝি আর নেই। বড় আশায় পুরী এসেছি। এখানে এসে ভাল আছেন। এখন প্রায় তাঁর মুখে হাসি দেখতে পাই। কিন্তু একটা ভয় নতুন ক'রে জেগে উঠছে। মনে হচ্ছে, মাঝে মাঝে ক্বচিৎ কখনও যেন সেই পূর্ব্বের অভাবের ভাবটা দেখা দিচ্ছে।"

প্রতিমা চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল, "না, না, ও তোমার মিথ্যে কল্পনা। ভালবাসার জনের সম্বন্ধে অমন আশঙ্কা হয় ত পদে পদেই হয়।"

ইভ উঠিয়া বসিয়াছিল, এখন আর সে কাঁদিতেছিল না। আশায় উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "তাই হোক্, তোমার কথাই সত্য হোক্। ভাই, তুমি যে আমার মনে কি সান্ত্বনা দিলে, বলতে

পারিনি। সত্যি বলছ, এমনই আশঙ্কা হয়? তুমি কি ক'রে জানলে, তুমি ত কাউকে ভালবাসনি।"

প্রতিমা মহা ফাঁপরে পড়িল, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, "ঐ দেখ কথায় কথায় সন্ধ্যে হয়ে এল। শৈল, শৈল! দেখ, ছেলেটা খেলা করতে করতে কোথায় এগিয়ে গেছে।"

ইভ যাইতে যাইতে বলিল, "হাঁ—ভাল কথা, দিন সাতেকের জন্যে আমরা চিল্কা দেখতে যাব, তুমি যাবে? না ভাই, 'না' কথা শুনবো না, আমি মিঃ চক্রবর্ত্তীর হাতে পায়ে পড়ব, বল, যাবে বল? না হ'লে জানবো, তুমি আমায় ভালবাস না।"

তাহার বালিকার ন্যায় আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া প্রতিমা হাসিয়া ফেলিল। সে ইভকে বুঝিয়াও বুঝিতে পারিল না। মেয়েটি এই বালিকা, পরমুহূর্ত্তেই জ্ঞানবৃদ্ধা বর্ষীয়সী নারী; এই হাসে, এই কাঁদে; ইহার সকলই বিচিত্র। প্রতিমা বলিল, "আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে। এখন চল ত ঘরে যাই। উঃ, আকাশ আঁধার ক'রে আসছে, ঝড় উঠলো ব'লে, চল চল।"

উভয়ে শৈলর হাত ধরিয়া দ্রুতপদে তটারোহণ করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে হু হু ঝড় নামিল।

১০

চিল্কা হ্রদের দৃশ্য যে একবার দেখিয়াছে, সে জীবনে তাহা ভুলিতে পারিবে না। মাদ্রাজের দিকে যাইতে দক্ষিণ পার্শ্বে

পাহাড়ের পর পাহাড়ের শ্রেণী, বামপার্শ্বে দূরদিগন্তবিসারী হ্রদের জলরাশি, মধ্যে রেলের লাইন। কোথাও কোথাও চিল্কাবারি মৃদুস্পর্শে রেল-লাইনের চরণ চুম্বন করিতেছে। শ্যামল সুন্দর ছোট ছোট পাহাড়গুলি দূর হইতে গাঢ় নীল মেঘের মতই অনুমিত হইতেছে; হ্রদের বুকের মাঝে ক্ষুদ্রায়তন দ্বীপগুলি মুক্তাহারের মধ্যে মরকতমণির মত শোভা পাইতেছে; কোথাও জলচর বিহঙ্গ পরম আনন্দে হ্রদের জলে সাঁতার দিতেছে; কোথাও বা দ্বীপের পশুপক্ষী হ্রদের তটে দেখা দিয়া অন্তর্হিত হইতেছে; দূরে শঙ্খশ্বেত পাইল তুলিয়া কত তরণী ভাসিয়া যাইতেছে—সেগুলি জলচর পক্ষীর মতই অনুমিত হইতেছে। প্রতিমা বিস্ময়বিস্ফারিত-নেত্রে প্রকৃতির এই সকল দৃশ্য দেখিতেছে, আর ইভ তাহাকে কতই না তামাসা করিয়া জ্বালাতন করিতেছে। সে এক কি সুখের দিনই অতিবাহিত হইতেছে!

প্রতিমা কিছুতেই পুরুষদিগের সহিত এক গাড়ীতে যাইতে চাহে নাই। তাহাদের জন্য একখানা প্রথম শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করা হইয়াছিল। পার্শ্বের কামরায় পুরুষরা উঠিয়াছিলেন। প্রতিমা ও ইভ শৈলকে লইয়া যে গাড়ীতে ছিল, তাহাতে গার্ড সাহেবের দৃষ্টিটা কিছু খররকমেই পড়িয়াছিল। কিন্তু বিমলেন্দু প্রতি ষ্টেশনে নামিয়া তাহাদের তত্ত্ব লইতেছিল, এ জন্য গার্ড সাহেবের লোলুপ দৃষ্টি অধিকক্ষণ তাহাদের কামরার দিকে স্থায়ী হইতে পারিতেছিল না। ইহাতে ইভের কিছু আসিয়া না গেলেও প্রতিমার খুবই একটা অসুবিধা বোধ হইতেছিল। একে

ত প্রথমে সে চিল্কায় আসিতেই চাহে নাই, তাহার উপর (যদিও বা সে ইভের অথবা পিতার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহাদের সঙ্গী হইয়াছিল) বিমলেন্দুর সঙ্গ তাহার নিকটে অতীব বিসদৃশই অনুভূত হইতেছিল। সে যত না গার্ড সাহেবের দৃষ্টিপাতে অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল, বিমলেন্দুর সহিত দৃষ্টি বিনিময়ে ততোধিক বিরক্তি বোধ করিতেছিল। সে এ জন্য কোন ষ্টেশনে গাড়ী থামিলেই প্লাটফরমের অপর পার্শ্বে উঠিয়া গিয়া বসিতেছিল। ইহাতে ইভ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলে সে বলিয়াছিল, ষ্টেশনে যে এক গাদা লোক দাঁড়াইয়া থাকে !

ইভ তাহাতে হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, "এই যে শুনি, তোমাদের মধ্যে আর তেমন আবরু নেই !"

রম্ভা ষ্টেশনে নামিবামাত্র স্থানীয় ঠাকুরের পাণ্ডারা তাহাদিগকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া দিল—উদ্দেশ্য কিছু দক্ষিণা আদায় করা। ইভকে প্রথমে তাহারা মালা দিতে সাহস করে নাই, কিন্তু ইভ যখন ষ্টেশন-প্লাটফরম হাস্য-মুখরিত করিয়া নিজের কণ্ঠ মাল্যপরিধানের জন্য বাড়াইয়া দিল, তখন পাণ্ডাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় মালা দিবার প্রতিযোগিতার ধুম পড়িয়া গেল।

চিল্কায় তাহাদের প্রথম দুই তিন দিন বেশ কাটিল। প্রতিমা এক দিন নিজে চিল্কার মাছ রাঁধিয়া সকলকে খাওয়াইল। ইভ ইতঃপূর্ব্বে কয়দিন প্রতিমার হাতে রাঁধা পোলাও, কোর্ম্মা, কাটলেট, চপ খাইয়াছিল—উহা তাহার অতীব উপাদেয় বলিয়াই মনে হইয়াছিল, কিন্তু এই মাছের তরকারী তেল দিয়া রাঁধা

হইতেছে দেখিয়াই সে প্রথমে উহার প্রতি বীতরাগ হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিমার অনুরোধে সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যখন একটু তরকারী খাইল, তখন আর ভুলিতে পারিল না, 'আরও দাও, আরও দাও' করিয়া তাহাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিল। সে রন্ধনে প্রতিমাকে প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট দান করিল। একটা বিষয়ে সে প্রতিমাকে কিছুতেই সম্মত করিতে পারে নাই। প্রতিমা পুরীতে এক দিনও মৎস্য-মাংস আহার করে নাই, এখানেও করিল না। পীড়াপীড়ি করিলে বলিত, তীর্থে আসিয়া নিরামিষ খাইতে হয়। ইভ ধর্ম্মের কথা শুনিয়া আর কোনও আপত্তি করিত না। আর এক বিষয়ে ইভ প্রতিমাকে জিদ করিতে দেখিয়াছিল। সে এক দিন হঠাৎ দেখিয়াছিল, প্রতিমা চুল বাঁধিবার সময় চিরুণীর অগ্রভাগে অতি সামান্য সিন্দুরবিন্দু তুলিয়া লইয়া সীমন্তে স্পর্শ করিতেছে। সে জানিত, হিন্দু সধবা নারীরাই সীমন্ত সিন্দুর-রঞ্জিত করিয়া থাকে। এ জন্য সে প্রতিমার নিকট কৈফিয়ৎ চাহিলে প্রতিমার সমস্ত মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল, সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিয়াছিল, 'সধবারা সীমন্তে সিন্দুর লেপন করে, অন্যের পক্ষে সিন্দুর স্পর্শ করিলে দোষ নাই।'

এক দিন তাহারা চিল্কায় নৌবিহারে গেল। এই দিন ইভের জীবনে অতি স্মরণীয় দিন—কেন না, এই দিন হইতে তাহার ক্ষুদ্র জীবন-নাটকের দ্বিতীয় ও শেষ অঙ্ক আরম্ভ হইয়াছিল। মাঝিরা লগি মারিয়া নৌকা লইয়া যাইতেছিল। চিল্কার গভীরতা প্রায়

সর্ব্বত্রই অতি সামান্য, কাজেই বহুদূর পর্য্যন্ত কেবল লগি মারিয়াই নৌকা লইয়া যাওয়া যায়। ইভ ও প্রতিমা এক পার্শ্বে বসিয়াছিল। প্রতিমা জলে হাত ডুবাইয়া জল লইয়া খেলা করিতেছিল। সকলেই কথা কহিতেছিল, কেবল প্রতিমা তাহাতে যোগদান করে নাই, সে অনন্যমনা হইয়া দূরে পাইলভরে গমনশীল নৌকাগুলির গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছিল। শৈল দুই, চারিবার কোনও কিছু নূতন দেখিলে হর্ষভরে তাহার 'মাকে' জানাইতেছিল বটে, কিন্তু প্রতিমা তাহা দেখিয়াও নীরব রহিল। পথে এক স্থানে জলের বুকে ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডের উপর একটি কাঠের ঘর জাগিয়াছিল। যেমন শিলা, তদনুরূপ ঘর—যেন ছেলেদের খেলার ঘর। বায়ুতাড়িত চিল্কার তরঙ্গ মাঝে মাঝে তাহার পাদমূল চুম্বন করিতেছিল,—এমন কি, তরঙ্গ উচ্চ হইলে কক্ষের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। বিমলে[illegible] গল্প করিল, এটা এক পাগলা সাহেবের ঘর। সে রাত্রিকালে একাকী এই ঘরে কখনও কখনও বাস করিত। বিশেষতঃ, ঘোর ঝঞ্ঝাবাতের সময় ঘনকৃষ্ণা রজনীতে সে এই ঘরে থাকিতে বড় ভালবাসিত। ইভ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "এত যায়গা থাকতে এখানে বাস করত কেন?"

বিমলেন্দু বলিল, "খেয়াল! এই দেখ না, সকলে আমরা, গল্প-গুজব করছি, তোমার বন্ধু কিন্তু আপনার খেয়ালে আছেন।"

প্রতিমার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে দৃষ্টি অবনত করিয়া রহিল। রামপ্রাণ বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মানুষ কখন কি খেয়ালে থাকে, তা কেউ বলতে পারে না। এমনও দেখা যায়

মানুষ খেয়ালের বশে কসাইয়ের মত কায করে, অথচ মনে ভাবে, সে মস্ত কর্ত্তব্যপালন করছে।"

ব্যাপারটা গুরুগম্ভীর হইয়া যায় দেখিয়া ইভ উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "দেখ দেখি ভাই, তুমি আপনার মনে আছ ব'লে কত কথা উঠ্‌ছে। না হয় দুটো কথা কইলে। শুনেছি, ইন্দু তোমাদের আত্মীয়, নিতান্ত পরপুরুষ নয়, তবে কথা কইতে দোষ কি ?"

নৌকার মধ্যে দারুণ গম্ভীরতা দেখা দিল, কেহই কথা কহে না, ইভ ও শৈল ছাড়া অপর তিন প্রাণী মহা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

এই সময়ে শৈল সকলকে অস্বস্তির হাত হইতে বাঁচাইয়া দিল, চীৎকার করিয়া বলিল, "দেখ মা, ঐ বুড়ো নৌকাখানা কি রকম ক'রে হেলেদুলে পাগলের মত আসছে।"

বস্তুতঃ প্রকাণ্ড একখানা বোঝাই নৌকা পাইলভরে হেলিয়া দুলিয়া তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তাহার যেন দিগ্বিদিক্-জ্ঞান ছিল না। তাহার আশে-পাশে আরও কয়খানা নৌকা অগ্রসর হইতেছিল বটে, কিন্তু তাহাদের গতিবিধি এমন অসংযত ছিল না। আসল কথা, এই নৌকার অতি জীর্ণ হালখানা জলে মোচড় দিতে গিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল ; সুতরাং নৌকার গতিবিধির উপর মাঝির কোনও হাত ছিল না, সে কেবল 'সামাল সামাল' হাঁক দিয়া সম্মুখের নৌকাগুলিকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে বলিতেছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। মাঝি

প্রকাণ্ড নৌকাখানা বহু চেষ্টার ফলেও সামলাইতে পারিল না—সেখানা প্রচণ্ডবেগে ইভদের ক্ষুদ্র নৌকার উপর আসিয়া পড়িল। নৌকার সমস্ত বেগটা ক্ষুদ্র নৌকার উপর অনুভূত হইল না বটে, কিন্তু যেটুকু ধাক্কা লাগিল, তাহারও প্রচণ্ডতা সহ্য করিতে না পারিয়া ক্ষুদ্র নৌকাখানা কাঁপিতে কাঁপিতে এক পার্শ্বে কাৎ হইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে ইভ বহু কষ্টে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেও প্রতিমা সে আক্রমণের বেগ প্রতিহত করিতে পারিল না, চক্ষুর পলকে চিল্কার আবিল জলরাশির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। নৌকাবাহীরা 'কি হইল' 'কি হইল' বলিয়া চীৎকার করিতে না করিতেই বিমলেন্দু জলে ঝম্প প্রদান করিল।

নিমিষের মধ্যে এতটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ইভও ধাক্কা খাইয়া প্রায় জলে পড়িবার উপক্রম করিয়াছিল; কিন্তু একটা বাধা পাইয়া কোনও রূপে তিষ্ঠিয়া গেল। ইভ দেখিয়াছিল, বিমলেন্দুর ব্যগ্র দৃষ্টি পূর্ব্বাপর প্রতিমার প্রতিই নিবদ্ধ ছিল। সে দৃষ্টিতে কি আকুলতা বিজড়িত ছিল, তাহা সে ভিন্ন অন্য কেহ লক্ষ্য করে নাই।

মাঝিরা নৌকা সামলাইয়া লইবার পূর্ব্বেই বিমলেন্দু প্রতিমার দেহ বক্ষে লইয়া নৌকায় উঠিল। তখন সে জ্ঞান-হারার মতই হইয়াছিল—সে জলমগ্না প্রতিমার উদর হইতে জল নিষ্কাশনের চেষ্টা না করিয়া তাহাকে প্রাণপণে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ভীতিবিহ্বল-নেত্রে কাতরকণ্ঠে ডাকিল, "প্রতিমা! প্রতিমা!"

রামপ্রাণ বাবু এই সময়ে প্রতিমার অচৈতন্য দেহ তাহার বাহুবেষ্টন হইতে মুক্ত করিয়া নানা কৃত্রিম প্রক্রিয়ার দ্বারা তাহার

শ্বাস বহাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, পরন্তু মাঝিকে নৌকা তীরে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। শৈল 'মা মা' করিয়া ডুকুরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। রামপ্রাণ বাবু ধমক দিয়া তাহাকে ক্রন্দন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। বস্তুতঃ নৌকার মধ্যে একা তিনিই তখন প্রকৃতিস্থ ছিলেন বলিয়া ব্যাপার সহজেই সহজ আকার ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে প্রতিমা নয়ন উন্মীলন করিল—আবার চারি চক্ষুতে মিলন হইল। তখনও প্রতিমা বিমলেন্দুর দৃষ্টিতে দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়াই নিমিষে দৃষ্টি অবনমিত করিয়া লইল, তাহার পাংশুবর্ণ মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল।

ইভ আদ্যোপান্ত সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়াছিল—কিন্তু সে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়াছিল। তাহার সম্মুখে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছিল—সে সবই দেখিতেছিল, অথচ কিছু তলাইয়া বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার যেন সকল ঘটনাই স্বপ্নের মত মনে হইতেছিল। কেবল একটা কথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতে-ছিল না—তাহার স্বামী অমন করিয়া প্রতিমাকে কাতরকণ্ঠে নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিল কেন—তাহার স্বামী প্রতিমার দিকে অমন করিয়া চাহিয়াছিল কেন! প্রতিমা তাহার কে?

১১

ঝড় উঠিয়াছে। প্রচণ্ড পাগ্‌লা বায়ুর সহিত সমুদ্র-বারির ভীষণ সংগ্রাম চলিয়াছে—সে সংগ্রামে উভয়েই আর্ত্তনাদ করিতেছে—

পুরীর নিশীথ রাত্রির অন্ধ-তমিস্রা ভেদ করিয়া সে আর্ত্তনাদ পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এক একবার মনে হইতেছে, বুঝি বা ভীম প্রভঞ্জন প্রলয় তাণ্ডবে সমগ্র সহরখানা দলিত মথিত করিয়া চলিয়া যাইতেছে।

এ ভীষণ রজনীতে ইভ একা পুরীর 'সি ভিলার' কক্ষ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে—তাহার স্বামী আজ ক্লাবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছে। অন্য সময় হইলে এতক্ষণ ইভ স্থির থাকিতে পারিত না, স্বামীর সন্ধানে নিশ্চিতই বাহির হইত। সে ইংরাজ-দুহিতা, ভয় কাহাকে বলে জানিত না। কিন্তু আজ তাহার মন কি এক দুশ্চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল। বহিঃ-প্রকৃতির সহিত তাহার অন্তরের কি বিশেষ সম্বন্ধ ছিল?

বাহিরে প্রকৃতির বক্ষে যেমন ভীষণ ঝড় বহিতেছিল, ইভের অন্তরেও আজ তাহারও অপেক্ষা ভীষণতর ঝড় বহিতেছিল। সে একখানা পত্র মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কক্ষালোকের দিকে পলকহীন দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চেয়ারে বসিয়াছিল। তাহার শ্বাসক্রিয়া চলিতেছিল কি না বুঝিবার উপায় ছিল না। সহসা তাহাকে দেখিলে নিশ্চল মর্ম্মর-মূর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে।

সে কি ভাবিতেছিল? ভাবিতেছিল অনেক কথা—ভাবিতে-ছিল আকাশ-পাতাল। বায়ু থাকিয়া থাকিয়া হু হু শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল—কিন্তু সে দিকে ইভের আদৌ লক্ষ্য ছিল না। বহুক্ষণ এইভাবে থাকিবার পর সে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল,

মনে হইল যেন নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাহার প্রাণটাও বাহির হইয়া গেল! কিন্তু পরক্ষণেই সে যেন কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া পত্রপাঠে মনোনিবেশ করিল। উঃ, কি পত্র! পত্রখানি এই,—

সেক্রেটেবিয়েট মেস।

ভাই ইন্দু! তোমায় এখন ভাই বলে ডাকতে কেমন বাধ বাধ ঠেকে, এ জন্য অপরাধী বোধ হয় আমি নই। তুমি এক লাফে যে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছো, সেটা একটা প্রকাণ্ড অন্তরালের মত তোমার ও আমার মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—কোনও কালে তা দূর হবে বলে ত মনে হয় না।

শুনছি তুমি হনিমুনে বেরিয়েছো। বেশ করেছো। খুব সুখে ও মনের আনন্দে আছ, তাও বুঝতে পারছি। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, ইচ্ছে হয় জবাব দিও, না হয় দিও না। তোমার একলার সুখ আর আনন্দের জন্যে দু-দু'টো বালিকার সর্ব্বনাশ করলে কেন? তুমি ভণ্ড হও আর নাই হও, তা ব'লে তুমি যে এমন নিষ্ঠুর হয়ে বেচারী নারী-জাতের প্রতি দয়ামায়াহীন আচরণ করতে পার, এতটা স্বার্থপর ব'লে তোমায় জানতুম না। ভাব দেখি, তুমি তোমার শ্বশুরের উপর রাগ ক'রে বেচারী প্রতিমার কি সর্ব্বনাশটাই করেছো? এটা কি পুরুষমানুষের উপযুক্ত কায হয়েছে? প্রতিমাকে ত তুমি এক দিন আগুন

সাক্ষী রেখে স্ত্রী বলে নিয়েছ। তবে? সে কি অপরাধ কর্‌লে? সে হিঁদুর মেয়ে, জান তার ডাইভোর্স নেই—কাযেই তার জীবনটাকে কত বড় কসাইয়ের মত পায়ে করে দলেছ, মনে ভেবে দেখ দেখি! তোমরা এখান থেকে যাবার পূর্ব্বেই প্রতিমাদের সঙ্গে এক দিন দেখা করতে গেছলুম। লক্ষ্মী মেয়ে—এত চাপা যে মনের কষ্ট ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয় নি, কিন্তু না দিলে কি হবে, তার মুখে চোখে সে দিন কি দেখেছিলুম জান? যে লোক মরেছে, তার মুখে চোখে যে ভাব ফুটে উঠে, তাই দেখেছিলুম। মুহূর্ত্তে দেখা দিয়েই সে সরে পড়েছিল। তার পর তার বাপ আমায় বলেছিলেন, যদি আইনে নরঘাতীর প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা থাকে, তা হ'লে তোমার প্রাণদণ্ড হয় না কেন? যে এক ঘায়ে মানুষ মারে, সে অধিক অপরাধ করে, না যে তিলে তিলে পলে পলে মানুষকে জীবনেও মৃত্যু-দণ্ড দেয়—তার অপরাধ অধিক?

আর অভাগিনী ইভ! ইংরাজের মেয়ে ইভেরও তুমি কি সর্ব্বনাশ করেছ, একবার ভেবে দেখেছ কি? তাদের সমাজে এক সঙ্গে দুটো বিয়ে নেই—এক স্ত্রী জীবিত থাকতে অপর স্ত্রী গ্রহণ করলে দ্বিতীয় বারের স্ত্রী বিবাহিত বলেই গ্রাহ্য হয় না। আজ দু'দিন না হয় ভণ্ডামি ক'রে ইভের কাছে তোমার প্রথম বিয়ের কথা লুকিয়ে রাখবে—তার পর? যখন সে কথা প্রকাশ হবে,—সে দিনের কথা ভেবে রেখেছ কি? ছিঃ, ছিঃ, তোমার ভণ্ডামী অনেক জানতুম, কিন্তু তুমি যে এত বড় স্বার্থপর—নিজের

সুখের জন্য দু' দু'টো জীবকে এমন ক'রে হত্যা করতে পার, তা জানতুম না। ইচ্ছে করে, তোমার এই কসাইগিরির কথা জগতের সমুখে চেঁচিয়ে ব'লে মনটা খালাস করি। কিন্তু তাতেই বা লাভ কি? ইভকে সব কথা খুলে ব'লে তবে বিবাহ করেছ বলে মনে হয় না। ইচ্ছে করে, তাকেও জানিয়ে দিই। কিন্তু—তাতেও ফল নেই। যতটা দেখিছি শুনিছি, তাতে মনে হয় মেয়েটা যথার্থ প্রাণ দিয়ে তোমায় ভালবাসে। তার এই সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে দেওয়াও যা, আর তাকে খাঁড়ার ঘায়ে কেটে ফেলাও তা। আমি তা করতে পারব না। জান ত আমি কিরূপ ভীরু? গোরাটাকে যে দিন তুমি মেরে ইভকে রক্ষে করেছিলে, সে দিন আমি ঝড়ের আগেই ছুটে পালিয়েছিলুম। আমি বাড়ীতে কারো ফোড়া অস্তর দেখতে পারি নি।

যাক, যে জন্য চিঠিখানা লেখা, তা বলা হয় নি। রামপ্রাণ বাবু কলকেতা যাবার আগে তোমায় জানাতে বলে গিয়েছিলেন যে, এর পর তিনি মুসলমান হয়ে মেয়ের আবার বিয়ে দেবেন। সুতরাং এখন থেকে তাঁদের সঙ্গে তোমার আর কোনও সম্বন্ধ থাকতে পারে না। এই বুঝে কায কোরো। ভবিষ্যতে যদি কোথাও কোন সূত্রে তাঁদের সঙ্গে তোমার দৈবাৎ দেখা হয়, তা হলে পরিচয়ের চেষ্টা কোরো না, করলে দরোয়ানের দ্বারা অপমান হবে। তবে বিয়ের সময়ে তিনি যে কলকেতার বাড়ী আর ১০ হাজার টাকা নগদ যৌতুক দিয়েছিলেন, তা আর ফিরিয়ে নেবেন না। ভিখিরীকে দান ক'রে ফিরিয়ে নেওয়া তিনি ন্যায্য

মনে করেন না। তুমি যখন ইচ্ছা ঐ বাড়ীর দলীল ও ওয়ারবণ্ডের কাগজ চাইলেই পেতে পার। আমায় জানালেই হবে, তাঁদের বিরক্ত করবার প্রয়োজন নেই। তাঁরা আমায় তাঁদের ঠিকানা দিয়ে গেছেন।

তোমরা কার্সিয়ঙ্গে হনিমুন করছ জেনে পত্র দিলুম। কার্সিয়ঙ্গে এখনও আছ কি না, জানি না। না থাকলেও পত্র যথাস্থানে পৌঁছিবে। পত্র না পাও, আমি দায়ে খালাস। ইতি তোমার— না, তোমার না, এমনই

নিমাই।

একবার, দুইবার, বার বার পত্রখানা পাঠ করিয়াও যেন ইভের পাঠ সাঙ্গ হইতেছিল না—শেষবার সে ঠিক পড়িতেছিল কি না বুঝিতে পারিতেছিল না। পত্রের অক্ষরগুলা যেন পুতুলের আকার ধারণ করিয়া তাহার চক্ষুর সমক্ষে নাচিতেছিল। পড়িতে পড়িতে তাহার শরীরটা আগুন হইয়া উঠিল, মাথার ভিতর রি রি করিয়া উঠিল, প্রতিক্ষণেই তাহার মনে হইতেছিল, এইবার বুঝি তাহার চিন্তাশক্তি লুপ্ত হয়। সে তীরের মত দাঁড়াইয়া উঠিয়া পত্রখানা পদতলে দলিত করিল, ওষ্ঠে ওষ্ঠ দংশন করিয়া কক্ষতলে পা ঠুকিয়া আপন মনে গর্জ্জিয়া উঠিল,—"ভণ্ড! প্রতারক!" পরক্ষণে আবার কি ভাবিয়া পত্রখানা কুড়াইয়া লইয়া কক্ষে দ্রুত পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। শেষে পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া দুই হাতে

মাথা টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "একি, আমি পাগল হবো না কি? না, না!"

আবার সে উঠিয়া ঘরের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। একবার একটা জানালা খুলিয়া দিল, হু হু শব্দে ঝড়জলে তাহার অঙ্গ ভিজাইয়া দিল, কক্ষতলও জলে ভাসিয়া গেল। তখন তাহার চৈতন্য হইল, সে তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিয়া আসিয়া আসনে বসিল।

কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া সে আপনার অবস্থার কথা ভাবিল। সে কি ছিল, কি হইয়াছে। কিসের জন্য, কাহার জন্য, সে আজ তাহার সমাজে পরিত্যক্তা হইয়াছে? আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বন্ধু, সকলে তাহাকে অস্পৃশ্য অপাংক্তেয় বলিয়া বিষবৎ দূরে পরিত্যাগ করিয়াছে। যাহাকে তাহার ভাই 'নিগার' বলিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে, যাহাকে তাহার ভাই গুলী করিয়া মারিতে চাহে, সে তাহার কে, তাহার জন্য সে কি না করিয়াছে? তাহার তাই এই পুরস্কার! এই পুরস্কার! ভণ্ড, কপট, প্রতারক!—ইহাই কি নেটিভের স্বভাব?

ক্রোধে ক্ষোভে তাহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল। কেন সে গুরুজন ও আত্মীয়স্বজনের নিষেধ শুনে নাই? কেন আত্মহারা হইয়া অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়াছিল? কেন না বুঝিয়া, না জানিয়া বিজাতি বিধর্মীকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল? স্বহস্তে বিষপান করিয়াছে, তাহার ফলভোগ তাহাকে করিতেই হইবে। বিশ্বাস-ঘাতক! প্রতারক!—তাহার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই।

পর মুহূর্ত্তেই আবার কি ভাবিয়া সে কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার বিবাহিত জীবনের অতীত মুহূর্ত্তসমূহ একে একে মানসপটে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কি প্রেম, কি আত্মনির্ভরতা, কি তন্ময়তা! তাহার স্বামীর মত এমন গুণবান কয় জন হয়? কার্সিয়ঙ্গে শ্যামল শোভায় আচ্ছাদিত পর্ব্বতগাত্রে নির্ঝর সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে তাহারা উভয়ে কত দিন আহার-নিদ্রা ভুলিয়াছে। কাশ্মীরের ডলহ্রদে সুসজ্জিত বিরাম-তরণীতে ভ্রমণ—জ্যোৎস্না-পুলকিতা যামিনীতে হ্রদের জলে শত চন্দ্রের শত প্রতিবিম্ব-পাত—মাঝির মুখে বাঁশীর গান,—সে যেন এখনও তাহার কাণে বাজিতেছে। সেই উভয়ে উভয়ের কণ্ঠালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া গান শোনা আর জগৎসংসার ভুলিয়া যাওয়া,—সে সব কি ভোলা যায়, সে সব কি ভুলিবার জিনিষ? যমুনাজলে তাজের মর্ম্মরস্বপ্নের স্বর্গীয় প্রতিবিম্ব কতবার দুই জনে নিরালায় বসিয়া উপভোগ করিয়াছে!

তাহার পর দিন দিন স্বামীর রোগবৃদ্ধি—তাহার সেবার সুযোগ। সদাই হারাই হারাই ভয়,—বাহুপাশে ঢাকিয়া রাখিয়া সাবিত্রীর মত যমের সহিত সেই সংগ্রাম, সে সেবায় ত তৃপ্তি নাই, মনে হইত, যদি প্রাণটা তিলে তিলে ক্ষয় করিয়া স্বামীর মুখে হাসি ফুটাইতে পারি! বেদনা-কাতর একান্ত-নির্ভর স্বামী যখন তাহার বক্ষে ঘুমাইয়া ক্ষীণাতিক্ষীণ স্বরে যেন পৃথিবীর অপর পার হইতে ডাকিত,—'ইভ, জন্মের মতন খেলা সাঙ্গ হইল,' তখন তাহার প্রাণটা কি করিয়া উঠিত!

ইভ আর পারিল না, ছুটিয়া গিয়া চেয়ারে বসিয়া টেবিলে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সেই অজস্রধারে কান্নায় প্রাণটা যেন অনেকটা হালকা হইয়া গেল। ফুঁকারিয়া—বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ফুকারিয়া উঠিল,—"কোথায় তুমি স্বামী, এস আমার দুর্ব্বল হৃদয়ে বল দাও। আমার সন্দিগ্ধ মন, যে যা বলে বলুক, তুমি আমারই আছ। এ চিঠি জাল, আমি চোরের মত লুকিয়ে তোমার চিঠি বার করেছি, কি শাস্তি দেবে দাও।"

ইভ তীরের মত দাঁড়াইয়া উঠিল। তাহার চোখে তখন জল ছিল না, দৃষ্টি কঠোর, মুখ গম্ভীর। সে ভাবিতেছিল, সন্দিগ্ধ মন, কেন সন্দিগ্ধ মন? তাহার সন্দেহের কি কোনও কারণ ছিল না? ছিল বৈকি? এই পুরীধামে প্রতিমাকে দেখিয়া অবধি তাহার স্বামী কি হইয়া গিয়াছে? সে দিন চিল্কা হ্রদে আর কেহ দেখুক বা না দেখুক, সে ত দেখিয়াছে স্বামীর চোখের দৃষ্টি; সে ত বুঝিয়াছে স্বামীর হৃদয়ের ভাব! না, আর একদিনও না, কাল সে দার্জ্জিলিঙ্গ চলিয়া যাইবে। এই নেটিভের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। সেখানে গিয়া বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিলেই হইবে।

কড় কড় শব্দে অশনিপতন হইল, সমস্ত জগৎটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। ভীম প্রভঞ্জন তখন বৃষ্টির নায়েগ্রাপ্রপাত ঘাটে মাঠে হাটে ছড়াইয়া দিতেছিল, ঘন ঘন গুরুগম্ভীর মেঘগর্জ্জনে ও দামিনীবিকাশে জগৎ চমকিত করিয়া দিতেছিল।

ইভও ঈষৎ চমকিত হইল, মুহূর্ত্তকাল তাহার ভাবনাস্রোতে বাধা পড়িল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তমাত্র। সে আবার চেয়ারে বসিয়া

পড়িল, একখানা চিঠির কাগজ লইয়া লিখিতে বসিল। নির্ম্মম নিষ্ঠুর চিঠির বাণী—তাহার সহিত আজ হইতে কোনও সম্বন্ধ নাই, তাহার শঠতা, তাহার প্রবঞ্চনা, তাহার কাপুরুষতা তাহাকে তাহা হইতে অনেক দূরে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে,এখন উভয়ে দূরে থাকিলে মঙ্গল—না, না, তাহা হইবে না, সে ইংরাজ-দুহিতা, ভীরু কাপুরুষের মত মুখ ঢাকিয়া পলায়ন করিবে? তাহা হইলে দুর্ব্বিনীত শঠের শাস্তি হইল কৈ? সে ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলেই স্বস্তি পায়। না, তাহা হইবে না, তাহাকেও দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে প্রিয়জনের বিরহ-দুঃখ অনুভব করাইতে হইবে। যে তুষের আগুন আজ হইতে তাহার হৃদয়ে ধীকি ধীকি জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার অংশ তাহাকেও ভোগ করাইতে হইবে। দূর হউক পত্র!

ইভ দলিত মর্দ্দিত পত্রখানি ছুড়িয়া ফেলিল। পরক্ষণে কি ভাবিয়া আবার তাহা তুলিয়া লইল। বাহিরে প্রকৃতি তুমুল ঝড় তুলিয়া প্রলয় মূর্ত্তিতে তখনও গর্জ্জন করিতেছিল, ইভের মনের ঝড় ও তেমনই সমান বহিতে লাগিল! কখনও বেগ সামান্য মন্দ হয়, কখনও বাড়ে। এইরূপে হাসি-কান্নার, স্বস্তি-অস্বস্তির, আশা-নিরাশার, আলোক-অন্ধকারের মধ্যে কখনও ভাসিয়া কখনও ডুবিয়া তাহার বিনিদ্র চক্ষুর উপর দিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। তখনও তাহার স্বামী ভিলায় প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই! করিয়াছিল কি না, সে বিষয়ে তাহার সাড়াও ছিল না। সে আর একবার গবাক্ষ খুলিয়া বহিঃপ্রকৃতির প্রলয় তাণ্ডব দেখিয়া লইয়া বসিবার ও শুইবার কক্ষের মধ্যস্থ দ্বার বদ্ধ করিয়া বসিবার কক্ষেরই একখানা

আরাম-কেদারায় কুণ্ডলীর আকারে শুইয়া পড়িল ; বেশ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিল না। সে তখনও আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল, তাহার ধূ ধূ ভাবনার সাহারার অন্ত ছিল না। কত রাত্রিতে শ্রান্তা, চিন্তাভারগ্রস্তা, যাতনাক্লিষ্টা বালিকা ঘুমাইয়াছিল, তাহা সেই বলিতে পারে। একবারে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়াছিল কি না, তাহাই বা কে বলিতে পারে ? এমনই-ভাবে জগতের কত দেশে কত মর্ম্মপীড়িতের কাতর চক্ষুর উপর দিয়া কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহা মানুষের ভাগ্যবিধাতাই জানেন!

১২

যে দুর্য্যোগের সময় ইভ বাণবিদ্ধা হরিণীর মত মর্ম্মবেদনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, সে সময়ে তাহার সকল সুখ—সকল দুঃখের কারণ স্বামী কোথায় ছিল ? সে তখন প্রতিমাদের বাড়ীতে শৈলকে রাজকন্যার গল্প বলিতেছিল, আর নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভদ্রতার খাতিরে প্রতিমা কাঠ হইয়া সেই ঘরের এক কোণে বসিয়াছিল।

অনেকে হয় ত আশ্চর্য্য হইবেন! যে বিমলেন্দুর রামপ্রাণ বাবুর গৃহে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল—এমন কি, অপমানিত হইয়া বিতাড়িত হইবার আশঙ্কা ছিল—আজ সেই গৃহে বিমলেন্দু কেবল প্রবেশ নহে, রীতিমত আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ যে নাই, তাহা বলা যায় না। কেন এমন অভাবনীয় পরিবর্ত্তন হইল ?

এ যোগাযোগের প্রথম পর্ব্ব ইভই ঘটাইয়াছিল। তাহার সরল স্নেহপ্রবণ প্রাণ প্রতিমাকে প্রথম দিনেই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। পুরীতে যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই উভয়ের মধ্যে সখ্য ও প্রণয় গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল, শেষে এমন অবস্থা হইল, কেহ কাহাকেও এক দিন না দেখিলে থাকিতে পারিত না।

অবশ্য এই স্নেহপ্রেমের আবহাওয়ার প্রভাব যে রামপ্রাণ বাবু বা বিমলেন্দুকে অল্পাধিক অভিভূত করে নাই, এমন কথা বলা যায় না। প্রতিমা ইভকে ভগিনীর মত ভালবাসিতে শিখিয়াছিল, ভগিনীর মতই দেখিত ; রামপ্রাণ বাবুও ক্রমশঃ এই পরম যাদুকরী স্নেহময়ী ইংরাজবালিকাটিকে অতি আপনার জন বলিয়া মনে করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। প্রতিমা ক্রমশঃ বিমলেন্দুকে তাহার ভগিনীর স্বামী বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছিল, সে যে কোনও কালে বিমলেন্দুর বিবাহিতা পত্নী ছিল, এ কথা সে অথবা রামপ্রাণ বাবু অধিকাংশ সময় বিস্মৃত হইতেন। এমনই ইভের মায়ার বন্ধন—এমনই তাহার যাদুকরী বিদ্যা।

তবে এই ভাবটা থাকিত যতক্ষণ বিমলেন্দু ইভের সঙ্গ ছাড়া না হইয়া তাহাদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিত বা কথাবার্ত্তা কহিত। বিমলেন্দু একাকী কখনও রামপ্রাণ বাবুর বাসায় নিমন্ত্রিত হইত না—তাহার নিমন্ত্রণ যে কেবল ইভের স্বামী বলিয়া, উহা সে হাড়ে হাড়ে অনুভব করিত। তবে বিমলেন্দু একটা বিষয়ে অল্প-দিনেই প্রতিমাকে জয় করিয়া ফেলিয়াছিল, সে শৈলকে কয়দিনে

এমন বশ করিয়াছিল যে, যে দিন শৈল বিমলেন্দুর মুখে রূপ-কথার গল্প না শুনিত, সে দিন তাহার ভাল করিয়া ঘুম হইত না। বিমলেন্দু বাল্যকাল হইতেই ছেলে ভালবাসিত, ছেলে বশ করিতে জানিত।

যে দিন হইতে বিমলেন্দু চিল্কার জল হইতে প্রতিমাকে উদ্ধার করিয়াছিল, সেই দিন হইতে রামপ্রাণ বাবুর গৃহে সে ইচ্ছা করিলেই তাহার পক্ষে অবারিত দ্বার করিতে পারিত, কিন্তু তাহার কেমন বাধ বাধ ঠেকিত—বাতাসে নীয়মান নিশানের চীনাংশুকের মত মনটা সে দিকে ধাবিত হইলেও তাহার দেহটা কেবল চক্ষুলজ্জার খাতিরে সে দিকে ইভের সঙ্গ ব্যতীত যাইতে চাহিত না। বিশেষতঃ প্রতিমা এ যাবৎ কখনও তাহার সহিত নির্জ্জনে অবস্থান করে নাই, নির্জ্জনতার উপক্রম হইলেই সে কোনও না কোনও ছুতায় অন্যত্র চলিয়া যাইত। বিমলেন্দু বুঝিত, প্রতিমা তাহাকে এখনও আন্তরিক ঘৃণা করে; বুঝিত, আর অনুশোচনায় তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিত। কি করিলে যেমন ছিল তেমন হয়! তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

ঘটনার দিন বিমলেন্দুর ক্লাবে নিমন্ত্রণ ছিল। সে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সাজিয়া-গুঁজিয়া বাহির হইয়াছিল। ইভের মাথা ধরিয়াছিল বলিয়া সে একাকী সমুদ্রতীর হইয়া ক্লাবে যাইবে স্থির করিয়াছিল। সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া তাহার হৃদয় চন্দ্রোদয়ে মহোদধির মত আলোড়িত হইয়া উঠিল—সে অনতিদূরে বৃদ্ধ দ্বারপাল বৈজনাথের সহিত প্রতিমা ও শৈলকে বেড়াইতে দেখিয়াছিল। কিন্তু তাহার

এই হর্ষ ক্ষণস্থায়ী হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র প্রতিমা ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'ইঁভকে নিয়ে এলেন না?'

বিমলেন্দু বলিল, 'না, তার বড্ড মাথা ধরেছে।' অমনই প্রতিমা বলিল, "ওঃ, তা হ'লে তাকে একবার দেখে আসি, আপনি শৈলকে নিয়ে একটু বেড়াবেন, আমি কিছু পরে বৈজনাথকে পাঠিয়ে দেব।" জবাবের প্রতীক্ষা না করিয়া প্রতিমা দ্বারপালকে লইয়া চলিয়া গেল। বিমলেন্দুর হাসিভরা মুখখানা আঁধার হইয়া গেল, তাহার মনে হইল, সমুদ্রতট যেন লোকারণ্যশূন্য হইয়া গিয়াছে। শৈল কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই গল্পের জন্য ধরিয়া বসিল। তখন বিমলেন্দুর কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। তথাপি বালকের আব্দার সে এড়াইতে পারিল না, রাজকন্যার গল্প বলিতে বলিতে সমুদ্রতীরে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। বালক তাহাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া জ্বালাতন করিয়া তুলিল। সে আজ একটা সঙ্কল্প করিয়াই প্রতিমাদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। যে সুযোগ সে এত দিন অনুসন্ধান করিতেছিল, আজ বিধাতা তাহা ঘটাইয়া দিয়াছিলেন। রামপ্রাণ বাবু হঠাৎ জরুরী তার পাইয়া বিষয়-কর্ম্মের জন্য আজই অপরাহ্ণে কলিকাতা রওয়ানা হইয়াছিলেন। সুতরাং প্রতিমাকে নির্জ্জনে পাইবার তাহার আজ খুবই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিমা ত ধরা দেয় না!

টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, বর্ষার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। হঠাৎ দেখিতে দেখিতে বায়ু শন্ শন্ শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় ফোঁটা পড়িতে লাগিল। দুর্য্যোগের আশঙ্কা

করিয়া বিমলেন্দু শৈলকে লইয়া দ্রুতগতি তাহাদের বাসার দিকে অগ্রসর হইল ; বাসা নিকটেই। কিন্তু বাসায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই গুরু গুরু মেঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, ঘন ঘন বিজলী চমকিতে লাগিল, কড় কড় করিয়া বাজ ডাকিল, ক্রমে ঝম্ ঝম্ করিয়া মুষলধারায় জল নামিল। তখন অনন্যোপায় হইয়া বিমলেন্দু শৈলকে ক্রোড়ে তুলিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।

বাসায় পৌঁছিয়াই বিমলেন্দু বৈজনাথের মুখে শুনিল, তাহাদের মেমসাহেবের সহিত দেখা করা হয় নাই, ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কায় তাহারা ঘরেই ফিরিয়া আসিয়াছে, দিদিমণি ভিতরে আছে। 'দিদিমণি' যে ভিতরে ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাইতে বিমলেন্দুর বিলম্ব হইল না, কেন না, তখনই দাসী আসিয়া পরিবর্ত্তনের জন্য তাহাকে ও শৈলকে বস্ত্র দিয়া গেল।

বাহিরে প্রকৃতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিলেও বিমলেন্দু ভিতরে একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব তৃপ্তি ও শান্তি অনুভব করিতেছিল—বুঝি এমনটি সে কখনও অনুভব করে নাই। কেন,—তাহা সে নিজেই বলিতে পারে না। তাহার মনে হইল যেন এই তাহার নিজের ঘর, এইখানে সে যেমন আরাম অনুভব করিতেছে, এমন সে নিজের বাড়ীতে একদিনও করে নাই। শৈল ঝড়-বৃষ্টি কিছুই মানিল না, সে সেই দুর্য্যোগেও গল্পের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। বিমলেন্দুর মনটা খুবই তৃপ্ত ছিল, কাযেই সে হর্ষভরে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া একখানা আরাম কেদারায় বসিয়া রাজপুত্র ও রাজকন্যার গল্প বলিতে আরম্ভ করিল। সেই সময়ে চা ও কিছু

ফল মিষ্টান্ন লইয়া দাসীর সঙ্গে প্রতিমা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। দাসী চা ও মিষ্টান্নাদি রাখিয়া প্রস্থান করিল। প্রতিমা একবার বলিল, 'খান।' তাহার পর যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তাহার বস্তুতঃই অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হইতেছিল, কিন্তু উপায় নাই, পিতার অনুপস্থিতিতে সে পরিচিত অতিথিকে আদর-আপ্যায়ন না করিলে শোভন হয় না, ভদ্রতা থাকে না।

শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর?"

বিমলেন্দু বলিল, "তার পর রাজপুত্র মনের দুঃখে চলে গেল। সে যে রাজকন্যাকে খুব ভালবাসিত, তা ত আর মুখ ফুটে বলতে পেলে না, তাই রাজকন্যা মনে করলেন, সে ইচ্ছে করেই চলে যাচ্ছে, তাই তিনিও থাকতে বললেন না।"

শৈল জিজ্ঞাসা করিল, "রাজপুত্র কোথায় গেল?"

বিমলেন্দু আবার বলিতে লাগিল, "যে দিকে দু'চক্ষু যায়। আগে ত রাজপুত্র রাজকন্যাকে ভাল করে চিনতে পারে নি, কেবল চোখের দেখা দেখেছিল। তার পর যখন চিনতে পারলে, তখন বুঝতে পারলে কি জিনিষ হারিয়েছে।"

শৈল বলিল, "তা রাজপুত্র কেন রাজকন্যাকে বললে না যে, সে তাকে ভালবাসে?"

বিমলেন্দু অভিমানাহত কণ্ঠে বলিল, "তা কি ক'রে বলবে? সে যে দোষ করেছিল, তার জন্যে রাজকন্যা ত তাকে ক্ষমা করেনি।"

শৈল বলিল, "কেন দোষ করেছিল ?"

বিমলেন্দু বলিল, "তাকে ভূতে পেয়েছিল তাই। রাগে মানুষের জ্ঞান থাকে না, কিছু দেখতে পায় না। তাই রাগ করে রাজপুত্র রাজকন্যাকে অপমান করেছিল।"

এই সময়ে প্রতিমা উঠিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণ সে একখানা খবরের কাগজের আড়ালে মুখ ঢাকিয়া বসিয়াছিল। বলিল, "তা হলে আপনারা গল্প করুন, আমি আসছি।"

বিমলেন্দুও দাঁড়াইয়া উঠিল, বলিল, "না, আপনার আর কষ্ট করে আসবার দরকার নেই, আমি যাচ্ছি।"

কথাটা বলিয়া সে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। প্রতিমা প্রথমটা কিছু বলিল না, কিন্তু সে দ্বারপথে পৌঁছিবামাত্র বলিল, "সে কি, আপনি কি পাগল হয়েছেন ? এই দুর্য্যোগে কোথায় যাবেন ?"

শৈলও এইবার ছুটিয়া গিয়া বিমলেন্দুর হাত ধরিয়া টানিল। অগত্যা বিমলেন্দু ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "যাঁদের বাড়ী, তাঁরাই যদি চলে যান, তা হ'লে এখানে থাকার প্রয়োজন ?"

প্রতিমা মহা ফাঁপরে পড়িল, সে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়াইয়া নতদৃষ্টি হইয়া পদনখে মেঝের কার্পেট খুঁটিতে লাগিল। কক্ষের গম্ভীরতা উভয়ের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল। শৈল সেইক্ষণে উভয়ের অস্বস্তি দূর করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "বাঃ বাঃ, আপনি যাবেন বুঝি, আপনার জন্য খাবার হবে না বুঝি ?"

বিমলেন্দু সতৃষ্ণনয়নে প্রতিমার দিকে চাহিল, কিন্তু প্রতিমার দৃষ্টি তখনও অবনমিত, তাহার আরক্ত মুখমণ্ডলে দুইটি কমল

ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বিমলেন্দু হাসিয়া বলিল, "না, না, তোমাদের অত কষ্ট করতে হবে না, আমার ক্লাবে নেমন্তন্ন আছে।"

দুষ্ট শৈল তথাপি বলিল, "ইস, এই বিষ্টিতে যায় বুঝি। আসুন, তার পরে রাজপুত্র কোথায় গেল বলবেন আসুন।"

সে হাত ধরিয়া বিমলেন্দুকে ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল। প্রতিমা এতক্ষণে কথা কহিল, বলিল, "না শৈল, আর গল্প শোনে না, রাত ৮টা বেজে গেছে, খাবে চল।"

তাহার পর বিমলেন্দুর দিকে স্থির শান্ত গম্ভীর দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিল, "আপনি একটু দেরী করুন, এ বৃষ্টিতে যথার্থ ই না খেয়ে যেতে পাবেন না, বাবা থাকলেও যেতে দিতেন না,— কাউকে না।"

বিমলেন্দু বলিল, "না, না, আমি যাই, আমার নেমন্তন্ন আছে।"

প্রতিমা ঈষৎ রুক্ষস্বরে বলিল, "এই যে বললেন কিছু আগে, ইভের অসুখ, মাথা ধরেছে। তবে নেমন্তন্ন নিলেন কেন?"

বিমলেন্দু কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "নেমন্তন্ন নেবার সময় ত অসুখ আসে নি, তখন বলেও পাঠায় নি যে সে আসছে।"

প্রতিমা আরও অধিক রুক্ষস্বরে বলিল, "আপনার কাছে ইভের অসুখ ঠাট্টা-তামাসার কথা হ'তে পারে, কিন্তু আপনার সামান্য একটু অস্বস্তি হলে ইভ চারিদিক অন্ধকার দেখে। আয় শৈল, খাবি আয়।"

কথাটা বলিয়াই সে কক্ষত্যাগ করিতেছিল, শৈল তাহার পূর্ব্বেই ভিতরে ছুটিয়া গেল।

বিমলেন্দু প্রতিমাকে বাধা দিয়া বলিল, "দাঁড়ান, একটা কথা বলে যাব, কথাটা বলবার জন্যই এসেছিলুম। বেশীক্ষণ সময় লাগবে না, মাত্র—২ মিনিট।"

বিস্মিত নয়ন দুইটি তুলিয়া প্রতিমা বলিল, "কি বলুন।"

বিমলেন্দু কাতর-কণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা—আমার কৃতকর্ম্মের জন্য ক্ষমা। অজ্ঞান পশু আমি, না বুঝে পাপ করেছি, তারই জন্য তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষে চাইছি। প্রতিমা, ততটুকু দয়াও করবে না কি?"

প্রতিমা নতমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিমলেন্দু ঝড়ের বেগে আবার বলিয়া যাইতে লাগিল, "এই বুক চিরে যদি দেখাবার হ'ত, তা হ'লে দেখাতুম কি অনুতাপের তুষানল এই বুকে জ্বলছে। প্রথমে বুঝতে পারি নি। দার্জ্জিলিঙ্গে দেখা হ'লেও বুঝি নি। কিন্তু ইভের ভালবাসাই আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে। ইভের প্রাণ দিয়ে সেবা আমাকে নারীর দেবীত্ব বুঝিয়ে দিয়েছে। আমি অধম পশু, সেই নারীমর্য্যাদা স্বেচ্ছায় ক্রোধের বশে পায়ে দলেছি। আমায় ক্ষমা কর, প্রতিমা, ক্ষমা কর।"

প্রতিমা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ক্ষীণস্বরে বলিল, "কেন ও সব কথা তুলছেন, ও সব ত ধুয়ে মুছে গেছে।"

বিমলেন্দু উন্মত্তের মত বিকট হাসিয়া বলিল, "কি ধুয়ে মুছে গেছে প্রতিমা! জান কি, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের পর যখন জাগরণ এল, তখন কি বৃশ্চিকের জ্বালা এই অন্তরে জ্বলতে লাগল? ধীকি ধীকি তুষানলের মত সে জ্বালার শিখা জ্বলছে। কেউ

কি জান্‌তে পেরেছে? ধুয়ে মুছে যাবে? হাঃ হাঃ হাঃ! প্রতিমা, এই বুকের ভেতরে দেখ, তোমার জন্য কি সিংহাসন পাতা রয়েছে?”

বিমলেন্দু সত্য সত্যই জ্ঞানহারা হইয়াছিল, প্রতিমার হাতখানি টানিয়া লইয়া নিজের বুকের উপর স্থাপন করিল। তখন বাহিরে ঝড়ের গর্জ্জন সমান তেজেই চলিতেছিল।

প্রতিমা প্রথমটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল, কিন্তু সে ক্ষণিক। মুহূর্ত্ত পরেই সে সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কঠোর ব্যঙ্গোক্তি করিয়া কহিল, “দেখুন, ও সব থিয়েটারি এ্যাক্‌টিং পুরুষ মানুষের শোভা পায় না। আপনার কর্ত্তব্য ইভের অসুখ-শয্যার কাছে পড়ে রয়েছে জানবেন।”

কথাটা বলিয়া প্রতিমা উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া ঝড়ের বেগে কক্ষের বাহির হইয়া গেল।

বিমলেন্দুর মুখখানা পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। সে প্রতিমাকে এত কঠোর এত নিষ্ঠুর বলিয়া মনে করে নাই।

বিমলেন্দুও দ্রুতবেগে ঘরের বাহিরে গিয়া প্রতিমার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল, বলিল, “প্রতিমা, কি করলে তোমার প্রত্যয় হবে? যতদিন সাধ্য ছিল চেপে রেখেছি, আর পারি না, কথার জবাব দেবে না? বেশ, অনাহূত হলেও আমি অতিথি। অতিথিকে এই দুর্য্যোগে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেবে?”

প্রতিমার মুখে চোখে আগুন ছুটিতেছিল, সে আরও একটা কঠিন জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে শৈল

সেখানে ছুটিয়া আসিল, বলিল, "বেশ ত মা, খাবার দিতে বলে বেশ ত বসে আছ?"

শৈল বিমলেন্দুর হাত ধরিয়া বলিল, "চলুন, খাই গিয়ে।"

প্রতিমা শৈলকে লইয়া ভিতরে যাইবার সময়ে বলিয়া গেল, "দেখুন, কঠিন হলেও আমায় অপ্রিয় সত্য কথা বলতে হবে। এর জন্যে আমায় দোষ দেবেন না। মনে রাখবেন, আপনি কথায় বা কাযে ইভের প্রতি অবিশ্বাসী হলে যত বড় পাপ করবেন, তার বাড়া পাপ জগতে নেই।"

প্রতিমা আর অপেক্ষা করিল না, শৈলকে লইয়া চলিয়া গেল। বিমলেন্দু সেইখানে নীরব হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ। এতটুকু দয়া নাই? এই কি কোমলা স্নেহপ্রবণা নারী!

টুপিটা মাথায় দিয়া বিমলেন্দু সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বাহির হইয়া গেল। তখন পথে কুকুর-বিড়ালও চলিতেছিল না। বহিঃপ্রকৃতির সেই তাণ্ডব নৃত্য মাথা পাতিয়া লইতে তখন সে একা। তাহার অন্তরের প্রকৃতিও সেই সঙ্গে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছিল। বৃষ্টির জলে তাহার সর্ব্বাঙ্গ স্নাত প্লাবিত হইতেছিল, সে দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপও ছিল না। সে যন্ত্রচালিত পুত্তলিকাবৎ সেই ভয়ঙ্করী রজনীর অন্ধকারের মধ্য দিয়া ক্লাবের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

১৩

সেই কাল রাত্রিতে প্রায় রাত্রিশেষে যখন বিমলেন্দু একরূপ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ভিলায় ফিরিয়া আসিয়া বসিবার ঘরের দ্বাররুদ্ধ দেখিয়াছিল, তখন তাহার কোনরূপ অনুভূতিই ছিল না,—সে যে অবস্থায় আসিয়াছিল, সেই অবস্থাতেই শয়ন কক্ষের শয্যায় শুইয়া পড়িয়াছিল। চৈতন্যহারিণী সুরা তাহাকে সকল স্মৃতির জ্বালা হইতে অব্যাহতি দিয়াছিল। একবারও তাহার মনে পড়ে নাই, ইভ কোথায়, বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে।

প্রকৃতি অকরুণ। পরদিন বেলা ১০টার সময়ে যখন বিমলেন্দুর চৈতন্য হইল, তখন জগৎখানা তাহার মানসনেত্রের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে যন্ত্রণা দিতে লাগিল, তখন প্রকৃতি সূর্য্যালোকে হাসিতেছে, পূর্ব্বদিনের সে ঝড়বৃষ্টি আর নাই, আকাশ নির্ম্মল, সূর্য্য মেঘমুক্ত, যে যাহার কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছে, কেবল একা বিমলেন্দু মর্ম্মবেদনায় শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে।

চাকর চা আনিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। সে আবার আসিল, "সাহেব, চা খাবেন কি ?" বিমলেন্দু ধড়মড়িয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল, বলিল, "মেম সাহেব কোথায় ?",

চাকর বলিল, "নিমন্ত্রণে গিয়েছেন, বলে গিয়েছেন, আজ আর আসবেন না, হয় ত রাত্রিতে ফিরতে পারেন।"

চাকর চলিয়া গেল, বিমলেন্দু বিস্মিত হইল। ইভ ত কখনও না বলিয়া কোথাও যায় না, কোনও কায করে না। তবে কি, কাল রাত্রির কথা মনে করিয়া—লজ্জায় বিমলেন্দুর মাথা আপনি নত হইয়া আসিল। সে কি জানিতে পারিয়াছে তাহার মনের গোপন কথাটি? না, না, অসম্ভব। তবে কি সে মদ্যপায়ী হইয়াছে বলিয়া ঘৃণায় ইভ তাহার আদেশের প্রতীক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গিয়াছে? ছিঃ ছিঃ, কি কুকার্য্যই করিয়াছে সে—সে ত কখনও এমন ছিল না। মদ্যপ হওয়া ত দূরের কথা, সে কদাচিৎ সুরা পান করিত।

বেলা ১১টার সময়ে বিমলেন্দু স্নান ও প্রাতরাশ সম্পন্ন করিয়া ইভের সন্ধানে বাহির হইল। মনটা তাহার উৎকণ্ঠায় ভরিয়া উঠিল, ইভ ত কখনও এমন করে না—কোথায় গেল সে?

যাইবার মধ্যে প্রতিমাদের বাড়ী, না হয় মিসেস বেলের বাড়ী। মিসেস বেল তাহার জননীর নিকটাত্মীয়া, পরন্তু জীবদ্দশায় পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার স্বামী বর্ত্তমানে পুরীর পুলিস সাহেব। এই দুই বাড়ী ছাড়া আর কোথাও ত ইভের পুরীতে গতিবিধি ছিল না। তবে কি তাহার অজানিত ইভের কোন জানা লোক পুরীতে আসিয়াছে?

বিমলেন্দু দাঁড়াইল না, হন হন করিয়া চলিল। প্রথমেই সে প্রতিমাদের বাড়ী গেল। সেখানে বৈদ্যনাথের কাছেই শুনিল, মেম সাহেব কালও আসেন নাই, আজও না। তাহার পর মিসেস বেলের বাড়ী। সেখানেও বিমলেন্দু কোনও আশার কথা পাইল

না—ইভ সেখানে নাই। বিমলেন্দু ব্যস্ত হইয়া উঠিল। হন হন করিয়া ভিলায় ফিরিয়া আসিল, যদি ইতিমধ্যে ইভ ফিরিয়া আসিয়া থাকে। কিন্তু সেখানেও সে নিরাশ হইল। তখন তাহার ভয় হইল। তথাপি ভাবিল, হয় ত ইভ প্রত্যুষে উঠিয়া কোন সঙ্গী পাইয়া দূরে বেড়াইতে গিয়াছে। ইভের যে মিশুক স্বভাব, কাহারও সহিত আলাপ করিতে তাহার অধিকক্ষণ বিলম্ব হয় না। সমস্ত অপরাহ্নটা সে 'এই আসে, এই আসে' করিয়া নিতান্ত অস্থির হইয়া কাটাইল। বিবাহ হওয়া অবধি স্ত্রী-পুরুষে এ যাবৎ কখনও একদিন ছাড়াছাড়ি হয় নাই। তখন বিমলেন্দুর বুঝিতে বাকী রহিল না, ইভ তাহার কতখানি হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছে! সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সে সমুদ্র-তটে গেল, যদি সেখানে ইভ বেড়াইতে গিয়া থাকে। কিন্তু কোথায় ইভ? সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিমলেন্দু তটের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বহুবার যাওয়া আসা করিয়া ছটফট করিয়া বেড়াইল। শেষে সন্ধ্যার সময় সে সত্য সত্যই অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার প্রাণটা ডুকুরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কোথায় ইভ?—কে বলিয়া দিবে, তাহার ইভ কোথায় লুকাইয়া রহিয়াছে!

বিমলেন্দু পাগলের মত ছুটিয়া আবার ভিলায় ফিরিয়া আসিল, মনটা কি জানি কেন হঠাৎ আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, নিশ্চয়ই ইভ সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিয়াছে। সে ত সন্ধ্যার পর তাহার সঙ্গ না হইলে কোথাও যায় না। কিন্তু তখনও ইভ ভিলায় ফিরে নাই।

বিমলেন্দু আবার পথে বাহির হইল—উদ্দেশ্য আবার একবার প্রতিমাদের ও মিসেস বেলেদের বাড়ী যাইয়া ইভের সন্ধান করিবে। গত দিনের 'প্রকৃতির প্রলয়মূর্ত্তির চিহ্নমাত্র নাই, নীলাকাশ অসংখ্য তারকার হার গলে পরিয়া হাসিতেছিল,—তাহার মাঝে মাধবের বক্ষে কৌস্তুভ রতনের মত নিশানাথ আপনার রূপের ছটায় চারিদিক উজ্জ্বল করিতেছিল। নাতিদূরে কয়েকজন দেশীয় লোক মাদল বাজাইয়া মনের আনন্দে গান করিতেছিল। বিমলেন্দুর মনের জ্বালায় সাহানুভূতি প্রদর্শন করিবার কেহ নাই!

বিমলেন্দু সি ভিলা হইতে নির্গত হইবার অল্পক্ষণ পরেই ইভ তথায় ফিরিয়া যখন খবর লইয়া জানিল, বিমলেন্দু সারাদিন তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া এই কতক্ষণ তাহার সন্ধানে আবার বাহিরে গিয়াছে, তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ঘরে গিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিল, হাতমুখ ধুইল, চা আনিতে বলিল।

পূর্ব্ব রাত্রি হইতেই তাহার মাথা টিপ টিপ করিতেছিল। তাহার উপর আজ সারাদিন সে রৌদ্রে ঘুরিয়াছে, এ জন্য তাহার জ্বরভাব হইয়াছিল। সে প্রত্যূষে রেলে অন্যত্র গিয়া সারাদিন রৌদ্রে ঘুরিয়া বিকালের গাড়ীতে পুরী ফিরিয়াছিল। আহারে তাহার স্পৃহা ছিল না, সারাদিন সে একরূপ অনাহারেই ছিল। এখন যেন তাহার সযত্নে পালিত দেহলতা এলাইয়া পড়িল।

ভিলায় প্রবেশ করিবার কালে প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার আশঙ্কা হইতেছিল, বুঝি বিমলেন্দুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। সেই প্রথম সাক্ষাৎকে সে খুবই ভয় করিতেছিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে বাসার

লোকজনের কাছে শুনিতে না পাইল যে, 'সাহেব' বাহির হইয়া গিয়াছে, ততক্ষণ 'কি শুনি কি শুনি' করিয়া তাহার বুকে হাতুড়ির ঘা পড়িতেছিল। এইরূপে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই প্রথম বিরাট ব্যবধান ভীষণ দৈত্যের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছিল।

পাছে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, এই ভয়ে সে প্রত্যূষেই ভিলার বাহির হইয়া গিয়াছিল। এখন আবার সেই আশঙ্কা ক্রমে মাথা তুলিতে লাগিল। কিন্তু উপায় নাই, দেখা ত হইবেই। তাহার দেহ আর বহে না, সে শয়নকক্ষে গিয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। বসিবার কক্ষ ও শয়নকক্ষের মধ্যস্থ দ্বার রুদ্ধ করিবারও তাহার ক্ষমতা রহিল না। মুহূর্ত্ত পরেই অবসন্ন ক্লান্ত দেহে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

কতক্ষণ সে তন্দ্রাবস্থায় ছিল জানে না, হঠাৎ তাহার স্বামীর কাতর-কণ্ঠে 'ইভ, ইভ, তুমি কি জাগিয়া আছ' শুনিয়া সে জাগিয়া উঠিল। বিমলেন্দু কক্ষে প্রবেশ করিয়াই আলোক জ্বালিয়া দিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি শয্যাপার্শ্বে নতজানু হইয়া বসিয়া ইভকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "কি ভয়ই দেখিয়েছিলে ইভ! এমনই করে ভয় দেখাতে হয়?" তাহার কণ্ঠের বিকট হাসির সহিত তাহার চোখের কোণের অশ্রুবিন্দু কিন্তু একেবারেই খাপ খাইতেছিল না।

দুই হাতে স্বামীকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া ইভ ভীতিব্যঞ্জক সুরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না। তুমি যদি সরে না যাও, তা হলে আমিই ঘর ছেড়ে চলে যাব।"

বিমলেন্দুর মুখ শুকাইল। তাহার হাসি-কান্নার মধ্য হইতে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল, বলিল, "কি বলছ ইভ, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?"

ইভ তাড়াতাড়ি জবাব দিল,—"তার চেয়েও বেশী। যাও, বসবার ঘরে গিয়ে বস।"

বিমলেন্দু ব্যথিত কাতর হৃদয়ে আবার ইভকে বুকের উপর টানিয়া লইতে হাত বাড়াইল, ইভ ভীত-চকিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "না, না, ছুঁয়ো না। মিনতি করে বলছি ও ঘরে যাও, না হলে আমি চেঁচিয়ে লোক জড় করব।" বিমলেন্দু প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করিয়া লইল—সে যে কেবল বিস্মিত হইল তাহা নহে, সে ক্ষুব্ধ অভিমানাহত হইয়া কক্ষ ত্যাগ করিল। কি আশ্চর্য্য, এ কি তাহারই একান্ত-নির্ভর ইভ!

ইভ তখন ভাবিতেছিল, তাহার সহিত বিমলেন্দুর কি সম্বন্ধ? তাহারা বিবাহিত, এ কথা সত্য। কিন্তু আজ স্বামীর হস্তস্পর্শে সে সঙ্কুচিত শিহরিত হইয়া উঠে কেন? এ স্পর্শে সে যে পরপুরুষের স্পর্শানুভব করিতেছে! এ তাহার স্বামীর দেহধারণ করিয়া কে এই পরপুরুষ? এ ত তাহার স্বামী নহে। আত্মায় আত্মায় যে মিলন, যে বন্ধন, তাহা ত সে অনুভব করিতেছে না। তবে কেবল রক্তমাংসের এই সংস্পর্শে তাহার মন আকৃষ্ট হইবে কিসে? বিমলেন্দু কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার গাত্র স্পর্শ করিলেই ঘৃণায় তাহার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিয়াছিল কেন? তখন সে বুঝিতে পারে নাই, কেন তাহার মন স্বামীর প্রতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া-

ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ চিন্তার অবসর পাইয়াই তাহার মনের অন্ধকার কাটিয়া গেল, সে দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইল, এ ত তাহার স্বামী নহে, এ যে পরপুরুষ। এ লোক তাহার স্বামীর দেহধারী হইতে পারে, কিন্তু স্বামী নহে। তবে কি সে ইহার স্পর্শ সহ্য করিয়া দ্বিচারিণী হইবে? না, তাহা কখনই হইতে পারে না। তাহার সরল নিষ্পাপ মন বার বার বলিতে লাগিল, "না, না, তাহা কখনই হইতে পারে না।"

যেমন মনে এই সঙ্কল্পের উদয় হইল, অমনই ইভ দুর্জ্জয় বল পাইল, তাহার শরীরের সকল অবসাদ মুহূর্ত্তমধ্যে কাটিয়া গেল। সে ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিয়া সারা অঙ্গ একখানা মোটা চাদরে আবৃত করিয়া বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল এবং চেয়ারে উপবিষ্ট বিমলেন্দুর বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া তাহার সম্মুখস্থ একখানা চেয়ারে গিয়া বসিয়া পড়িল। বিমলেন্দু তাহার সান্নিধ্যে বাহু প্রসারণ করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু ইভের মুখ দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল!

গুরুগম্ভীর স্বরে ইভ বলিল, "বস।"

বিমলেন্দু উপবেশন করিল। তাহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল, হাত কাঁপিতেছিল, কি একটা অজানা ভয় ও উৎকণ্ঠায় তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিয়াছিল। কিছুক্ষণ কক্ষমধ্যে অসম্ভব গম্ভীরতা বিরাজ করিল।

তাহার পর—তাহার পর ধীরে—অতিধীরে, স্পষ্ট স্বরে ইভ জিজ্ঞাসা করিল, "বলতে পার কেন আমায় বিবাহ করেছিলে?"

বিমলেন্দুর প্রাণ উড়িয়া গেল। অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইলে লোক যেমন চমকিত হয়, তেমনই চমকিত হইয়া সে বলিল, "এ কি কথা ইভ? বিবাহ করেছিলুম, তোমায় ভালবাসতুম বলে—"

'মিথ্যা কথা!'—কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই ইভ এমন জোরে বলিল 'মিথ্যা কথা' যে, ঘরটা যেন বিমলেন্দুর দৃষ্টিতে কাঁপিয়া উঠিল। সে ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "মিথ্যা কথা? ইভ, এ কি বলছ?"

'ঠিকই বলছি। প্রতারক! যদি টাকার জন্যই বিবাহ করে থাক, তা হলে আমায় বলনি কেন, অনেক টাকা দিতুম, তোমাকে ত আমার অদেয় কিছুই ছিল না।' ইভের শেষ কয়টি কথায় তাহার হৃদয়ের আকুল ক্রন্দনের সুর ভাসিয়া উঠিয়াছিল।

সম্মুখে নির্য্যাতিতের কাতর বেদনার সুর ভাসিয়া উঠিতে দেখিলেও যখন প্রতীকারের উপায় থাকে না, অথচ প্রতীকারের জন্য যখন মনটা আকুলি বিকুলি করিরা উঠে, ঠিক তখন বিমলেন্দুর সেই অবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু উপায় কি? সকল প্রণয়ীই অন্ধ। বিমলেন্দু যদি তখন কোন বাধা না মানিয়া ইভকে বুকে তুলিয়া লইত, তাহা হইলে এইখানেই এই উপন্যাস শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু বিধিলিপি অন্যরূপ। ইভের মূর্ত্তি দেখিয়া বিমলেন্দুর সকল সাহস লোপ পাইল, সে জড়ের মত নিশ্চেষ্ট বসিয়া ভাবিতে লাগিল, কি অপরাধ করিয়াছে সে, যাহার জন্য ইভ তাহাকে আজ এই কঠিন শাস্তি দিল!

ইভ বিমলেন্দুর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "প্রতিমা তোমার কে?"

ইভের মুখে চোখে এক বিন্দু দয়ার বা প্রেমের চিহ্ন ছিল না।

বিমলেন্দু এবারও চমকিত হইয়া বলিল, "প্রতিমা ? প্রতিমা ?"

ইভ ব্যঙ্গোক্তি করিয়া বলিল, "হাঁগো হাঁ, প্রতিমা,এই যে দশবার বলছি প্রতিমা ! শুনতে পেয়েছ নামটা ?"

যজ্ঞার্থ নীত পশুর কণ্ঠ হইতে যেমন কম্পিত স্বর নির্গত হয়, বিমলেন্দুর কণ্ঠস্বরও তেমনই কম্পিত হইল, সে বলিল, "প্রতিমারা আমার আত্মীয়।"

ঘৃণা ও ক্রোধে নাসারন্ধ্র স্ফীত করিয়া ইভ চীৎকার করিয়া উঠিল, "ভণ্ড, মিথ্যুক ! এখনও প্রবঞ্চনা ? এখনও মিথ্যা ? এই নাও, পড়।"

কথাটা বলিয়া ইভ নিমাইয়ের পত্রখানা বিমলেন্দুর বুকের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। পথে হঠাৎ বিষধর সর্প দেখিলে পথিক যেমন চমকিত হইয়া উঠে, বিমলেন্দু তেমনই ভীত চমকিত হইল। তাহার দৃষ্টি পত্রের উপর নিবদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু তাহার মনটা অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল। ইভ বলিয়া যাইতেছিল,—"তুমি কি ভাব, তোমাদের মত আমাদেরও সমাজে নারী এমনই ক্রীতদাসী—একটা দুটো চারটে যতটা ইচ্ছে তাদের ধরে ধরে নিজের সুখের জন্যে বিয়ে করে ঘরে পুরে রাখবে ? জান, মনে করলে আজই তোমায় আমি বাইগামির অপরাধে পুলিসে ধরিয়ে দিতে পারি ?"

বিমলেন্দুর কম্পিত অঙ্গুলী হইতে পত্রখানা পড়িয়া গিয়াছিল, সেদিকে দৃষ্টি না রাখিয়া সে বিহ্বলচিত্তে বলিল, "তাই কর ইভ, আমায় জেলে দাও, আমি মহা পাতকী –"

ইভ বলিল, "না, জেলে দেবো না, তা হলে তোমার শাস্তি হবে না, আমার মত তুষানলে জ্বলবে না, জেলে দেবো না।"

বিমলেন্দু বলিল, "তুষানল? ইভ, কি তুষানলে জ্বলছ তুমি? এই বুকখানা যদি চিরে দেখাবার হত!"

ইভ বলিল, "থাক, আর অভিনয়ে কায নেই। এখন যা ব্যবস্থা করি শোন! তুমি যে ভাবছ, আমি বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা এনে আমাদের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলব, তা হবে না। আমায় এতটা বোকা ভেবো না। আমি তোমায় মুক্তি দেবো না—সমস্ত জীবন বন্ধনের ভেতরেই রাখবো। ভেবেছ কি বন্ধন ছাড়া পেলেই মনের লালসা চরিতার্থ করতে ছুটে যাবে? তা হবে না। আমি ইংরাজের মেয়ে, এত সহজে তোমায় নিষ্কৃতি দেবো না।"

বিমলেন্দু বলিল, "আমি নিষ্কৃতি চাই নি। চাইলেও পাই বা না পাই, তুমি যা মনে করছ তা হবে না। ভুল বুঝছো ইভ, প্রতিমা আমায় ঘৃণা করে!"

ইভ বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি জানলে কি করে? আমি ত যতটা বুঝেছি, তাতে মনে হয়—"

বাধা দিয়া বিমলেন্দু বলিল, "না, না, তুমি জান না, আমি সব খুলে বলছি, ইভ, তা হলে সব বুঝতে পারবে।"

ইভ বলিল, "বুঝতে চাই নি। তোমাদের ভেতর যে সম্বন্ধই থাক, জানতেও চাই নি। আমার কথা এই, তোমায় আমায় যে সম্বন্ধ, তা বাইরে যেমন বজায় রয়েছে, তেমনই থাকবে, তবে ভেতরে

তোমাতে আমাতে কেবল চেনা লোকের সম্বন্ধ রাখতে হবে, তার বেশী কিছু না। কেমন এতে রাজী আছ?"

বিমলেন্দু এইবার কাতর কণ্ঠে বলিল, "ইভ, ইভ! এত নিষ্ঠুর হচ্ছ কেন? মানুষের একটা অপরাধও কি ক্ষমার অতীত? আমি এই তোমায় ছুঁয়ে শপথ করছি, আমার সে নেশা কেটে গেছে। সত্যি বলছি, মোহ এসেছিল, কিন্তু যে মুহূর্তে প্রতিমা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করেছে, বলেছে তোমার কাছে বিশ্বাস-ঘাতক হলে আমার নরকেও স্থান হবে না, সেই মুহূর্ত্ত হতে তার মোহ এই মন থেকে টেনে উপড়ে ফেলেছি। সে আমার সুখের শান্তি-প্রদীপ নয়—দুঃখের জ্বলন্ত আগুন। ইভ আমায় ক্ষমা কর।"

ইভ ক্ষণকাল বিমলেন্দুকে তাহার একখানা হাত ধরিয়া রাখিতে দিল, হয় ত তখন তাহার বাহ্যজ্ঞানও ছিল না। কিছুক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে চিন্তার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ইভ বলিল, "কি বলছিলে, প্রতিমা তোমায় প্রত্যাখ্যান করেছে? তা হলে তুমি তার প্রণয় প্রার্থনা করেছিলে!"

বিমলেন্দু নত মস্তকে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ, আমি উন্মত্ত হয়েছিলুম।"

ইভ সে কথা কানে না তুলিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি উত্তর দিলে?"

বিমলেন্দু বলিল, "বলব্লুম ত সে বলেছিল, তোমায় ভাল-বাসতে, তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলে আমার নরকেও স্থান হবে না।"

ইভ কেবল একটি ছোট্ট "হু" বলিয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। শেষে বলিল, "ছি ছি, তুমি না পুরুষ মানুষ? এমন স্ত্রীকে ত্যাগ করেছ? ভণ্ড বিশ্বাসঘাতক! তুমি কি নারীকে ব্যথা দিতেই জন্মেছ? জান কি, কি শেল এই বুকে বিঁধেছ?"

বলিতে বলিতে ইভ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল! রুদ্ধ জল-স্রোত একবার নির্গমের পথ পাইলে সকল অন্তরায় ভাসাইয়া লইয়া চলিয়া যায়। ইভের সে কান্না আর থামে না। টেবিলের উপর মুখ গুঁজিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। সে কান্নার এক এক ফোঁটা জল যেন গলিত শীসকের মত বিমলেন্দুর হৃদয়ে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সে আর থাকিতে পারিল না। দুই হাতে ইভকে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুবিগলিত নয়নে সকাতরে ডাকিল, "ইভ, ইভ!" কিন্তু সে কথা কেহ শুনিল না, বিমলেন্দু দেখিল, ইভ মূর্চ্ছিত হইয়া টেবিলের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। আর যাহা দেখিল, তাহাতে ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। ইভের গাত্র হইতে আগুন ছুটিতেছিল, প্রবল জ্বরে ইভ আক্রান্ত হইয়াছিল।

১৪

সিভিল সার্জ্জন ইভের জ্বর দেখিয়া ভয় পাইলেন। তিনি বলিয়াছেন, ইহা 'ব্রেণ ফিভার'। ইভের বয়সে এ রোগ সাংঘাতিক, শতকরা দুই একটা রোগী রক্ষা পায়। তিনি ইভকে য়ুরোপীয় হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করিতে উপদেশ দিলেন। তবে ইহাও

বলিয়া গেলেন, তিন দিন যেন আদৌ নাড়াচাড়া করা না হয়, অধিকন্তু ইভের আত্মীয়স্বজনকে তার করা হয়।

পর দিন প্রাতঃকালে রোগী দেখিতে আসিয়া সিভিল সার্জ্জন রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে ক্ষণেকের জন্য এক সুন্দরী বাঙ্গালী যুবতীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

রোগিণীকে দেখিয়া ডাক্তার যখন কক্ষের বাহিরে গেলেন, তখন বিমলেন্দু সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া গেল। বারান্দায় ডাক্তার বিমলেন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ মহিলাটি কে?" বিমলেন্দু বলিল, "ইভের বন্ধু।"

বিমলেন্দু ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন দেখলেন?" ডাক্তার বলিলেন, "মন্দের ভাল। আপনি বললেন, ঐ ভারতীয় মহিলাটি মিসেস্ রায়ের বন্ধু। আপনাদের পর্দ্দানশীনদের সঙ্গে এমনভাবে মিসেস্ রায়ের বন্ধুত্ব আশ্চর্য্য হলেও খুবই সুখের বিষয় বটে।"

বিমলেন্দু বলিল, "ইভের বন্ধু পর্দ্দানশীন হলেও শিক্ষিত। হাঁ, আপনি বলেছেন, হাঁসপাতালে নিয়ে যেতে। ইভের বন্ধু জিজ্ঞাসা করছিলেন, "এখানে রেখে কি চিকিৎসা করা যায় না?"

ডাক্তার বলিলেন, "যাবে না কেন, তবে সেবার সুবিধে হবে না। এ রোগে সেবাই সব।"

বিমলেন্দু বলিল, "যদি সেবার অভাব না হয়—ধরুন, যদি এরা সবাই সেবা করেন?"

ডাক্তার বিস্মিত হইলেন; হাসিয়া বলিলেন "তা হয় না। এ রোগে দিন-রাত জেগে থেকে ঔষধ-পথ্যের ঘণ্টায় ঘণ্টায় ব্যবস্থা করতে হবে। এঁদের দ্বারা তা সম্ভব হবে না। বিশেষ, এ রোগে বড় ভুল ভ্রান্তি এনে দেয়। শিক্ষিত নার্স না হ'লে, বিশেষ সতর্ক না হয়ে আর কেউ সেবা করতে পারে না। মিসেস্ রায়ের বন্ধু বালিকা, তাঁর পক্ষে এ কার্য্য করা অসম্ভব।"

বিমলেন্দু বলিল, "আপনি যা ভাল বোঝেন, তাই হবে। তবে হাঁসপাতালে পরের কাছে—তাই, তাই ইভের বন্ধু বলছিলেন—"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "সে ভয় নেই মিঃ রায়। য়ুরোপীয় হাঁসপাতালে বাড়ীর চেয়েও রোগী বেশী সুখে থাকে, সেবা পায়। তা হোক, আমি কিন্তু এই হিন্দু মহিলার বন্ধুর প্রতি এই অনুরাগ দেখে বড় আনন্দিত হলেম। যদি এঁদের মত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভারতীয় মহিলাদের সঙ্গে আমাদের য়ুরোপীয় মহিলাদের সকল যায়গায় এমনই বন্ধুত্ব ঘটত, তা হ'লে কি সুখের হ'ত।"

ডাক্তার চলিয়া গেলে প্রতিমা ও বিমলেন্দু রোগীর কক্ষে আসিয়া বসিল। প্রতিমা সহজ সরল কণ্ঠে বলিল, "আমি সব বুঝে নিয়েছি। আপনি একটু বিশ্রাম নিন গিয়ে, সারারাত জেগেছেন।"

বিমলেন্দু বলিল, "সব শুনেছেন ত, রোগ কঠিন, সেবাও কঠিন।"

প্রতিমা বলিল, "হাঁ, শুনেছি সব। তা বেশী দিন ত না, মাত্র আজ আর কাল, তার পর ত হাঁসপাতালে নিয়েই যাবে।"

বিমলেন্দু বিহ্বলের মত বলিল, "হাঁসপাতাল! হাঁসপাতাল!"

প্রতিমা নারীসুলভ দয়ার্দ্র কোমল কণ্ঠে বলিল, "ভয় কি; এমন কত রোগ হয়, আবার সেরেও যায়। সবই ভগবানে হাত।"

বিমলেন্দুর বুভুক্ষু অন্তর সহানুভূতির স্বাদ পাইয়া হা হ করিয়া উঠিল। সে গুমরিয়া বলিয়া উঠিল, "যদি ইভকে ফিরে না পাই—"

প্রতিমা বাধা দিয়া বলিল, "চুপ, চুপ, দেখছেন না, ইভে জ্ঞান ফিরে আসছে। এতক্ষণ আবিল্যিভাব ছিল, এইবার চোখ মেলেছে। যান, আপনি যান।"

যন্ত্রচালিতবৎ বিমলেন্দু কক্ষের বাহির হইয়া গেল। ইভ যে তন্দ্রাঘোর কাটাইয়া চোখ মেলিয়া চারিদিকে চাহিল। ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "তুমি কি পরী? আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখছিলুম, পরীতে আমায় নিয়ে যাচ্ছে। বল্‌লে, বিশ্বাসঘাতক প্রতারক—তার কাছে থেকো না। আবার নিয়ে যেতে এসেছ বুঝি?"

প্রতিমা বাধা দিয়া তাহার হাতখানি সস্নেহে ধরিয়া বলিল, "ছিঃ ভাই, কথা কয়ো না, তোমার যে কষ্ট হবে। এই দেখ কত হাঁপাচ্ছ।"

ইভ তাহার দিকে মাথা ফিরাইয়া যথাসাধ্য শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—"তুমি, তুমি, তুমি কে? দাঁড়াও, তুমি ত পরী না, তোমায় যে কোথায় দেখেছি। ঐ যা, ভুলে গেলুম!"

ইভ ধীরে ধীরে আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল, পাশ ফিরিয়া শুইল। প্রতিমা দেখিল, কিছুকাল ইভ নীরবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া রহিল। সে ভাবিল, ইভ ঘুমাইতেছে। তখন সে মাথায় বরফের ব্যাগ ধরিয়া রহিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই শুনিল, ইভ চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই আপন মনে বলিতেছে,—“নিষ্ঠুর! যদি আর এক জনকেই ভালবাস, তা হ'লে আমায় বিয়ে করেছিলে কেন? জানি, আমার চেয়ে সে তোমাকে ভালবাসতে পারবে না—কেউ পারবে না। ঐ যা, যাঃ, ডুবে গেল!”

প্রতিমার গায়ের রক্তচলাচল বন্ধ হইয়া গেল, সে ইভের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া মিনতির সুরে বলিল, “ছিঃ বোন্, লক্ষ্মীটী আমার, চুপ ক'রে ঘুমোও।”

ইভ এবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিল, “ওঃ, তুমি, তুমি! তুমিই আমার ইন্দুকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে এসেছ? ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, আর সব নাও, আমার ইন্দুকে আমায় ফিরিয়ে দাও!”

সে করুণ কাতর কণ্ঠে হৃদয়ের অন্তস্তলে কি গভীর প্রেমের সুর বাজিয়া উঠিল, তাহা প্রতিমার বুঝিতে বাকী রহিল না। সে আড়ষ্টের মত বসিয়া রহিল, তখন তাহার বুকের ভিতর যে হাতুড়ির ঘা পড়িতেছিল, তাহা জগতের সকলেই শুনিতে পাইতেছিল বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল।

ইভ আবার বলিয়া যাইতে লাগিল, “ভাবছিলে, আমি বুঝতে পারিনি? খুব বুঝেছি। ঐ যে চিন্তায় সে ডুবে গেল, তুমি

পাগলের মত জলে ঝাঁপ দিয়ে বুকে ক'রে তুললে! উঃ! উঃ! মাথা যায়—জল, জল!"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে ইভ এইবার একবারে শয্যার উপর এলাইয়া পড়িল। প্রতিমা ভীত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি ডাকিল, "ইভ, ইভ! বোন্‌টি আমার!" কে সাড়া দিবে? ইভ তখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার সংজ্ঞা লোপ পাইয়াছিল।

প্রতিমাও একরূপ জ্ঞানহারা ও ভয়ে দিশাহারা হইয়া পাগলের মত ছুটিয়া বাহিরে আসিল এবং বসিবার ঘরে বিমলেন্দুকে দেখিতে পাইয়া থরথর কম্পিত হস্তে তাহার হাত দুইখানা ধরিয়া ভয়ব্যাকুল স্বরে বলিল, "ওগো, শীগ্‌গির এস, ইভ কেমন করছে।"

'কি, কি হয়েছে,' বলিতে বলিতে বিমলেন্দুও একরূপ উন্মত্তের মত শয়নকক্ষের দিকে ছুটিয়া চলিল। তখন বাহ্যপ্রকৃতি বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি কাহারও দৃষ্টিপাতের অবকাশ ছিল না।

ইভের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইল। তাহাকে লইয়া যমে-মানুষে টানাটানি আরম্ভ হইল, তাহাতে তাহাকে স্থানান্তরিত করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। প্রতিমার এই ভিলাই এখন্ ঘরবাড়ী হইয়া উঠিল। রামপ্রাণ বাবু কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাতদিনের জন্য একখানা মোটর নিযুক্ত করিলেন, তাঁহারও ভিলাবাড়ী একরূপ ঘরবাড়ী হইয়া উঠিল। এ সময়ে প্রতিমা শৈলর খোঁজ-খবরও রাখিবার অবসর পাইত না

মানুষ গড়ে এক, বিধাতা করেন অন্যরূপ। রামপ্রাণ বাবু জন্মে আর কখনও জামাতা বিমলেন্দুর সহিত সম্পর্ক বা সম্বন্ধ রাখিবেন না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছায় ঘটনাক্রমে এমন অবস্থা উপস্থিত হইল যে, 'ত্যাজ্য-জামাতা'র সহিত তাঁহাদের যে ঘনিষ্ঠতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা ইহজন্মে লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। ইহার নিমিত্তমাত্র—ইভ কি? কে জানে!

১৫

ইভের হাঁসপাতাল যাওয়া হইল না। যে দুই তিন দিন তাহাকে লইয়া যমে-মানুষে টানাটানি হইল, সে কয় দিন অহোরাত্র তাহার প্রবল জ্বরের বিরাম হইল না—প্রায় সর্ব্বক্ষণই সে অচৈতন্য অবস্থায় রহিল ও বিকারের ঝোঁকে নানা কথা বলিল। সকল কথার মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকিলেও একটা কথা সে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রায়ই বলিত, কেন তাহাকে সত্য কথা বলা হয় নাই, তাহাকে প্রতারিত করা হইল কেন? আর একটা নাম প্রায়ই তাহার মুখে শুনা যাইত—সে বিমলেন্দুর অর্দ্ধ-নাম 'ইন্দু।' যখন সিভিল সার্জ্জনের প্রেরিত ভাড়া-করা নার্স্‌রাও গভীর রাত্রিতে ইজি-চেয়ারের উপর তন্দ্রাঘোরে এলাইয়া পড়িত, তখন প্রতিমা একাগ্রচিত্তে শুনিত, প্রবল জ্বালা ও তৃষ্ণায় কাতরা রোগিণী, 'ইন্দু' 'ইন্দু' করিয়া ডাকিতেছে; কখনও হাসিতেছে, কখনও

কাঁদিতেছে ; কখনও তীব্র ভৎ'সনা করিতেছে, কখনও কাকুতি-মিনতি করিয়া ইন্দুর ভালবাসা প্রার্থনা করিতেছে। নিশীথে নির্জ্জনে বালিকার সেই মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি সমস্ত ঘর ভরিয়া ফেলিত, প্রতিমা একাকিনী একান্তে তাহা শুনিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া থাকিত, এক এক সময়ে তাহার হৃদয় অভাগিনী ইভের ভগ্নহৃদয়ের তীব্র যাতনায় ভাবাবেগে উদ্বেল হইয়া উঠিত—তাহার আয়ত নয়নকমল দুইটি অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিত, আবার কখনও কখনও সে ইভের অগাধ অপরিমেয় অনন্ত স্বামি-প্রেমের পরিচয় পাইয়া তন্ময় হইয়া যাইত—বিশ্বসংসার ভুলিয়া যাইত, ইভের প্রতি ভালবাসায় তাহার সমস্ত হৃদয়টা পূরিয়া উঠিত।

এক দিন রামপ্রাণ বাবু ইভকে দেখিয়া ফিরিবার সময় কন্যাকে বলিলেন, "এমন ক'রে আর ক'দিন চল্‌বে ? না খাওয়া, না দাওয়া, ঘুম ত নেই-ই, শেষে কি মা, তুইও একটা শক্ত রোগে পড়বি ?"

প্রতিমা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার জন্য ভেবো না, বাবা, আমার কিছু হবে না। বরং ইভের দেখাশুনা করতে না পেলে আমি থাকতে পারবো না। জান না কি, তার এখানে কেউ নেই ?"

রামপ্রাণ বাবু ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কেন, শুনেছি ত মিসেস্ 'বেল্‌রা প্রায়ই দেখতে আসেন।"

প্রতিমা বলিল, "হাঁ; তা আসেন বটে, কিন্তু সে ত কুটুম্বিতে রক্ষে করা। দেখাশুনা মানে ত তা নয়!"

রামপ্রাণ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ, তাই বল। তা আমার মেয়েটির মত ফার্ষ্টক্লাস সার্টিফিকেট পাওয়া অবৈতনিক নার্স ত আর সকলে হ'তে পারে না।"

কথাটা বলিবার কালে প্রতিমার মুখের উপর সস্নেহ দৃষ্টিপাতের সঙ্গে রামপ্রাণ বাবুর মুখে চোখে একটা আনন্দগর্ব্বের রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি আনন্দের অশ্রু চাপিয়া রাখিয়া বলিলেন, "হাঁ, ভাল কথা, শৈল ত তোমার কাছে থাকবার জন্যে বেজায় কান্নাকাটি আরম্ভ করেছে। আমি চললাম—"

বাধা দিয়া প্রতিমা বলিল, "কেন, রোজ ত দেখা হচ্ছে—তবে আবার কি?"

রামপ্রাণ বাবু বিস্মিত হইলেন। শৈলর উপর প্রতিমার তিনি যে টান দেখিয়াছিলেন, ইহাতে ত তাহার অভিব্যক্তি কিছুই হইল না। তবে কি ইভ একলাই তাহার এতখানি স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে? না,—আর কিছু? কথাটা চিন্তা করিতেই তাঁহার মনটা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। তিনি একটু জোর করিয়াই বলিলেন, "দেখ, তুমি যা-ই বল, যখন দু দু'জন নার্স দেখছে, তা ছাড়া তার স্বামী রয়েছে, তখন তোমার এখানে এমন ক'রে রাতদিন প'ড়ে থাকা এখন আর ভাল দেখায় না। লোক কি মনে করবে? বিশেষতঃ ইভ যখন এখন একটু ভালর দিকেই যাচ্ছে। মাঝে মাঝে এসে দেখলেই হ'ল। কি বল?"

প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করিলেন বটে, কিন্তু উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই রামপ্রাণ বাবু চলিয়া গেলেন। প্রতিমা অচল নিস্পন্দ

কাঠের মত সেখানে দাঁড়াইয়া কথাটা মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতে লাগিল। 'লোক কি বলবে?'—কেন, এ কথা উঠে কেন? পিতার মুখে এ কথা বাহির হয় কেন? লোকের বলার মত সে এমন কি কায করিয়াছে? বলিলই বা লোক, তাহাতে তাহার কি আইসে যায়? এই 'লোক' জিনিষটার সহিত তাহার সম্পর্ক কি? প্রতিমা মনে মনে হাসিল, তাহার পর কি ভাবিয়া ইভের ঘরে গেল।

তখন এক জন নার্স বসিয়া ছিল। সে তাহাকে দেখিয়া বলিল, "এই যে আপনি এসেছেন, একটু বসুন, আমার একটা জরুরী 'কল' আছে, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ফিরে আসছি।"

প্রতিমা জানিত, যে নার্স কাল রাত্রিতে খাটিয়াছে, সে আর আজ দিনে আসিবে না; সুতরাং দিনের অন্য নার্স আসিতে না আসিতেই এই নার্স ছুটী লইতেছে, ইহাতে সে বিস্মিত হইল। নার্স তাহার সে ভাব লক্ষ্য করিয়াছিল, তাড়াতাড়ি বলিল, "বড় জরুরী, বিশেষ একটা বড় খদ্দের হাতছাড়া হ'লে খুব ক্ষতি হবে, বিশেষ কাল রাত্রি থেকে মিসেস রায় যেন কতকটা ভালর দিকেই যাচ্ছেন—"

প্রতিমা তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "থাক, আপনার কাযে যেতে পারেন, আমিই থাকব।"

নার্স প্রফুল্ল হইয়া বলিল, "বিশেষ আপনার হাতে রোগী রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে পারব। ডাক্তার সাহেব ১০টার সময় আসবেন, আমি তার মধ্যেই আসব।"

নার্স চলিয়া গেল। তখন ইভ ঘুমাইতেছিল। প্রতিমা একবার তাহার কপোল স্পর্শ করিয়া পার্শ্বস্থ ইজিচেয়ারে উপবেশন করিল এবং টেবিলের উপর হইতে খবরের কাগজখানা লইয়া পড়িতে লাগিল।

কতক্ষণ সে পাঠে নিবিষ্ট ছিল, তাহা তাহার হুঁস ছিল না; হঠাৎ কাগজের আড়াল হইতে চোখ উঠাইতেই ইভের মুখের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। সে বিস্মিত হইয়া দেখিল, ইভ পলকহীন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। আরও আশ্চর্য্যের কথা, সে দৃষ্টি প্রশান্ত, নির্ম্মল, তাহাতে বিকারের চিহ্নমাত্র ছিল না। প্রতিমার বুকখানা গুরু গুরু কাঁপিয়া উঠিল। ইভের চোখে এ অসাধারণ দীপ্তি কেন? নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপ জ্বলিয়া উঠিতেছে না ত! তাহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল।

তাড়াতাড়ি কাগজখানা ফেলিয়া সে ইভের শয্যাপার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া দুই হাতে তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া স্নেহমৃদু কণ্ঠে ডাকিল, "ইভ, বোনটি আমার, এখন ভাল বোধ কচ্ছ ভাই? আমায় কিছু বলবে?"

ইভ কথা কহিল না—তেমনই দীপ্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কেবল ঘাড় নাড়িয়া একবার সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

প্রতিমা বলিল, "কথা কইলে যদি কষ্ট হয়, তা হ'লে কয়ে কাজ নেই, এর পর -"

বেশ স্পষ্টস্বরে তাহাকে বাধা দিয়া ইভ বলিল, "কষ্ট হলেও বলতে হবে, কেন না, সময় হয়ে আসছে, হয় ত আর বলবার অবসর পাব না।"

"ছিঃ ভাই, ও কি কথা বলছ? তুমি ত সেরে আসছ, আর দু'চার দিন বাদে তোমায় আমরা পথ্যি দিচ্ছি দেখ না।"

"হুঁ, সেরে একেবারেই যাব। প্রতিমা, ইন্দুকে তুমি কি আমার চেয়েও বেশী ভালবাস?"

প্রতিমা প্রথমে কথাটা ঠিক বুঝতে পারে নাই, তাহার পর যখন সবটা তলাইয়া বুঝিল, তখন তাহার সমস্ত মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে কি জবাব দিবে, ঠিক করিতে পারিল না।

ইভ হাসিয়া বলিল, "আকাশ থেকে পড়লে, না? ভাবছ, আমি কি ক'রে জানলুম? আমায় এত ভালবাস, আর তোমাদের সব কথাটা খুলে বলতে পার নি?"

প্রতিমা ইভের একখানা হাত লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল, "কি বলব? বলবার কি আছে?"

ইভ বলিল, "নেই? বলবার অনেক আছে। তোমাদের যে বিবাহ হয়েছিল—"

প্রতিমা কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিল, "সে বিবাহ ত নামমাত্র, হয়েই ভেঙ্গে গিয়েছিল, তার পর আমাদের ত আর কোনও সম্পর্ক ছিল না। আমরা ত পরস্পর দূরে থাকতেই চেষ্টা ক'রে এসেছি।"

ইভ হাসিল; বলিল, "হুঁ, তা করেছ বটে; কিন্তু মন কি কেউ ধ'রে বেঁধে রাখতে পারে? তোমায় যে ইন্দু কত ভালবাসে, তা আমি চিল্কায় জলে ডোবার দিনেই জেনেছি।"

প্রতিমা কাতর স্বরে বলিল, "ছিঃ ভাই ইভ, এমন ক'রে মনে কষ্ট দিচ্ছ কেন? সে আমার কে, আমিই বা তার কে? সে ত তোমার, তোমার প্রতি অবিশ্বাসী হ'লে যে নরকেও তার স্থান হবে না। দেখ, কথাটা যখন পাড়লে, তখন সবই খুলে বলব। যখন আমাদের বিবাহ হয়েছিল, তখন আমি ছেলেমানুষ, দু'চার দিন দেখেছিলুম। তার পর একটা তুচ্ছ কথা নিয়ে বাবার সঙ্গে তার ঝগড়া হ'ল। ওরা বংশে খুব ভাল হলেও ছিল গরীব। বিবাহের সময় বাবা ওকে অনেক যৌতুক দিয়েছিলেন, বাড়ী-ঘর লেখা পড়া ক'রে দিয়েছিলেন। ওতে কিন্তু ওরা সন্তুষ্ট ছিল না, বরং অপমান মনে করত, ছেলেবেলা থেকেই বড় অভিমানী। এক দিন বাবাকে বললে বিলেতে পাঠিয়ে দিতে, সেখানে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবে। বাবা চটে আগুন। তিনি বল্‌লেন, তাঁর যা কিছু, সবই ত তাঁর মেয়ের, তবে বিদেশে গিয়ে পেটের ভাতের জন্যে লেখাপড়া শেখবার দরকার কি? তাঁর একটা মেয়ে—তার স্বামীকে তিনি চোখের আড়াল করবেন না। এতে ওরা খুব চটে উঠে বল্‌লে, তবে কি তাকে ঘরজামাই হয়ে থাকতে হবে? এমন জামাই হ'তে সে রাজী নয়। দু'চার কথায় খুব ঝগড়া বেঁধে উঠলো। রাগলে বাবার জ্ঞান থাকতো না, তাই তিনি খুব কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন; ওরাও রাগ ক'রে সব সম্বন্ধ ঘুচিয়ে চ'লে গেল, চাকুরী ক'রে খেতে লাগলো। তার পর ৭।৮ বছর কেটে গেছে, কোন পক্ষে কোন মিটমাটের চেষ্টা হয় নি। কাজেই ওরাও আমাদের কাছে একবারে অজানা অচেনার মতই হয়ে আছে, আমরাও ওদের কাছে

তাই। এই জন্য বলছি, তুমি যা ধারণা করেছ, তা আগাগোড়াই ভুল। যার কাছেই আমাদের কথা শুনে থাক, সে আর সব সত্যি বলতে পারে, কিন্তু শেষের দিকে যা বলেছে, তার মাথামুণ্ড কিছুই নেই।”

ইভের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিল, “সত্যি বল্‌ছ ? আমায় সন্তুষ্ট রাখবার জন্য বলছ না ?”

প্রতিমা সস্নেহে ইভের ললাটে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে বলিল, “সত্যি বলছি, ইভ, এর চেয়ে সত্যি আমি জানি না। এ জন্মে আমাদের সম্বন্ধ ঘুচে গেছে—সে এখন আমার কাছে পরপুরুষ—আমার বড় আদরের ভগিনীর স্বামী ! তুমি সেরে ওঠ ভাই—তার পর তোমরা দুজনে সুখী হও, এর বেশী সুখের কামনা আমি করি না। আমি তোমায় সুখী দেখতে পেলে যে আনন্দ পাব, স্বর্গসুখও তার কাছে কিছু নয়। এই আমার আসল মনের কথা, বুঝলে ইভ ?”

ইভ কোন জবাব না দিয়া প্রতিমার বক্ষে মুখ লুকাইয়া খানিকটা কাঁদিল, তাহার পর বলিল, “আমায় ক্ষমা কর, প্রতিমা, আমি তোমায় বুঝতে না পেরে অন্যায় সন্দেহ করেছি। তুমি যে কতখানি উঁচু, আমি ক্ষুদ্র হয়ে তা বুঝবো কেমন ক’রে ?”

প্রতিমারও নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিয়াছিল। সে তবুও আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, “ছিঃ ভাই, কাঁদে না। তুমি ভাল না হ’লে আমার কিছু ভাল লাগে না—কেঁদো না ভাই।”

ইভ আরও খানিকটা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিল, তাহার পর বলিল, "কাঁদতেই আমাদের জন্ম যে ভাই! পুরুষের কি? তারা কি বুঝতে পারে, এই এখানে—এই বুকে কি শেল হানতে পারে? এই বুকটা দুই পায়ে দ'লে কি ক'রে চ'লে যায়, তারা কি তা একবারও ভেবে দেখে? উঃ, কেন বিবাহ করেছিলুম, কেন ডান হাতে ক'রে বিষ খেয়েছিলুম!"

ইভ ডুকুরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। প্রতিমা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কেবল তাহাকে ধরিয়া বসিয়া রহিল। তাহার তখন মনে হইতেছিল কি শাস্তি বিমলেন্দুর উপযুক্ত! বিমলেন্দুর প্রতি দারুণ ক্রোধে তাহার হৃদয়টা ভরিয়া উঠিল। সরলা, একান্তনির্ভরশীলা, পতিগতপ্রাণা এই বালিকা হৃদয়ের সর্ব্বস্ব দিয়া তাহাকে ভালবাসিয়াছিল, তাহার কি এই প্রতিদান? নীচ, প্রবঞ্চক, স্বার্থপর পুরুষ—নরকেও কি তোমাদের স্থান আছে!

প্রতিমা সস্নেহে ইভের চক্ষুর জল মুছাইয়া দিল, নিজের চোখ জলে ভরিয়া উঠিলেও তাহা লুকাইয়া ইভকে কত মিষ্ট কথায়—কত আশার কথায় সান্ত্বনা দিল। প্রতিমা বয়সে ইভের অপেক্ষা ছোটই ছিল, কিন্তু সংসারের অভিজ্ঞতায় সে তাহার অপেক্ষা অনেক বড় ছিল। ইভ সাংসারিক বিষয়ে যেন এই পৃথিবীর ছিল না, বড় সরল, বড় কোমল সে,—সংসারের একটু ঝড়-ঝঞ্ঝা সে সহিতে পারিত না। প্রতিমা এই বয়সে সংসারের ভীষণ আঘাত সহ্য করিয়া আসিয়াছে, কখনও সে জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করে নাই, অথবা অপরকে সে জন্য কখনও অপরাধী করে নাই। তাহার সংযম

—তাহার সহিষ্ণুতা অসাধারণ, তাহা এ দেশের মাটিতেই—এ দেশের জল-বায়ুতেই সম্ভব হয়। ইভ কোমল গোলাপকলিকা, সামান্য উষ্ণ বায়ুর সংস্পর্শেই একবারে পরিম্লান হইয়া পড়িয়াছে। তাই এখন অসাধারণ ধৈর্য্যশালিনী মূর্ত্তিমতি সহিষ্ণুতা প্রতিমাই তাহার সান্ত্বনার উৎস হইল। উভয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। ইভ প্রতিমার গলা ধরিয়া সর্ব্বশেষে অশ্রুপ্লুতনয়নে যে কথা বলিল, তাহা প্রতিমার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মনের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া ছিল।

১৬

'আর এই ক'টা ধাপ,—বস্! তা হলেই শেষ,'—লিবঙ্গ হইতে দার্জ্জিলিংএর পথে ভুটিয়া বস্তীর প্রস্তর-সোপান অতিক্রম করিতে করিতে লেফটেনেণ্ট মরিস্ সিবরাইট তাঁহার সঙ্গিনীদিগকে উৎসাহভরে এই কথা বলিতেছিলেন। তাঁহার যে সঙ্গিনীটি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা এবং যিনি সোপান অতিক্রম করিবার কালে অত্যন্ত হাঁপাইতেছিলেন, তিনিই আমাদের পূর্ব্ববর্ণিতা ইভ রায়; অপরা লেফটেনেণ্ট সিবরাইটের নিকট-আত্মীয়া মিস্ বেল।

ইভ শরীরে সামান্য বল পাইবামাত্র দার্জ্জিলিঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে। এবার সে মিসেস্ বেলের এক অবিবাহিতা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। বেল-পরিবার দরিদ্র; সুতরাং ইভের আমন্ত্রণে মিস্ বেল সানন্দে তাহার সঙ্গিনীরূপে দার্জ্জিলিংএ

আসিতে সম্মত হইয়াছেন। তিনি ইভ হইতে বৎসর তিনেক বড়, এ জন্য কতকটা অভিভাবিকার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এ বিষয়ে ইভও স্বয়ং তাঁহাকে কতকটা কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিয়াছিল। তাহার শূন্য হৃদয়ের হাহাকারের স্বর ডুবাইয়া রাখিবার জন্য মিস্ বেল নিতান্ত অল্প অবলম্বন ছিলেন না।

ইভের মনে সান্ত্বনা দিবার আর একটি উপায় জুটিয়াছিল,—তিনি লেফটেনেণ্ট সিবরাইট। মিস্ বেল্ দার্জ্জিলিঙ্গে আসিলেই একদিন মরিসের সহিত তাঁহার পথে সাক্ষাৎ হইল। তদবধি এই সরল মুক্তপ্রাণ যুবক ইভের বাড়ীর একরূপ নিত্য যাত্রী হইয়া দাঁড়াইল। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, সেখানে তাহার প্রধান আকর্ষণ কি, তাহা হইলে বোধ হয়, তাহার উত্তর পাইতে বিশেষ কষ্ট হইত না। কারণ, এক পক্ষের মধ্যে মরিসের ধ্যানজ্ঞান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—ইভ। ইভ যে বিবাহিতা—সে যে অপরের, তাহা মরিস কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিত না। এত বালিকা-বয়সে ইংরাজ-দুহিতা কিরূপে বিবাহিতা হইতে পারে—বিশেষতঃ একটা 'নেটিভ নিগারের' সঙ্গে, তাহা সে কল্পনাতেও আনিতে পারিত না। ইভ বার বার সতর্ক করিয়া দিলেও সে প্রাণান্তে তাহাকে মিসেস্ রায় বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিত না, সে তাহাকে মিস্ রবিন্‌সন বলিয়াই ডাকিত।

ঘটনার দিন তাহারা লিবঙ্গ বেড়াইতে গিয়াছিল। ইভ তখন পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করে নাই; পূর্ণ স্বাস্থ্যের কথা দূরে থাকুক, তাহার তখন অধিক দূর পদব্রজে গমন করিবারও সামর্থ্য হয় নাই।

তাই মরিস তাহার ও মিস্ বেলের জন্য দুইখানা রিক্সা ভাড়া করিয়াছিল। ভুটিয়া বস্তীর সোপানশ্রেণী রিক্সাতে অতিক্রম করা যায় না বলিয়া এইটুকু তাহারা পদব্রজেই অতিক্রম করিতেছিল। মিস্ বেল বস্তীর লোকজনের দিকে তাকাইয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি ভীষণ এরা,—যেন নর-রাক্ষস। এদের দেখলে ভয় করে।"

ইভ হাসিয়া বলিল, "তবু মানুষ ত বটে।"

লেফটেনেণ্ট মরিস্ সিবরাইট বলিলেন, "তাও ঠিক বলা যায় না। যারা এই মাত্র কম্বল বেচতে এসেছিল, তাদের গায়ের গন্ধ কি জানোয়ারের মত না? এরা বছরে হয় ত এক দিন স্নান করে, নইলে জলের সম্পর্ক রাখে না।"

ইভ বলিল, "শুনেছি না কি এরা প্রথম যৌবনে যে কাপড় পরে, তা আর মরবার আগে ছাড়ে না। কথাটা কি সত্যি? আমার ত বিশ্বাস হয় না।"

মরিস্ বলিলেন, "হাঁ তাই। আর তা ছাড়া এরা যে রাক্ষস, তার প্রমাণও আছে।"

ইভ ও মোনা বেল একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "প্রমাণ? কি রকম?"

ইভের দিকে তাকাইয়া মরিস তখন বেশ আসর জমকাইয়া গল্প ফাঁদিলেন, "আপনারা এখানে আসবার মাসখানেক আগে এরা একটা পোষ্ট-পিয়নকে জীবন্ত পুড়িয়ে খেয়ে ফেলেছিল। এ কথা শুনেছেন কি?"

উভয়ে চমকিত হইয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ!"

মরিস পুনরায় বলিলেন, "ঘটনা সত্যি। পিয়নটা এই বস্তীতে চিঠি বিলি করতে এসেছিল। ভুটীয়ারা তার দেশ-ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বলে, "গঙ্গার দেশে।" তারা বুঝলে, কপিলা-বস্তুর কাছে। জিজ্ঞাসা করলে, 'কপিলাবস্তুর কাছে?' পিওনটা বাহাদুরী দেখাবার জন্যে বল্‌লে, 'হাঁ।' অমনি তারা ওকে ধ'রে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে তার দেহটা টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে সকলে মিলে খেয়ে ফেল্লে।"

ভয়ে ইভ ও মোনার মুখ শুকাইয়া গেল, তাহারা চারিদিকে ভয়চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মরিস তাহা দেখিয়া হাসিয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ভয় কি? আমাদের দেখলে ওরা যমের মত ভয় করে। বিশেষ আমার কাছে গুলীভরা পিস্তল রয়েছে, তা ওরা জানে।"

ইভ জিজ্ঞাসা করিল, "পিয়নটাকে খেয়ে ফেললে কেন?"

মরিস বলিলেন, "কেন বুঝলেন না? লোকটার বাড়ী বুদ্ধের দেশে গঙ্গার ধারে, কাযেই তার দেহটা পবিত্র। হাঃ হাঃ, এমন কুসংস্কার আপনারা এ দেশের যেখানে সেখানে দেখতে পাবেন।"

ইভ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "তা কুসংস্কারই বলুন আর যা-ই বলুন, ওরা সরল বিশ্বাসেই ত মানুষটাকে মেরেছিল। ওদের মত সরল বিশ্বাস আমরা কবে ফিরে পাব?"

মোনা ও মরিস সবিস্ময়ে ইভের মুখের দিকে তাকাইল। এ কি অসম্ভব প্রলাপ বকিতেছে ইভ!

মোনা বেল বলিলেন, "আশ্চর্য্য ! কি যে বল, তার মাথামুণ্ডু নেই। ওরা সরল হ'ল ? অসভ্য জঙ্গলী নিগার ?"

ইভ গম্ভীরভাবে জবাব দিল, "নাসিকা কুঞ্চন কোরো না। ওরা জঙ্গলী নিগার হ'তে পারে, কিন্তু মনের আসল কথা লুকিয়ে রেখে বাইরে অন্য ভাব দেখাতে জানে না। ওদের ভিতর বার এক। ওরা ত আমাদের মত জ্ঞানবৃক্ষের ফল খায় নি। আমাদের সভ্য শিক্ষিত সমাজে কেবল লুকোচুরি, কেবল ঢাক-ঢাক,—জঘন্য মিথ্যার আবরণে, কপটতার মোড়কে নগ্ন সত্যটাকে ঢেকে রাখার চেষ্টা !"

কথাটা বলিবার সময় ইভের মুখে চোখে একটা দারুণ ঘৃণা ও বিরক্তির ভাব স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। মরিস্ ও মোনা বিস্মিত হইল, তাহারা ইভের মধুময় কোমল প্রকৃতির কথাই জানিত, এ ভাবটা কখনও দেখে নাই।

ইভ একটা সোপানেব উপর বসিয়া পড়িয়াছিল। মরিস নতজানু হইয়া ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিতভাবে কাতর স্বরে বলিলেন, "মিস রবিনসন, কোন কষ্ট হচ্ছে কি ? ইস, আপনাকে এতটা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়ে আমি কি একটা পশুর মত কাযই করেছি !"

ইভ জবাব দিল না, কেবল তাঁহার বালকসুলভ আগ্রহোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল ; বলিল, "লেফটেনেণ্ট সিবরাইট, বোধ হয়, আপনাকে এইবার নিয়ে আজ তিনবার স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে যে, আমি মিসেস রায়, মিস রবিনসন নই।"

মরিসের মুখখানা পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি অপরাধীর মত বলিলেন, "আমায় তার জন্ম সাজা দেবেন। তবে এটাও ব'লে রাখছি, আমার দ্বারা সর্ব্বদা আপনাকে মিসেস রায় বলা ঘ'টে উঠবে না।"

ইভও সঙ্গে সঙ্গে একটু গরম হইয়া জবাব দিল, "তা হ'লে বিশেষ দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে পরস্পর সম্বোধনের অবসব যতই বিরল হয়, ততই মঙ্গল।"

স্থানটায় একটা গভীরতা হঠাৎ দেখা দিল। মরিস্ এবার যথার্থই কাতর স্বরে বলিলেন, "তা হ'লে মিস রবিনসন কি আমায় তাঁর সঙ্গসুখ হ'তে বঞ্চিত করতে চান ?"

এই সময়ে মিস মোনা বেল অবস্থাটার গুরুগম্ভীরতা নষ্ট করিয়া দিবার নিমিত্ত বলিলেন, "বাঃ, তোমরা ঝগড়া আরম্ভ ক'রে দিলে, এ দিকে বেলা যে প'ড়ে আসছে। মরিস্, রিক্সাকুলীদের ডাক। এখনও কতটা পথ যেতে হবে মনে নেই কি ?"

মরিস্ অপ্রতিভ হইয়া তীরবেগে উঠিয়া রিক্সাকুলীদের উদ্দেশে গেলেন। মোনা বলিলেন, "সত্যি ভাই ইভ, তোমার কথার ঝাঁঝে বেচারা মরিস জ্ব'লে পুড়ে উঠেছে। বুঝতে কি পার না, ও তোমায় কি ভালবাসে—তুমি যেখান দিয়ে চ'লে যাও, সেই মাটীটাকে ও পূজো করে।"

ইভ মুহূর্ত্তে চপলা বালিকার মত হইয়া উচ্চ হাসিয়া বলিল, "আমি পরের বিবাহিতা গৃহিণী,—আমার কাছে মরিস বালক, সে আমার কাছে মাতৃস্নেহ পেতে পারে, ভগিনীস্নেহ পেতে পারে,

তার বেশী চাইতে যাওয়া তার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চার ধৃষ্টতা ব'লে গণ্য হবে না ?"

মোনা চোখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "ওঃ, ভারী ত বিবাহ! একটা নেটিভ নিগার—"

মোনা আর অধিক অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। ইভের চোখ-মুখের ভাব দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন। ইভ তখন দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে, তাহার চোখ দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। সে কঠোর স্বরে বলিল, "আশা করি, ভবিষ্যতে এ সব অনধিকার-চর্চ্চা করবে না। তুমি আমার আমন্ত্রিত অতিথি, এ কথাটা যেন আমায় ভুলে যেতে দিও না। আমার স্বামী যা-ই হন, তিনি আমার স্বামী, এ কথাটা যেন সকল সময়ে মনে থাকে।"

কথাটা বলিয়াই ইভ ধীরগম্ভীর পাদবিক্ষেপ করিয়া পথে অগ্রসর হইল। তখন মরিসও রিক্সাওলাদিগকে লইয়া সেই দিকে আসিতেছিলেন। পথে এক স্থানে বৃষ্টির জল জমিয়া কাদা হইয়াছিল। ইভ কাদাটা কিরূপে পার হইবে, সেই জন্য ইতস্ততঃ করিতেছিল। মরিস এক লম্ফে উপস্থিত হইয়া ইভকে নিষেধ করিবার অবসর না দিয়াই তাহাকে একবারে দুই হাতে তুলিয়া লইয়া কাদা পার করিয়া দিলেন। সে বহনে কতখানি ভালবাসা জড়ান-মাখান ছিল, তাহা তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। যেন একটি সুন্দর পালকের মত—যেন একটি প্রস্ফুটিত শতদলের মত ইভের দেহখানি মরিস বহিয়া লইয়া গেলেন। ইভের বিস্ময় অপনোদিত হইতে না হইতেই তিনি তাহাকে রিক্সায়

বসাইয়া দিয়া এবং ভাল করিয়া 'র‍্যাগ' দিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিয়া কুলীদিগকে টানিতে আদেশ দিলেন। তখন তাঁহার গম্ভীর হুকুমে সেনানীর সগর্ব্ব কণ্ঠস্বর জাগিয়া উঠিয়াছিল। ইভ মরিসকে কিছু বলিবার অবসর পাইল না। সে কেবল তাহার গভীর ব্যর্থ প্রেমের কথা ভাবিয়া মনে কষ্ট পাইতেছিল।

১৭

ইভকে ষ্টেশনে গাড়ীতে চড়াইয়া দিয়া প্রতিমা যখন পিতার সহিত বাসায় ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মনটা যেন একটা বিরাট শূন্যতায় ভরিয়া উঠিল। সে বুঝিল, এই কয় মাসে ইভ তাহার হৃদয়ের কতখানি স্থান অধিকার করিয়াছিল। মায়াবিনী ইভ—তাহার কি মোহিনী আকর্ষণী শক্তি!

প্রতিমার আর পুরী ভাল লাগিতেছিল না। শৈল সমুদ্রতীর বড় ভালবাসিত বলিয়া পুরী ছাড়িবার নাম করিলেই কান্নাকাটি করিত, এই হেতু প্রতিমা আরও কিছু দিন পুরীতে রহিল। কিন্তু সে থাকা যেন ঔষধ-সেবনের মত। প্রাণ যাহা চাহে না, তাহা জোর করিয়া গ্রহণ করিলে কেমন লাগে?

এক দিন প্রতিমা ইভের একখানা সুদীর্ঘ পত্র পাইল। পত্র ইংরাজীতে লেখা। প্রতিমা পত্রখানি বার বার বহুবার পাঠ করিয়াও তৃপ্তি পাইল না—সে যেন পত্রের প্রতি ছত্রে ইভকে মূর্ত্তিমতী হইয়া অধিষ্ঠান করিতে দেখিল। পত্রখানির মর্ম্ম এই :—

"দার্জ্জিলিঙ।

প্রিয় ভগিনী,

তোমার মধুময় সঙ্গ ছাড়িয়া আসাতে যে কষ্ট পাইয়াছি, সে কষ্ট বড় কি আমার মনের দারুণ আঘাতের কষ্ট বড়, তাহা এখনও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। প্রথম প্রথম তোমার অভাবের কষ্টটাই আমার মনের সমস্ত স্থানটা জুড়িয়া বসিয়াছিল। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে, অন্য কষ্টটা আর সব অনুভূতিকে সরাইয়া দিয়া যেন ক্রমেই বিরাট দৈত্যের মত আবার মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে, বুঝি, সে আমাকে শেষ না করিয়া সঙ্গছাড়া হইবে না।

বোন্, তোমাদের সমাজে বা ধর্ম্মে বিবাহ কি ভাবে গ্রহণ করা হয়, জানি না। আমাদের সমাজে স্ত্রী বা পুরুষের জীবিতকালে বিবাহ একের অধিক হয় না। পুরুষের একের অধিক স্ত্রী আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। সুতরাং পূর্ব্বে আমার স্বামী বিবাহ করিয়াছেন ও সেই স্ত্রী জীবিতা আছেন, এ কথা আমি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না—আমার জীবনান্ত পর্য্যন্ত পারিব কি না, জানি না।

আমার কথা লইয়া তোমায় জ্বালাতন করিতেছি জানি, কিন্তু বোন্, তোমার সহিষ্ণুতা, তোমার অসাধারণ ত্যাগ আর আমায় প্রতি তোমার অকৃত্রিম ভালবাসাই তোমায় জ্বালাতন করিবার অধিকার আমায় দান করিয়াছে। তোমায় আমি আমার মনের

কোনও কথা গোপন করি নাই—তোমার মনের কথা জানাইলে সান্ত্বনা পাই, সুখ পাই, তাই তোমার বিরক্তিকর হইলেও জানাইতেছি। আশা করি, তোমার মধুর স্বভাব আমার এই আব্দারও সহ্য করিবে।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, তাই সমাজে থাকিতে হইলে তাহার কতকগুলা অধিকারও যেমন আছে, তেমনই দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যও আছে, না থাকিলে সমাজে শৃঙ্খলা থাকিত না। এক জন অপরের পত্নীর রূপে আকৃষ্ট, কিন্তু তাহা বলিয়া সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব এড়াইয়া সে অপরের পত্নীকে দাবী করিতে পারে না,—করিতে গেলে সে সমাজের শাসনদণ্ডে নিয়ন্ত্রিত হয়। তেমনই পরের দ্রব্যে লোভও দণ্ডনীয়। সমাজ মানুষের জন্য যে সব আইন-কানুন বাঁধিয়া দিয়াছে, তাহা মানা না মানা মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছাধীন হইতে পারে না। আজকাল য়ুরোপে ও মার্কিণে যে free thought, free love বলিয়া কথা উঠিয়াছে, তাহার অর্থ আমি খুঁজিয়া পাই না। যাঁহারা আজকাল sex-psychology লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া প্রকাণ্ড মনস্তত্ত্ববিদ আখ্যায় ভূষিত হইতেছেন, তাঁহারা দেহ ও মনকে পৃথক্ করিয়া ফেলিয়া তাঁহাদের রচনায় সমাজের নানা শৃঙ্খলাহীন দৃশ্যের অবতারণা করিতেছেন এবং দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে, ঐ সকল চিত্র natural, উহা অঙ্কিত করাই art—রচয়িতা situationটা পাঠকের সম্মুখে ধরিয়া দিবেন মাত্র, উহার পাপ-পুণ্যের দিক ফুটাইবার জন্য গুরুমহাশয়গিরি করিবেন না। আমি এই ভাবের রচনাগুলাকে পাপ বলিয়া মনে

করি, কেন না, উহা দ্বারা ভবিষ্য বংশধরদিগের দ্বারা সমাজে শৃঙ্খলা নষ্ট করিবার ভিত্তি পত্তন করিয়া দেওয়া হয়। ঠিক এই হিসাবে বিবাহিত পুরুষকে বিবাহ করাকেও আমি পাপ বলি। তুমি হয় ত বলিবে, প্রথম বিবাহ যখন নামমাত্র; তখন ইহাতে পাপ নাই। কিন্তু আমি তাহা বলি না। আমার মতে পুরুষের বিবাহিতা পত্নী জীবিত থাকিলে সে বিবাহ নামমাত্র হইলেও তাহার সহিত অন্য নারীর বিবাহ করা পাপ। হয় ত আমার এই ধারণার জন্য আমায় সেকেলে অন্ধ বিশ্বাসী বলিবে। বল, তাহাতে ক্ষতি নাই।

আমার মনের গতি যখন এইরূপ, তখন আমার স্বামীর সহিত —মিঃ রায়ের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, তাহা নিশ্চিতই বুঝিতে পারিতেছ। তোমায় যখন সব কথাই খুলিয়া বলিব বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছি, তখন কিছুই লুকাইব না। মিঃ রায় ও আমি একত্র বাস করি বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। পরিচিত বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজন যেমন একত্র বাস করে, আমাদের একত্র বাসও ঠিক সেই প্রকৃতির। দু'জনে কাছে থাকিয়াও আমরা দু'জনে দু'জন হইতে বহু দূরে আছি, এমন দূরে বোধ হয় তোমাতে ও মিঃ রায়েতেও নাই।

তবে আমাদের এই মিলনের মধ্যে বিচ্ছেদের কথা ঢাক পিটিয়া জানাইতেছি না—সে প্রবৃত্তিও নাই। বাহিরের লোক এখনও জানে না,—কি দুর্ভেদ্য প্রাচিরের ব্যবধান আমাদের এই দুই জনের মধ্যে মাথা 'ঝাড়া' দিয়া উঠিয়াছে!

কিন্তু—কিন্তু কি বলিব, কথা ত ফুরায় না। মিঃ রায়—আমার স্বামি, তাঁহাকে যতই দূরে রাখি, যতই পরিচিত বন্ধুর মত তাঁহার

সহিত ব্যবহার করি,—চেষ্টা করিয়াও ত তাঁহাকে ভুলিতে পারি না। মনে করি, হৃৎপিণ্ডটা উপাড়িয়া ফেলি, কিন্তু সে মূর্ত্তি যে উহার সহিত জড়ান-মাখান। এ আমার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি! আপনাকে একবার বিলাইয়া দিলে আর যে ফিরাইয়া পাওয়া যায় না, তাহা ত জানিতাম না!

সর্ব্বনাশ! এক একবার মনে হয়, যথার্থ ই সর্ব্বনাশ। কিন্তু পরক্ষণেই ভুলিয়া যাই যে, উহা সর্ব্বনাশ। এ সর্ব্বনাশেও যে এত সুখ, এত সান্ত্বনা, তাহা ভুক্তভোগী হইয়াও বুঝিতেছি। আত্মায় আত্মায় যে দেখা-শুনা, মিলা-মিশা, ভালবাসা, তাহার সঙ্গসুখ যে সর্ব্বনাশের মধ্যেও তৃপ্তি, শান্তি আনিয়া দেয়, তাহার তুলনায় এ জগতে কি আছে?

দুই দিকে দুই সূত্র আমার জীবনের গতির উপর আকর্ষণের প্রভাব বিস্তার করিতেছে,—কোন্ দিকে যাই? বলিয়া দাও ভগিনি, এ সঙ্কটে আমার কর্ত্তব্য কি? মন যাহা আঁকড়িয়া ধরিতে চাহে, বিবেক তাহা দূরে ফেলিয়া দিতে চাহে; বলিয়া দাও, আমার কর্ত্তব্য কি?

যে অবস্থায় আছি, যে সংশয়-দোলায় দুলিতেছি, তাহাতে হয় ত আর অধিক দিন তোমার ভগিনী তোমায় প্রশ্ন তুলিয়া জ্বালাতন করিবে না। ঘোর অন্ধকার, পথ নির্ণয় করিতে পারিতেছি না, কত বিপথে গিয়া মন ক্ষতবিক্ষত হইতেছে, তাহা কি জানাইব? মন ক্ষত-বিক্ষত হইলে দেহ ভাল থাকিবে কিরূপে? অন্ধকার সমুদ্রে সাঁতার দিতেছি, হাবুডুবু খাইতেছি, কূল পাইতেছি না।

যেমন সমাজের আর পাঁচ জনে করে, তেমনই করিয়া ভিতরে আঘাতের উপর আঘাত খাইয়াও প্রাণপণে মুখে হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছি—আমার ভিতর ও বাহিরকে পৃথক্ করিয়া ফেলিয়াছি। যাহা পূর্ব্বে আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতাম, তাহাই জীবনে অভ্যাস করিতেছি। আমাদের society paperএ প্রায়ই পড়ি, অমুক লোক পত্নী থাকিতেও আরও তিন চারিটি নারীর সঙ্গভোগ করে, অথচ সমাজ জানিয়া শুনিয়াও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকে,—প্রকাশ্য সমাজের শৃঙ্খলা ভঙ্গ না করিলেই হইল! তোমাদের সমাজেও শুনিয়াছি. লোক হোটেলে খানা খায়, সমাজ তাহাকে কিছু বলে না, কিন্তু প্রকাশ্যে সেই লোক বিদেশযাত্রা করিলে তাহার জাতি যায়। অর্থাৎ আবরণ রাখিয়া যাহা কর, তাহাই সমাজে চল্. আর সব অচল্। আমিও তেমনই আবরণ দিতে শিখিতেছি। প্রাণ পুড়িয়া খাক্ হইয়া গেলেও আর স্বামীর সহিত পূর্ব্ব-সম্বন্ধ রাখিব না, কিন্তু সব চুপে চুপে—আবরণের অন্তরালে, বাহিরের জগৎ যেন ঘুণাক্ষরে কিছু না জানিতে পারে।

বুঝিলে কি বোন্, কত দূর নামিয়াছি? এক পাপ পুষিয়া রাখিতে গেলে তাহার মূল্য কত দিতে হয়, তাহা এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি।

আশা করি, তোমরা ভাল আছ। তোমার শ্রদ্ধেয় পিতা ও আদরের শৈল বেশ মনের সুখে আছেন ত? তুমি পুরীতে আর কত দিন থাকিবে? তোমার কথামত আমি তোমার ঠিকানা আর কাহাকেও জানাইব না। যেখানেই থাক, আমায় জানাইও,

আর কেহ জানিতে পারিবে না। যে দিন জগতের দেনা-পাওনা মিটাইয়া চলিয়া যাইব—তাহার বোধ হয় অধিক বিলম্বও নাই—সেই দিন তোমায় আমার বড় দরকার। তাই তোমার ঠিকানা জানাইও, কি জানি কখন্ দরকার হয়। ভগিনী, তোমার ভালবাসার ইভের এই একটিমাত্র অনুরোধ রক্ষা করিও, যেন পরপারে যাইবার আগে একটি বার তোমায় আমায় দেখা হয়। ইতি—

অভাগিনী ইভ।”

প্রতিমা বহুক্ষণ ধরিয়া চিত্রপুত্তলিকাবৎ পত্রখানি করপুটে ধারণ করিয়া বসিয়া রহিল। সে তখন কত কি ভাবিতেছিল, তাহা কে বলিবে? সে যখন বাহিরের জগতে ফিরিয়া আসিল, তখন শুনিল শৈল বলিতেছে মাঠের মা ঠাক্রুণ আসিয়াছেন, তাহাকে ডাকিতেছেন।

প্রতিমা ত্রস্তে উঠিয়া শৈলর অনুসরণ করিল, মাতাজীর সমীপবর্ত্তিনী হইয়া নতমস্তকে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া পার্শ্বে উপবেশন করিল। স্বর্গদ্বারে এক মঠে মাতাজীর সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার মধুর চরিত্রে ও উপদেশে প্রতিমা কিছু দিন হইতে মুগ্ধ হইয়াছিল।

মাতাজী সহাস্যাননে বলিলেন, “কি দোষ করেছি মা, আজ ক’দিন আমার ওখানে একবারও যাওনি?”

প্রতিমা সলজ্জভাবে বলিল, “বড় ঝঞ্ঝাটে প’ড়ে গেছলুম মা, ইভকে পাঠিয়ে দিয়ে তবে একটু হাঁফ ছাড়তে পেরেছি।”

"ইভ কে? ওঃ, সেই ইংরাজের মেয়েটি বুঝি? আহা, খুব ভাল মেয়ে। আমি বলছি, ও শাপভ্রষ্ট হয়ে ওদের ঘরে জন্মেছে। তবে এও ব'লে রাখছি, ওর অদৃষ্টে সুখ নেই।"

"কেন মা, এখন দিন কতক রোগে ভুগছে ব'লে কি ওর অদৃষ্টে ভবিষ্যতেও সুখ নেই?"

"না মা, তার জন্মে নয়, ওর ক'টা লক্ষণ দেখে বুঝেছি, এই অল্পবয়সেই ওকে বড় মনকষ্ট পেতে হবে, দেহও ভাল থাকবে না। কি করবে বল, যার যা লেখা আছে।"

"হাঁ, মা, আমাদের যা যা হবে, তা যদি আগে থাকতেই লেখাপড়া থাকে, তা হ'লে মানুষ হয়ে চেষ্টা করবার দরকার কি— 'যা আছে কপালে' ব'লে গা ভাসিয়ে চ'লে গেলেই ত হয়, আর তা হ'লে পাপ-পুণ্যেরও ধার ধারতে হয় না।"

"ছি মা, এত বুদ্ধিমতী হয়ে তুমি বিধাতার বিধানটাকে এমনই সোজা কথায় উড়িয়ে দিতে চাও? ও বিষয়ে কথা কইতে গেলে অনেক তর্ক আছে। সে এক দিন অবসর বুঝে হবে। আপাততঃ একটা কথা ব'লে রাখি। বিধাতা বিধান দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে হিতাহিতজ্ঞান দিয়েছেন—দুটোর মধ্যে দেনা-পওনা ঠিক ক'রে নিয়ে কায ক'রে যাও, ইহজন্মে ত ভাল হবেই, পরকালেরও কায গুছুতে পারবে। যাক্, তুমি আমার মঠের সদাব্রতের কি ব্যবস্থা করলে মা? আমি যে তোমার মুখ চেয়ে রইছি।"

"কেন মা, তার জন্মে ভাবনা কি? সে সব ত ঠিক হয়েই আছে। আপনি যে দিন ইচ্ছে করবেন, সদাব্রতের জন্মে ঘর-

দুয়োর আরম্ভ ক'রে দিতে পারেন। আর মাসে মাসে যা খরচা, তার জন্যে আপনার নামে ব্যাঙ্কে টাকা ত দিয়েই রেখেছি।"

"বেঁচে থাক মা! জন্ম-এয়োস্ত্রী হও, মাথার সিঁদুর, হাতের নোহা অক্ষয় থাকুক। কি মা, অমন ক'রে বিমর্ষ হয়ে রইলে কেন? ভাবছো, বুড়ী যা বলছে, তোমার মন যোগাবার জন্যে বল্‌ছে। তোমার কাছে দাঁও মেরে খোসামোদ করছে? না মা, তা না। এই বুড়ী যে তোমার ভবিষ্যৎ সব চোখের সামনে জলজ্যান্ত দেখতে পাচ্ছে। সব ফিরে পাবে মা, সব ফিরে পাবে, তবে দু'দিন আগে আর পিছে।"

"সব ত জানেন, মা!"

"জানি। জানি বলেই বল্‌ছি, সব ফিরে পাবে, তোমার মত সতীলক্ষ্মীর মনে ভগবান্ কি চিরদিন কষ্টের রেখা টেনে দিয়ে রাখবেন? মনেও ভেবো না।"

"ইভ ত সতীলক্ষ্মী।"

"পাঁচ শ বার। কিন্তু ওর পূর্ব্বজন্মের যতটুকু সুকৃতি, তার বেশী ফলভোগে ত ওর অধিকার নেই। এ জন্মে যে কায ক'রে গেল, আসছে জন্মে আবার তার ফল উপভোগ করবে। এমন যাওয়া-আসা অনেকবার করলে পরে ওর কাম্যফলও মুঠোর মধ্যে পাবে। তখন একে আর অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে অকালে চ'লে যেতে হবে না।"

প্রতিমা চমকিত হইয়া বলিল, "কি বলছেন মা? ইভ, ইভ, আমার বড় আদরের ইভ—"

মাতাজী হাসিয়া বলিলেন, ''আদরের জিনিষটিকে কি কেউ ধ'রে রাখতে পারে? সময় হ'লে রাজার বেটাকেও ডাকে সাড়া দিতে হয়—সব আদর ছেড়ে ত তাকে যেতে হয়। ইহজন্ম পরজন্ম মান ত? তুমি হিঁদুর মেয়ে, তোমাকে বোঝাতে হবে না। তোমার প্রথম জীবনের এই কষ্ট কি পূর্ব্বজন্মের ফল নয়? না হ'লে এ জন্মে তুমি এমন কিছু করনি--যাতে এই জ্বালা তোমায় সইতে হচ্ছে।"

প্রতিমা হঠাৎ অশ্রুমোচন করিয়া মাতাজীর পা দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা গো, আমায় আপনার পায়ে নিন –"

মাতাজী বিস্মিত হইলেন। স্বভাবতঃ গম্ভীরপ্রকৃতি প্রতিমা ত সহজে কাঁদে না। তাহার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "সময় হলেই নেব। তোমার যে সংসারে এখনও অনেক কর্ত্তব্য রয়েছে মা। এক দিন স্বামি-পুত্র নিয়ে আমারই আশ্রমে কত আনন্দে পূজো দিতে আসবে।"

প্রতিমা আবার গম্ভীর হইয়া বলিল, ''না মা, আমি সে সুখ চাই না। ইভের সুখ বলি দিয়ে আমার স্বার্থ যে দিন সাধতে ইচ্ছে হবে, তার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়।" দরবিগলিত ধারে প্রতিমার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

মাতাজী উঠিলেন, প্রতিমার মাথাটা বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "এই গুণেই ত আমায় এত বশ করেছিস মা। আশীর্ব্বাদ করি, তোর সাধনা সফল হোক। আর আশীর্ব্বাদ করি, যেন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে তোরই মত মেয়ে জন্মগ্রহণ করে।"

মাতাজী চলিয়া গেলেন। প্রতিমা বহুক্ষণ তাঁহার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া অন্যমনে কি ভাবিতে লাগিল। তাহার পর দুরন্ত শৈল যখন বাহির হইতে খেলা ফেলিয়া ভিতরে আসিয়া ডাকিল, 'চল না মা, বেলা হয়নি, নাবে খাবে না?' তখন সে উঠিয়া স্নান করিতে গেল, কিন্তু তখনও তাহার মনের মধ্যে মাতাজীর একটা কথা খুব জোরেই তোলাপাড়া করিতেছিল— "সব ফিরে পাবে মা, সব ফিরে পাবে।" অসম্ভব, অভাবনীয়, অচিন্তনীয় এ কথা! গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিলে গাছ কি কখনও আর প্রাণ পাইয়া থাকে?

১৮

"এর জন্যে এই শাস্তি—চিরজীবনই এই শাস্তি বইতে হবে? ইভ, এর চেয়ে আমায় মৃত্যুদণ্ড দাও না কেন,—"অত্যন্ত কাতর স্বরে বিমলেন্দু ইভকে এই কথা কয়টি বলিল।

ইভ মনে যাহাই ভাবুক, প্রকাশ্যে কঠিন পাষাণের মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল, কোন জবাব দিল না।

বিমলেন্দু আবার বলিল, "ক্ষমাও কি নেই? ইভ, তুমি এত নিষ্ঠুর হ'তে পার, তা ত আমার জানা ছিল না।"

ইভও ঠিক ওজনে বলিল, "তুমিও যে এত বড় ভণ্ড প্রতারক হ'তে পার, তাও ত আমার জানা ছিল না।"

"ও কথা ত অনেকবার হয়ে গেছে। বলেছি ত, আমার অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা কর। এই তোমার হাতে ধ'রে বার বার মিনতি ক'রে বলছি, আমায় ক্ষমা কর।"

"কেন, ক্ষমা ত করেছি, তোমায় আমায় যে সম্বন্ধ, তা ত অক্ষুণ্ণ রেখেছি।"

"কি সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রেখেছ, ইভ ? আমায় কি ব'লে ভোলাচ্ছ ?"

"কেন, দেহের সম্বন্ধ না রাখলে কি মানুষের সকল সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায় ?"

"তুচ্ছ দেহের সম্বন্ধ—সে ত ইতর পশুপক্ষীর মধ্যেও ক্ষণে হচ্ছে, ক্ষণে ভেঙ্গে যাচ্ছে। আমি তার কথা বলছি না।"

"তবে, তবে কিসের কথা বলছ ? কি শাস্তি দিয়েছি আমি ?"

"যার অধিক শাস্তি জগতে নেই। তুমি মন থেকে আমায় বিদায় দিয়েছ। যে আত্মার ক্ষুধার চেয়ে বড় ক্ষুধা নেই, তাই তুমি আমার মধ্যে অহরহ জাগিয়ে রেখেছ—সামনে সুধার সমুদ্র অথচ তা হ'তে' আমায় নির্ব্বাসিত ক'রে রেখেছ ! এর চেয়ে আমায় কি শাস্তি দিতে পার ? দিনে দিনে পলে পলে এমন ক'রে মারার চেয়ে আমায় একবারে মৃত্যুদণ্ড দিলে কি ভাল করতে না ?"

ইভ তখনও কঠিন, তখনও পাষাণ। যথাসম্ভব কণ্ঠ দৃঢ় করিয়া বলিল, "কেন, দুজনে আমাদের মেলামেশার কিছু

অভাব হয়েছে কি? কেউ কি ঘুণাক্ষরে বুঝতে পেরেছে যে, আমাদের মধ্যে কোন ব্যবধান জেগে উঠেছে? তবে?"

বিমলেন্দু এইবার সত্যই ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। সে দুই হাতে ইভের একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ইভ—ইভ—সত্যই কি তুমি আমার জীবনের স্বপ্ন ইভ? না, আর কেউ ইভের রূপ ধ'রে আমায় ছলনা করছে? উঃ, এত কঠিন, এত নির্দ্দয় তুমি হ'তে পার? আমি কি বুঝি না, আমি কি জানি না—তোমার কি পরিবর্ত্তন হয়েছে? ইভ, ইভ! তুমি যে আমায় বই জানতে না—তোমার প্রতি কথায়, প্রতি অঙ্গভঙ্গীতে যে আমার প্রতি ভালবাসা ফুটে উঠত। তুমি কি ছলনা ক'রে আমায় ভুলিয়ে রাখবে?"

বিমলেন্দু বালকের মত ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল; বলিল, "ইভ, ইভ! আমার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে, আর কষ্ট দিও না। বল, কি করলে আবার যেমন ছিল, তেমনই হয়?"

ইভের সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়া উঠিল, চক্ষু ছল-ছল করিল, তখন তাহার দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা সর্ব্বস্ব-দেওয়া আপনহারা ভালবাসার ভাব ফুটিয়া উঠিল যে, যদি বিমলেন্দু সেই মুহূর্ত্তে তাহার ক্রোড়ে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া না থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চিতই তাহা দেখিতে পাইত এবং দেখিতে পাইলেই বলপূর্ব্বক ইভকে বক্ষে চাপিয়া ধরিত, আর তাহা হইলেই এইখানেই আখ্যায়িকা শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু বিধিলিপি অন্যরূপ, ইভের সেই আপনাকে হারাইয়া দেওয়া বিমলেন্দু লক্ষ্য করিল না—মিলনের মহা সুযোগ মুহূর্ত্তে অতীত হইয়া গেল।

তথাপি কথা কহিবার সময়ে ইভের কণ্ঠ ভাবাবেশে বাষ্পরুদ্ধ হইয়া উঠিল, সে গদ্‌গদকণ্ঠে বলিল, "কি চাও ইন্দু? এই দেখ—ক্ষীণ দেহলতা, এই দেখ—শীর্ণ হাত, শীর্ণ পা, এই অকর্ম্মণ্য দেহ নিয়ে তুমি কি করবে? তার চেয়ে আমার মৃত্যু প্রার্থনা কর—আর ত বেশী দিন নয়? তার পর তোমারও মুক্তি, আমারও মুক্তি। তখন ত তোমায় কেউ জ্বালাতন করতে আসবে না।"

বিমলেন্দু তীরবেগে উঠিয়া কঠোর পরুষকণ্ঠে বলিল, "তা হ'লে ক্ষমা করলে না? ভিক্ষে চাইলুম, দূর ক'রে দিলে? বেশ, তাই হোক। জান ইভ, তোমার জন্তে আমি আমার জীবনের মূলনীতিতেও পদাঘাত করেছি? এক দিন যার জন্তে আমি নির্দ্দোষ পত্নীকে প্রত্যাখ্যান ক'রে নিষ্ঠুর বর্ব্বরের মত চ'লে এসেছি, তোমার জন্তে আমি তাও বিসর্জ্জন দিয়েছি, আমি আত্মসম্মানকে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে তোমার অন্নদাস হয়ে বাস করছি—এর চেয়ে আমার অধঃপতন আর কি হ'তে পারে? কেন করেছি, জান কি? তোমায় ভালবাসি ব'লে। তুমি আমার জন্তে অনেক ত্যাগ করেছ, তাই আমিও তোমার জন্তে প্রতিদানে এই ত্যাগ করছি, তা নয়, যথার্থই তোমায় ভালবাসি ব'লে। আমিও ত তোমায় স্পষ্টই বলেছি, আমার পুর্ব্বের নেশা কেটে গেছে। ইভ, তাই তোমায় বলতে এসেছিলুম, এখন তোমায় হারাবার ভয় আমার সব চেয়ে বড় ভয় হয়েছে। প্রতিমার প্রতি অবিচার করেছি, তার জন্তে অন্তরে তুষানল জ্বলেছে। কিন্তু তার প্রতীকারের

উপায় নেই। তার উপরে তোমার ভালবাসা হ'তে যদি বঞ্চিত হই, তা হ'লে আমার বেঁচে সুখ কি ?"

ইভ কথাগুলি বেশ মনোযোগ দিয়া শুনিল, তাহার পরে ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "তোমাদের বাঙ্গালী পুরুষরা কথায় কথায় এত মরবার অভিনয় করে কেন, বলতে পার? যেন মেয়েমানুষের মত! কথায় কথায় বেঁচে সুখ নেই। এটা কি পুরুষের যোগ্য কথা হ'ল ? প্রতিমার প্রতি অবিচারটা যাতে শুধরে নিতে পার, তার উপায়ই ত করছি। এর জন্যে বরং আমায় ধন্যবাদ দেবে, না উল্‌টে অনুযোগ করছ ? বাঃ, বেশ ন্যায়বিচার ত !"

বিমলেন্দু ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া বলিল, "না, আমি যা বলব, তার অন্য অর্থ করবে, এ অবস্থায় আমার কোন কথাই বলা মিথ্যে। তা এ রকম ক'রে পলে পলে পুড়িয়ে মারার চাইতে একেবারে একটা হেস্ত-নেস্তই ক'রে ফেল না। বল, আমায় এর উপরে আর কি শাস্তি দিতে চাও ? দেখি, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি দিয়ে করতে পারি।"

ইভ মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমি—আমি তোমায় শাস্তি দেব ? এ কি কথা ? তুমি পুরুষমানুষ, আমি অবলা, তোমার আশ্রিতা, আমি তোমায় কি শাস্তি দেব ?"

বিমলেন্দু বিষম উত্তেজিত হইয়া বলিল, "ইভ, তুমি এই পাহাড়ের চেয়েও কঠিন, তোমার কি এতটুকু দয়াও নেই ? আমি প্রতারণা করেছি, তা স্বীকার করছি, কিন্তু,—কিন্তু তোমায় বিবাহ করবার পর ত তোমায় ছাড়া আর কারুর—"

ইভ দাঁড়াইয়া উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "মিথ্যা কথা। প্রতারক! তুমি কেবল প্রতারণা কর নি, বিশ্বাসঘাতকতাও করেছ। মনে কি নাই, তুমি নিজের মুখে স্বীকার করেছ, প্রতিমাকে প্রেমের কথা বলেছিলে? সে কবে? আমায় বিবাহ করবার পরে নয় কি? বিশ্বাসঘাতক!"

বিমলেন্দু দুই হস্তে মাথা চাপিয়া ধরিয়া সোফার উপর বসিয়া পড়িল, তাহার মুখখানা পাংশুবর্ণ ধারণ করিল।

ইভ এতক্ষণে স্থির হইল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর ধীরে ধীরে বিমলেন্দুর পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল। পরে বিমলেন্দুর একখানা হাত আপনার হাতের মধ্যে লইয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিল, "ইন্দু, ডার্লিং! ভুলতে দাও, সময় দাও। যে আঘাত করেছ, তার দাগ সহজে মুছে যাবার নয়। তুমি কি ভাব, এই দাগ মিলিয়ে না গেলে, এই দাগ থাকতে তোমায় আমায় আবার যা ছিল, তাই ফিরে আসবে? সে ভাণ মিলনে কি ফল হবে? তার চেয়ে আমায় সময় দাও, ভুলতে দাও, দাগটা মুছে যেতে দাও। যে ব্যবস্থা করেছি, অনেক বুঝে করেছি। কেবল লুকোচুরি, কেবল প্রতারণা। লোককে জান্‌তে দাও, আমরা যা ছিলুম, তাই আছি। বাইরে হাসি দেখাও, ভেতরে অন্তর পুড়ে গেলেও বাইরে হাসি আন। কেবল ভাণ, কেবল লোক-দেখান। তার পর ক্রমে ক্রমে অতীতের আঘাতের দাগ ধুয়ে মুছে ফেলতে দাও। হয় ত আবার যা ছিল, তাই ফিরে আসবে। না আসে, এই দেহ ক্ষয় হয়ে যাবে, তুমি আবার নতুন ক'রে সংসার সাজিয়ে নিও। হয় ত তাই হবে। কি বল?"

বিমলেন্দু নতমস্তকে নীরবে বসিয়া রহিল। ইভ আবার বলিল, “আমায় খুবই কঠিন ভাবছ, না ইন্দু? কিন্তু ডার্লিং, জেনে রেখো, তোমার প্রতি আমার ভালবাসা এক বিন্দুও হ্রাস না হলেও আমি সে ভালবাসায় এত অন্ধ হই নি যে, কর্ত্তব্য হ'তে বিন্দুমাত্র বিচলিত হব। আমার মন বলছে, প্রকৃত ভালবাসা কখনও অনাদরে মলিন হয় না। তার পরীক্ষা আছেই। সেই পরীক্ষার অগ্নিতে শুদ্ধ হ'লে তা শতগুণে উজ্জ্বল হয়ে শোভা পায়। আমাদের সেই পরীক্ষা উপস্থিত হয়েছে। এতে তোমার ময়লাও কেটে যাবে, আমারও সংশয়-সন্দেহ দূর হয়ে যাবে। তাইতে কাছে থেকেও দুজনে দূরে থাকবার ব্যবস্থা করেছি। একে শাস্তি ব'লে মনে করছ কেন? বেশী বলব না, কেবল এইটুকু জেনে রেখো, আমি নারী হয়ে এই পরীক্ষা যদি সহ্য করবার ক্ষমতা রাখি, তা হ'লে তুমি পুরুষ হয়ে তা পারবে না?—অবশ্যই পারবে। এখন বুঝলে? আর যদি আমায় যথার্থ ভালবাস, তা হ'লে তার পরীক্ষা দাও—আমার অন্ন পরের অন্ন ব'লে মনে কোরো না—এ ত তোমারই। তুমি আমার সর্ব্বস্ব, তা কি এত দিনেও বুঝতে পার নি? যাও, আমাদের চা-বাগানের ছ মাসের রিপোর্ট এয়েছে, সেটা ভাল ক'রে দেখ গিয়ে।”

কথাটা বলিয়াই ইভ আদর করিয়া বিমলেন্দুকে ঠেলিয়া দিল। বিমলেন্দু আজ প্রায় ছয় মাসের মধ্যে ইভকে এত হর্ষোৎফুল্ল দেখে নাই। সে তাহার চোখে-মুখে একটা গভীর ভালবাসার ভাব ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া আপনার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল। পাছে

এই ভাব আবার ভাবান্তর ধারণ করে, এই আশঙ্কায় সে ত্বরিতপদে বাহিরে চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে ইভ কিছুক্ষণ প্রেমপুলকিত দৃষ্টিতে তাহার চলন্ত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর প্রেমপরিপূরিত উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বলিয়া উঠিল, "ও আমার ডার্লিং, আমি তোমায় শাস্তি দেব? আমি তোমার পায়ের তলার কীটাণুকীট, তোমার পায়ের কাঁটা আমি বুক দিয়ে তুলতে পারি, আমি তোমায় শাস্তি দেব?"

ইভ অনেকক্ষণ অনন্যমনে একই স্থানে বসিয়া রহিল। ইহার মধ্যে লেফটেনাণ্ট মরিস যে কখন আসিয়া সেই কক্ষের একখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। যখন তাহার দিবা-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল, তখন চমকিত হইয়া বলিল, 'এ কি, লেফটানেণ্ট মরিস, আপনি? আপনি কতক্ষণ এসেছেন? মোনা কোথায়? সে কি মিঃ ডেনিসের এক্স্‌কার্সান পার্টিতে গেছে?"

মরিস বলিল, "তা ত জানি না। তাই সম্ভব। যাক্, আমি এমনই অবসর খুঁজছিলাম। আপনাকে আজ যে এখন একা পাবার সৌভাগ্য লাভ করতে পেরেছি, এ জন্য অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনি কি এখন বিশেষ ব্যস্ত আছেন?"

ইভ ঈষৎ বিচলিত হইল, বলিল, "না, কেন?"

কোনও ভূমিকা না করিয়াই মরিস ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি কষ্ট, আমায় বলবেন না? এমন ক'রে

মনের কষ্ট গোপন ক'রে অসহ্য যাতনা পাচ্ছেন কেন? কিসে আপনার এ কষ্ট দূর হবে?"

ইভ প্রথমে একটু বিস্মিত হইয়াছিল, তাহার পর হাসিয়া বলিল, "আমার কষ্ট? কৈ, কিছু না ত?"

মরিস হঠাৎ ইভের একখানি হাত ধরিয়া যেন সমস্ত প্রাণটা কথার ব্যাকুলতার মধ্যে পূরিয়া বলিল, "মিস রবিনসন, আপনি আমার কাছে কি লুকোবেন? আপনার কোন্ মনের ভাবটা আমার কাছে গোপন থাকে? আমি দূর হ'তে সামান্য একটা চিহ্ন দেখতে পেলেই ব'লে দিতে পারি, আপনি কি ভাবছেন, কোন্ পথ দিয়ে চ'লে গেছেন—"

ইভ তখনও হাসিতেছিল, হাতখানি ধীরে ধীরে মরিসের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া বলিল, "উঃ, তা হ'লে আপনার ঘ্রাণশক্তি ত অদ্ভুত, লেফটানেণ্ট সিবরাইট!"

মর্ম্মাহত হইয়া মরিস বলিল, "তামাসা করবেন না।"

ইভ তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিল, "তামাসা কেন বীরপুরুষ? একটা মেয়েমানুষের গতিবিধির দিকে লক্ষ্য রেখে ইংরাজ সেনানীরা কাল হরণ করতে অভ্যস্ত হয়েছেন কত দিন?" তাহার কথার অন্তরালে তীব্র বিদ্রূপের কশাঘাত ছিল।

লেফটানেণ্ট সিবরাইট উত্তরোত্তর আহত হইয়া হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি এইবার অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "যতই কথা চাপা দাও ইভ, নিজের মনকে ফাঁকি দিতে পারবে না। তুমি কি ভাব, তুমি আর পাঁচজনের কাছে লুকুতে

চেষ্টা করলেও তোমাদের স্বামি-স্ত্রীর ব্যবহার কেউ জানতে পারছে না? সেই ব্রুটটা—"

ইভ দাঁড়াইয়া উঠিল, তাহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ। সে কর্কশ পুরুষ কণ্ঠে বলিল, "জানেন লেফটানেণ্ট, যাকে ব্রুট বলতে আমার সামনে লজ্জা বোধ করলেন না, যার বাড়ীতে ব'সে আপনি তাকে ইতরের ভাষা প্রয়োগ করতে সঙ্কুচিত হচ্ছেন না, তিনি আমার স্বামী? বোধ হয়, তাঁর সামনে ব'সে এ কথা বলতে আপনার মত বীরপুরুষের সাহসে কুলাত না।"

মরিস সকাতরে বলিল, "ভুল বুঝছো ইভ, আমি তার সামনেও এক দিন এ কথা বলতে কুণ্ঠিত হই নি। জান কি, এক দিনের ঘটনা। এক দিন তাকে নির্জ্জনে পেয়ে আমি তোমার কষ্টের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলুম, সে অবজ্ঞাভরে জবাব দিতে চায় নি। তার পর ক্রোধে জ্ঞানহারা হয়ে তাকে লক্ষ্য ক'রে পিস্তল তুলেছিলুম। কিন্তু আশ্চর্য্য! সে নেটিভ হলেও বিন্দুমাত্র ভয় পায় নি, নিশ্চল হয়ে ব'সে থেকে প্রতি মুহূর্ত্তে মরণের প্রতীক্ষা করেছিল। আশ্চর্য্য তার সাহস! আমার হাত থেকে পিস্তল প'ড়ে গিয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তার মরতে ভয় নেই কেন? সে বলেছিল, সে মরণই চায়, কেন না, তার বেচে সুখ নেই। তার পর সে বলেছিল, তারই অত্যাচারে সে তোমার ভালবাসায় বঞ্চিত হয়েছে, তাই তার বাঁচতে ইচ্ছে নেই।"

ইভ ক্ষণকাল নীরবে বসিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "লেফটানেণ্ট সিবরাইট, আপনি ইংরাজ, ভদ্রসন্তান।

বলতে পারেন, পরের পারিবারিক জীবনের রহস্য জানবার আপনার কি অধিকার আছে? কোন্ অধিকারের বলে আপনি আমাদের স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধের কথা জানতে চান?"

উন্মত্তের মত মরিস বলিল, "ভালবাসার অধিকারে। ইভ, ইভ, ডার্লিং! আর চেপে রাখতে পারলুম না। যে ভালবাসার আদি অন্ত নাই, যে ভালবাসা মাপকাঠীতে মাপা যায় না, সেই ভালবাসার জোরে। ইভ, জান না কি, বুঝতে পার না কি, তোমায় আমি কত ভালবাসি? আমি যখন তোমার ঐ সুন্দর চোখে কাতরতা দেখি, যখন তোমার ঐ সদ্যঃ-প্রস্ফুটিত গোলাপের মত সুন্দর মুখখানিতে বিষাদের রেখা ফুটে উঠতে দেখি, তখন আমার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যায়। কি করলে তুমি সুখী হও—তোমার ঐ মধুমাখা মুখে আবার হাসি ফুটে ওঠে!" আগ্রহের আতিশয্যে মরিস্ আবার ইভের হাতখানি চাপিয়া ধরিল।

ইভ প্রথমটা সামান্য একটু অভিভূত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে মুহূর্তকাল মাত্র। তাহার পর আবার হস্ত মুক্ত করিয়া বলিল, "লেফটানেণ্ট সিবরাইট! ভুলে যাচ্ছেন কি, কাকে কি সম্বোধন কচ্ছেন? ভুলে যাচ্ছেন কি, আমি অপরের বিবাহিতা পত্নী? ভুলে যাচ্ছেন কি, আপনি ভদ্রসন্তান, ইংরাজ সেনানী? যদি ভুলে গিয়ে থাকেন এ সব, তা হ'লে আমাকেও অতিথির সম্মান ভুলে যেতে হবে, হয় ত বাধ্য হয়ে এই মুহূর্তে আপনাকে এই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। সে অশিষ্টাচার হ'তে আমায় রক্ষা করবেন

কি ? অন্ততঃ এক জন ভদ্রলোকের কাছে আমি এ আশা করতে পারি।” ইভের চোখে মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল।

মরিস এতটুকু হইয়া গেল। তাহার ললাটে সেই পাহাড়ের শীতেও স্বেদবিন্দু ঝরিয়া পড়িল, সমস্ত শরীর গভীর উত্তেজনাবশে আগুনের মত গরম হইয়া উঠিল। সে কিছু বলিবার মত খুঁজিয়া পাইল না। তখন ইভ তাহার অবস্থা দেখিয়া, দুঃখিত হইয়া মধুর কণ্ঠে বলিল, “মরিস, ভাই, বন্ধু! তোমার বন্ধুত্ব হ’তে আমায় বঞ্চিত কোরো না। আমরা সকলেই নিজ নিজ অদৃষ্ট নিয়ে এসেছি—তার ফল ভোগ করতেই হবে। আমার কথাটা কিছু কঠিন হয়েছে, তার জন্যে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু,—কিন্তু তুমিও এখন থেকে বিবাহিতা নারীর সম্ভ্রম রেখে কথা কইতে অভ্যাস কোরো। ক্রমে তোমার মহত্ব আরও বাড়বে। তুমি মহৎ, তা জানি, তাই মিনতি ক’রে বলছি, যাকে তুমি আসল ব’লে মনে করছ, সেটা তোমার ভ্রম,—দুদিন পরেই তার নেশা কেটে যাবে। মাঝে থেকে আমাদের বন্ধুতার হানি কর কেন ? আর একটা কথা বলেই শেষ করব। পাহাড়টার পায়ের তলায় কুয়াসা গাঢ় হয়ে ঘটা ক’রে দেখা দেয়, কিন্তু ওপরের দিকে নির্ম্মল উজ্জ্বল আকাশ শোভা পায়। যাকে তুমি আদিহীন অন্তহীন ভালবাসা বল্‌ছিলে, তার নীচের দিকে হয় ত তুমি কুয়াসা দেখে থাকতে পার, কিন্তু উপরের দিকে যে নির্ম্মল আকাশ আছে, তা দেখনি। যদি তা দেখতে পেতে বা বুঝতে পারতে, তা হ’লে স্বামি-স্ত্রীর তুচ্ছ মনোমালিন্যে প্রকৃত ভালবাসার অন্ত দেখতে না।”

ইভ ধীরমন্থরগমনে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। মরিস অবাক্ হইয়া সেই নারীত্বের—পত্নীত্বের গর্ব্বে মহিমময়ী নারীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার অন্তর জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতেছিল বটে, তথাপি নারীত্ব-মর্য্যাদার প্রতি তাহার মস্তক আপনিই শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া আসিতেছিল। আর বিমলেন্দুর প্রতি তাহার অন্তর বিস্ময়জড়িত শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। কোন্ পুণ্যে সে এই অগাধ অপরিমেয় ভালবাসার অধিকারী হইয়াছে?

১৯

স্নেহের ভগ্নী ইভ,

তোমার পত্র পাইয়া যেমন আনন্দ পাইলাম, তেমনই দুঃখও হইল। তুমি যে সুস্থ-শরীরে স্বহস্তে পত্রখানি লিখিয়াছ, ইহাতে যে আমি কত আনন্দ পাইয়াছি, তাহা তোমায় পত্রে কি জানাইব? ভগবানের কাছে কায়মনে প্রার্থনা করি, তুমি উত্তরোত্তর সুস্থ হইয়া স্বামীর প্রেমে সুখী হও—ইহার অধিক শুভকামনা আর কি করিব? দুঃখ এই, তুমি অবুঝের মত নিজের সুখকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া অতৃপ্তি ও অশান্তিকে অনর্থক আঁকড়িয়া ধরিয়া আছ।

তুমি লিখিয়াছ, স্বামীর প্রতি ভালবাসা তোমার অফুরন্ত, অগাধ, অপরিমেয়। আমিও তাহা বুঝিয়াছি। যে কয় দিন এখানে তোমার সহিত মেলামেশা করিবার অবসর পাইয়াছি, সেই কয় দিনেই বুঝিয়াছি, তোমার স্বামিপ্রেম কিরূপ। এত প্রেম

সত্ত্বেও তোমার বিবেক তোমাকে বলিয়া দিতেছে, প্রতারক স্বামীকে দূরে রাখিতে। তোমার মন সংশয়-দোলায় দুলিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছে,—কোন পথে যাইবে তুমি! বোন্, তুমি যদি হিন্দুর মেয়ে হইতে, তাহা হইলে কর্ত্তব্য তোমায় খুঁজিয়া লইতে হইত না। আমাদের হিন্দুর মেয়ের সকলের চেয়ে বড় কর্ত্তব্য, কোনও দ্বিধা না করিয়া সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে স্বামীর অনুগামিনী হওয়া। হয় ত তোমাদের সমাজে অবিচারিতচিত্তে অপরাধী স্বামীকেও ভালবাসিতে নিষেধ আছে। কিন্তু আমাদের সমাজে স্বামি-প্রেমের স্বামি-সেবার বিচার-অবিচার নাই। স্বামীর অনুগামিনী হওয়ায় নারীত্ব-মর্য্যাদা আমাদের সমাজে ক্ষুণ্ণ হয় না।

হয় ত তুমি বলিবে, আমি কেন অবিচারিতচিত্তে স্বামীর অনুগামিনী হই নাই। কিন্তু তোমায় আমায় ভেদ অনেক। পরিত্যক্তা নারীর স্বামীর অনুগমনে অধিকার নাই। আমাদের আদর্শ পত্নী সীতা পতির দ্বারা বনবাসে পরিত্যক্তা হইয়া স্বামীর অনুগমন করেন নাই, কেন না, তাঁহার সে অধিকার ছিল না। কিন্তু তুমি স্বামি-পরিত্যক্তা নহ, বরং তুমিই নিজে স্বামীকে পরিত্যাগ করিতেছ। যদি তুমি আমাদের সমাজের হইতে, তাহা হইলে তোমার ভ্রম বুঝাইয়া দিতে পারিতাম, হয় ত সে অধিকার আমার থাকিত। কিন্তু তোমাদের ও আমাদের সমাজ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তোমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা, ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার আমাদের সহিত মিলে না, এ অবস্থায় আমি তোমায় কি বুঝাইব?

তবে এক অধিকারে তোমায় আমায় ভাবের আদান-প্রদান হইতে পারে। তুমিও আমার মত নারী। জগতে সকল দেশের সকল নারীরই একটা সাধারণ আদর্শ আছে, একটা সাধারণ আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে, একটা সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে। বিশেষতঃ, তোমার মন যে উপাদানে গঠিত, তাহাতে তোমাকে বুঝাইয়া বলিবার,—তোমার সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিবার অধিকার আমার খুবই আছে। এই অধিকারের জোরে আমি তোমায় বলিতে চাই যে, তুমি স্বেচ্ছায় নিজের সুখ, নিজের স্বার্থ বলি দিও না। আমি জানি, তোমার স্বামী তোমায় ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। হয় ত ক্ষণিকের মোহ তাঁহার দৃষ্টিশক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু তাহা ক্ষণিক—সে মেঘ সরিয়া যাইতে কালবিলম্ব হয় নাই। আমি জানি, তোমার পীড়ার সময়ে তিনি কিরূপ কাতর হইয়াছিলেন, কিরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমে তোমার সেবা করিয়াছিলেন, তোমায় হারাইবার ভয়ে তিনি প্রায় উন্মত্তের মত হইয়াছিলেন। তুমি সৌভাগ্যবতী, সামান্য অভিমানভরে অথবা নারীত্ব-মর্য্যাদা-নাশের বৃথা আশঙ্কায় প্রিয়কে দূরে রাখিও না, নারীর ঈপ্সিতকে হেলায় হারাইও না। আমি কায়মনে তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী বলিয়া তোমায় এমন পরামর্শ দিতে সাহসী হইলাম। এই প্রগল্‌ভতায়—এ ধৃষ্টতায় অসন্তুষ্ট হইও না, ইহাই তোমার স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী ভগিনীর একান্ত অনুরোধ।

তোমরা এখান হইতে যাওয়ার পূর্ব্বে মাতাজীকে দেখিয়াছিলে, মনে পড়ে? তিনি তোমার কথা প্রায়ই বলেন। তিনি বলেন,

সংসারী গৃহীর সংসারধর্ম্মই বড়, স্বামি-অনুরাগই নারীর প্রধান ধর্ম্ম। আমি জানি, তুমি স্বামীকে প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাস। তবে কেন মিথ্যা অভিমানে নিজেই প্রাণে রাবণের চিতা জ্বালাইতেছ? তুমি বোধ হয় জান না, আমাদের দেশে কথায় বলে, রাবণের চিতা। এ চিতা একবার জ্বলিলে ইহার আর নির্ব্বাণ নাই। তবে?

যেখানেই থাক, জানিও, আমি কায়মনে তোমার সুখ ও শান্তি কামনা করি। যখন মনে হইবে, আমায় পত্র দিও। আমি যেখানেই থাকি, তোমায় জানাইব। কিন্তু তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিও না। আমার কথা কেবল তুমিই জানিয়া রাখিও। জগবন্ধুর কাছে প্রার্থনা করি, তুমি সুখে থাক, শান্তি পাও। ইতি—

তোমার স্নেহের ভগিনী,

প্রতিমা দেবী।

পত্রখানি পাঠ করিতে করিতে ইভের মুখে চোখে একটা অপার্থিব আনন্দ ও উৎসাহের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। এরাই 'হিদেন?' খৃষ্টান পাদরীরা এদের অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন? কি ভুল ধারণা! প্রতিমার মত মেয়ে কোন্ দেশে কয়টা জন্মগ্রহণ করে? এত স্বার্থত্যাগ এদের ভিতরে? হৃদয়ের অন্তস্তলে গভীর পতিপ্রেম—সে প্রেম অপার, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ, অথচ ত্যাগের আবরণে তা ঢেকে রাখে, কাউকে জানতে দেয় না। কি লুকাবে আমায় প্রতিমা? তুমি আমায়

পরামর্শের আবরণের মধ্য দিয়ে হৃদয়ের যে নিভৃত স্থান উন্মুক্ত ক'রে দেখিয়েছ, তাতে কি বুঝতে পারছি না, তুমি কত বড় ত্যাগ স্বীকার করেছ? আমি নারী—তোমায় বুঝতে ত আমার কষ্ট হয় নি। তুমি যা স্বেচ্ছায়, হাসিমুখে দেবতার দান ব'লে আমার হাতে তুলে দিয়েছ, তোমার ত্যাগের সম্মান রক্ষা করতে এবার আমি তা মাথায় পেতে নেবো। ইন্দু! ইন্দু! তুমি অন্ধ। কি রত্ন হাতে পেয়েও দূরে ফেলে দিয়েছ, তা ত এখনও জানতে পার নি।

এ আমি কচ্ছিলুম কি? সত্যই ত নিজের হাতে নিজের জীবন-নাশা বিষের বড়ী তৈরী কচ্ছিলুম! ইন্দু—ইন্দু—প্রাণাধিক,—তোমায় যে মুহূর্ত্ত ছেড়ে থাকতে পারি নি কেন, তোমায় ছাড়বার কথা মনে হ'লে মৃত্যুদণ্ডের মত মনে হয় কেন, তা এই পত্রই ত আমায় চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। আমার সর্ব্বস্ব, আমার জীবনাধিক,—তোমায় কাছে রেখেও দূরে রেখেছি, সত্যিই ত মিথ্যে অভিমান ক'রে—সয়তানের বুদ্ধি ঘাড়ে চেপেছিল ব'লে। কে বড়? তোমার ভালবাসা বড়, না মিথ্যে অভিমান বড়? ছিঃ ছিঃ, এ আমি কি কচ্ছিলুম! সামনে শান্তির শীতল প্রস্রবণ থাকতেও সাহারার ধূ ধূ বালির রাশিতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিলুম! প্রতিমা, বোন্, আমার শিক্ষাদাত্রী,—কি দিয়ে তোমার ঋণ শোধ করব? ভালবাসার পাত্রকে তার সুখের জন্যে অপরের হাতে সঁপে দিতে একবিন্দু কাতর হও নি—একটুও তোমার বুক কাঁপে নি—এক ফোঁটা চোখের জলও ফেল নি তুমি, এত বড় ভালবাসা

তোমার! এ দেখেও আমার প্রাণাধিককে মনে কষ্ট দিয়ে মিথ্যে অভিমানকে বুকে ক'রে ব'সে আছি? ছিঃ ছিঃ, ধিক্ এমন অভিমানে!

ইভের নীলোৎপল নয়ন দুইটি অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, হৃদয় ভাবাবেশে উদ্বেল হইয়া উঠিল, তাহার সর্ব্বশরীরের মধ্য দিয়া একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিয়া গেল। এ কি অনির্ব্বচনীয় সুখানুভূতি—এ কি অচিন্তনীয় শান্তির অনুভূতি! তখনই ইভের মনে মধুর মিলনের পুণ্যস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। সেই যে বিবাহের প্রথম প্রভাতে আনন্দ শিহরণের অরুণরাগে দশদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, আজ যেন তাহারই অনুভূতি আবার তাহার অন্তরে ফিরিয়া আসিল। সেই প্রেমের বন্ধন—সেই অন্তরে অন্তরে মিলন—সেই প্রেমাস্পদের সহিত আদরের খেলা—সেই মধুবাসরের সুখস্বপ্নময় জীবনলীলা—একে একে স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। হেলায় সে ভগবানের এই দান দূরে নিক্ষেপ করিতেছে! কি মোহ তাহার!

ত্বরিতপদে ইভ উঠিয়া দাঁড়াইল। গভীর আবেগ ও প্রেমভরা হৃদয় লইয়া সে স্বামীর শয়নকক্ষে ডালি দিতে অগ্রসর হইল। আজ তিন মাসেরও অধিক কাল স্বামী স্ত্রী স্বতন্ত্র বাস করে—মিলনের বন্ধন সে ত স্বহস্তেই ছেদন করিয়াছে। বড় আশায় উৎফুল্ল হইয়া সে বুকভরা প্রেমের সঙ্গে অনুতাপ মিশাইয়া স্বামীর সান্নিধ্যে আপনাকে আবার তেমনই করিয়া বিলাইয়া দিতে চলিল।

কক্ষমধ্যে আলোক জ্বলিতেছে। গভীর রাত্রি, স্বামী শয্যার উপর অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। ইভ কক্ষদ্বারে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল—পা আর যেন চলে না। এই পরিচিত অথচ অপরিচিত কক্ষ,- এই বড় আপনার অথচ বড়ই পর স্বামী, এই আনন্দ-শিহরণ অথচ লজ্জা ও সঙ্কোচ, একি সমস্যা ? এই ত সম্মুখে তাহার অনিন্দ্যসুন্দর স্বামী—একবার অস্ফুটস্বরে যেন তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল, 'ইন্দু, ডার্লিং !' কিন্তু না, তাহার মনের মধ্যে কথাটা উচ্চারিত হইয়া বিলীন হইয়া গেল। ইভ নির্নিমেষ-নয়নে স্বামীর দিকে চাহিয়া কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল।

পা কাঁপে কেন ? এই স্বামীর সহিত সে ত কিছু ব্যবধান রাখে নাই—তবে এ লজ্জা—এ সঙ্কোচ—এ দ্বিধা কেন ? এও কি তবে তাহার অভিমানের মত মিথ্যা ? তবে স্বামীকে তাহার আপনার বলিয়া মনে হইতেছে না কেন—যেন, যেন পরপুরুষ, যেন অপরিচিত, যেন দূরের—বহু দূরের, তাহার অন্তর হইতে দূর-দূরান্তরের। ছিঃ ছিঃ, এখনও সংশয়, এখনও অভিমান !

হঠাৎ বিমলেন্দু পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল ; সঙ্গে সঙ্গে ঘুমন্ত অবস্থায় কি একটা কথা বলিল। ইভের বুক গুরু গুরু কাঁপিয়া উঠিল, শরীরের রক্ত শন্ শন্ করিয়া ছুটিয়া চলিল, সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, স্বামী অস্পষ্ট স্বরে যাহা বলিতেছেন, তাহার মধ্যে একটা কথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল,—'প্রতিমা ! প্রতিমা !'

ইভ স্তম্ভিত হইয়া নিশ্চল পুত্তলের মত দণ্ডায়মান হইল। কক্ষের মধ্যে একটি পদবিক্ষেপ করিয়াছিল, ঠিক তেমনই অবস্থায় দাঁড়াইয়া

রহিল। আবার শুনিল, স্বামী নিদ্রিতাবস্থায় বলিতেছেন, 'দেখা দিতেও দোষ, প্রতিমা!'

দিবাস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া গেল, ইভের হৃৎপিণ্ডটা কে যেন ছিঁড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। ইভ কাঁপিতে কাঁপিতে কক্ষদ্বার আঁকড়িয়া ধরিল। দুর্ব্বল শরীর—তাহাতে আঘাতের পর আঘাত—কুসুমপেলব কোমল প্রাণ সহ্য করিতে পারিল না। টলিতে টলিতে ইভ নিজকক্ষেই ফিরিয়া গেল।

২০

আকাশ নির্ম্মল—উজ্জ্বল রবিকরে পুরী হাসিতেছে। রামপ্রাণ বাবু আজ কয় দিন হইতে বড়ই অন্যমনস্ক—পুরীর এই সুন্দর মূর্ত্তিও তাঁহার হৃদয়ে শান্তি দিতে পারিতেছে না। যেন কি নাই—যেন কিসের একটা অভাব তাঁহার হৃদয়ের শূন্যতা পূর্ণ করিতে পারিতেছে না, পুরী আর তাঁহার ভাল লাগিতেছে না। আজকাল প্রতিমা প্রায় বাড়ী থাকে না, শৈলর প্রতি তেমন টানও আর যেন তাহার দেখা যায় না, সে প্রায় স্বর্গদ্বারের মঠেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে। সেখানে তাহার নূতন মঠ-বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে। প্রকাণ্ড ইমারতের ভিত্তিপত্তন হইয়া গিয়াছে। গোপুর, দেবার্চ্চনা, নাট-মন্দির, ভোগশালা, অতিথিশালা, যোগাশ্রম,—একে একে আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। প্রতিমা যেন তাহাতেই মস্‌গুল হইয়া আছে।

এত দিন পিতা-পুত্রী পরস্পরের অবসরের অবলম্বন ছিল। এখন যেন তাহাতে অন্তরায় দেখা দিতেছে, দুই জনে কাছে থাকিয়াও যেন পরস্পর দূরে সরিয়া যাইতেছে। রামপ্রাণ বাবুর হৃদয়ের শূন্যতার ইহাই কি কারণ? প্রতিমাও কি এইরূপ শূন্যতা অনুভব করিতেছে? সেই জন্যই কি সে এখন এমনই করিয়া মঠের কাযে ডুবিয়া থাকে? তবে কি সে এখনও মন সংযত ও দৃঢ় করিতে পারে নাই?

রামপ্রাণ বাবুর মনটা হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। তবে তিনি প্রতিমার সুখের পথে যে কণ্টক রোপন করিয়াছেন, তাহা কি এখনও উৎপাটিত হয় নাই? সে কি তাহা হইলে তাঁহার কন্যার উপযোগী নারীত্বের আত্মসম্মানজ্ঞান অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয় নাই? এ বিষয়ে তিনি প্রতিমার সহিত একটা বুঝাপাড়া করিয়া লইতে উদ্‌গ্রীব হইলেন।

রামপ্রাণ বাবু শঙ্কিত কম্পিত হৃদয়ে ডাকিলেন, "প্রতিমা!" প্রতিমা সেই মুহূর্ত্তে স্নানান্তে জগবন্ধু দর্শন করিয়া ঘরে ফিরিতেছিল। বাপের ডাকে ভিতরে না গিয়া বাহিরের ঘরেই প্রবেশ করিল, সঙ্গে শৈল ও বৃদ্ধ দ্বারপাল।

'ডাকছো আমাকে বাবা?'—বলিয়া প্রতিমা শৈলকে আর্দ্র-বস্ত্রাদি ভিতরে লইয়া যাইতে আদেশ করিল। দ্বারপাল মহাপ্রসাদ নিজ কক্ষে চলিয়া গেল। প্রতিমা বলিল, "আজ আর আমাদের কোণারক যাওয়া হবে না বাবা, মাতাজী বলেছেন, আজ মঠে কাঙ্গালী খাওয়াতে হবে।"

রামপ্রাণ বাবু স্নেহপরিপূর্ণ দৃষ্টিতে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার যেদিন সুবিধা হবে, সেই দিন যাব, তার জন্য কি? তুমি যা করতে ইচ্ছে কর মা, তাই কর। তোমার এই বুড়ো ছেলেটার দিকে মাঝে মাঝে একটু চেও, এইটুকুই তোমার কাছে ভিক্ষে চাই।"

প্রতিমা হাসিয়া বলিল, "কেন বাবা, ছেলের কি কোন অযত্ন হচ্ছে?"

"না মা, তা না। তবে কি জান, বুড়ো বয়সে কথায় কথায় অভিমান হয়। তুমি একটু চোখের আড়ালে থাকলেই মনে হয়, মা আমায় ভুলে গেছে। হাঁ মা, মঠটাই কি তোমার সমস্ত মনটা জুড়ে বসেছে? সত্যি বলছি, মঠের উপর আমার হিংসে হয়। এমন যে শৈল, তাকেও যেন তুই মঠের জন্যে দূরে রেখে-ছিস, মা।"

প্রতিমা পুনরপি হাসিয়া বলিল, "কি যে বলেন বাবা, তার মাথা-মুণ্ডু নেই। তোমায় যে দিন ভুলে যাব, তার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়।" প্রতিমার চোখের পাতা আর্দ্র হইয়া আসিল।

"ছি মা, ও কথা বলে না। বলছিলুম কি, পুরীতে আর ক-দিন থাকবে, এইবার কলকেতায় ফিরে যাই চল না। তুমি বুদ্ধিমতী, যা আছে, সব বুঝে নিতে হবে ত। আমি আর ক'দিন?"

প্রতিমা বাধা দিয়া বলিল, "ছি বাবা, তুমি ও কথা বলছ কেন? আমায় বারণ করলে, আর নিজেই ত বলছ।"

রামপ্রাণ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "আমি আর তুমি? আমার সময় হয়েছে, শীগ্‌গিরই ডাক পড়বে। তোমার সামনে এখন তোমার সমস্ত জীবনটা প'ড়ে রয়েছে।"

প্রতিমা উত্তর দিতে যাইতেছিল, রামপ্রাণ বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "ব'স মা, অনেক কথা আছে। প্রসাদ কিছু খেয়েছ ত? বেশ। দেখ মা, কেউ চিরদিন বাঁচে না, আমারও ভাল-মন্দ আছে। বয়েস হয়েছে, কোন্ দিন ছুটী নিয়ে যেতে হবে, কেউ বলতে পারে না। তাই বলছিলুম কি, এই যে আমার বিষয়-আশয়, ধন-দৌলত,—এ সব ত তোমারই, মা। তাই এখন থেকে সব বুঝে সুঝে না নিলে আমার অবর্ত্তমানে সব ওলট পালট হয়ে যাবে, পাঁচ জনে লুটে পুটে খাবে। বিষয় তোমার—তোমার যা ইচ্ছে হবে, বিষয় থেকে তাই করবে। তবে তার জন্যে হাতে-কলমে কায শেখা চাই ত। পুরীতে বা দেশবিদেশে ঘুরে বেড়ালে তা হবে কি ক'রে? তাই বলি, চল কলকেতায় ফিরে যাই। এত দিন হাতে ধ'রে যেমন ক'রে লেখাপড়া শিখিয়েছি, তেমনই ক'রে বিষয়ের কাযকর্ম্মও শেখাব। কি বল?"

প্রতিমা কিছুক্ষণ নীরবে রহিল। তাহার পর নখাগ্রে সম্মুখস্থ টেবিলটা খুঁটিতে খুঁটিতে অধোবদনে গম্ভীরস্বরে বলিল, "এত বড় বিষয় নিয়ে আমি কি করব? আমি মেয়েমানুষ, আমার বিষয়-বুদ্ধিরই বা প্রয়োজন কি? বিষয় তুমি ঠাকুরের নামে ক'রে দিয়ে যাও। যাতে গরীব-দুঃখী প্রতিপালন হয়, যাতে অভাবগ্রস্ত ছেলেদের লেখাপড়ার সুবিধে হয়, তেমন বন্দোবস্ত ক'রে দাও।

আমার জন্যে ভেবো না বাবা, মাতাজীর মঠের একটা কোণে আমার মত একটা প্রাণীর যথেষ্ট ঠাঁই হবে। তবে শৈলর লেখা-পড়া আর স্থিত-ভিতের জন্য যা হয় একটা বন্দোবস্ত ক'রে দিও, তা হলেই আমার জীবনে আর কোন সাধ অপূর্ণ থাকবে না।"

স্থানটায় গভীর নীরবতা দেখা দিল। রামপ্রাণ বাবুর সমস্ত প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিল, চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল, গভীর অনুশোচনায় তাঁহার অন্তর ভরিয়া উঠিল, মনে হইল, যেন তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইতেছে। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে গদগদস্বরে তিনি বলিলেন, "তবে কি মা, তুই সত্যিই যৌবনে যোগিনী সাজতে মন করেছিস?"

রামপ্রাণ বাবুর গণ্ড বহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

প্রতিমার নয়নযুগলও শুষ্ক ছিল না। কিন্তু সে অসাধারণ শক্তির জোরে চোখে জল অথচ মুখে হাসি আনিয়া বলিল, "বাবা যেন কি! কেন, যোগিনী সাজতে যাব কেন? আমার কি হয়েছে? আমি কি গেরুয়া রুদ্রাক্ষি নিয়েছি না কি?"

রামপ্রাণ বাবু ত্রস্তে উঠিয়া কম্পিত-কলেবরে অগ্রসর হইয়া প্রতিমার মাথায় হাত রাখিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "তবে, তবে বল মা, তুই আর আমায় এমন ক'রে যাতনা দিবি নি? বল, তুই আমার প্রতিমাই থাকবি? আমি ত তোকে আবার সংসারী করতে চেয়েছিলুম—তোর জন্যে ত ধর্ম্মত্যাগ পর্য্যন্ত করতে চেয়েছিলুম—"

প্রতিমা বাধা দিয়া বলিল, "ছি বাবা, আবার ও কথা কেন? যা হবার নয়, তা ব'লে আবার কেন আমায় কষ্ট দিচ্ছ, আপনিও কষ্ট পাচ্ছ? আমরা বাপে ঝিয়ে ত বেশ আছি।"

রামপ্রাণ বাবু তখনও কাঁপিতেছিলেন, বলিলেন, "কৈ তা থাকছিস মা? বল, মঠে গিয়ে বাস করবিনি—বল, সংসারে থেকে বিষয়-আশয় দেখবি? কেন, সংসারে থেকে কি মানুষের উপকাব করা যায় না, আপনার কায করা যায় না? এই ত আমাদের দেশে কত বড় বড় লোক জন্মে গেছেন। তাঁবা সংসারে থেকেও সংসারেব বিলাসে আরামে গা না ঢেলে দিয়ে মানুষের কত উপকাব ক'রে গেছেন। দেশে কত দরিদ্র আছে, কত অভাবগ্রস্ত আছে, কত প্রার্থী আছে,—তাদের দুঃখ অভাব দূর করবার চেষ্টা কর না, সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর-দেবতার পূজো-আচ্ছা কর না।"

প্রতিমা এতক্ষণে আপনাকে সামলাইয়া লইয়াছিল, বলিল, "তাই ত করবার চেষ্টা করছি, বাবা। মাতাজীর মঠে যে কায আরম্ভ হয়েছে, তা যদি শেষ করতে পারা যায়, তা হ'লে তুমি যা বলছ বাবা, তাই হবে।"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "তা করতে ত আমি তোমায় বারণ করিনি। কিন্তু তোমার নিজের সবটা ত পরের জন্যে বিলিয়ে দিচ্ছ, নিজের জন্যে কি এমনই ক'রে এই বয়েস থেকেই জীবনটা কাটিয়ে দেবে?"

প্রতিমা বলিল, "কেন বাবা, আমি ত সব সুখ, সব আরামই ভোগ করছি, আমি ত সব ছেড়ে দিয়ে মাতাজীর মত তপস্বিনী হইনি।"

রামপ্রাণ বাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "গেরুয়া চিমটে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই যে তপস্বিনী হয়, তা আমি মানতে চাইনি।

তোমার বয়সে সংসারে সকল ভোগ হ'তে আপনাকে তফাতে রাখলেই তাকে তপস্বিনী হওয়া বলে। তুমি ত মা অবুঝ নও, লেখাপড়াও যে শেখনি, তা নয়। জনক রাজা গেরুয়া চিমটে নিয়ে বেরুননি। কিন্তু তা হলেও তিনি সকল সাংসারিক ভোগ-বিলাসে অনাসক্ত ছিলেন। তোমার বয়সে তাই হওয়া কি ভাল দেখায় ?"

প্রতিমা বলিল, "আপনার উন্নতি করার কি সময় অসময় আছে ? মাতাজী বলেছেন, মানুষ সকল অবস্থাতেই আত্মার উন্নতি করতে পারে, এর সময় অসময় নেই। ভগবানের উপর ভালবাসা আনতে হ'লে মানুষের সেবা করতে হ'লে, সকল বয়সেই করা উচিত। এর কি সময় অসময় আছে ?"

রামপ্রাণ বাবু নীরব হইলেন। তিনি বুঝিলেন, প্রতিমার মনের গতি কোন্ দিকে প্রসারিত হইয়াছে। দুঃখে, ক্ষোভে তাঁহার অন্তরটা ভরিয়া উঠিল। সর্ব্বাপেক্ষা রাগ হইল তাঁহার নিজের উপর। তিনিই ত স্নেহময়ী কন্যার এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের কারণ। তিনি যদি নিজের জিদের জন্য জামাতা সম্বন্ধে দুর্জ্জয় পণ করিয়া না বসিতেন, তাহা হইলে ত এমন হইত না। কি করিলে আবার যেমন ছিল, তেমন হয়! তাহা ত আর হইবার নহে। তাঁহার জামাতাও জিদের বশে যাহা করিয়া বসিয়াছে, তাহা ত আর ফিরিবার নহে। অনুশোচনায় তাঁহার অন্তর ভরিয়া গেল। তিনি মাথাটা গুঁজিয়া আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিলেন। অজ্ঞাতসারে তাঁহার একটা দীর্ঘশ্বাস নির্গত হইল।

প্রতিমা কাছে আসিয়া পিতার শাদা মাথাটার উপর হাত রাখিয়া ব্যথিত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কাতরস্বরে বলিল, "কেন বাবা, এত বিমর্ষ হচ্ছ? নারীর বিবাহিত জীবন ছাড়া কি আর কোনও জীবন যাপন করতে নেই? এমন ত কত নারী বিবাহই করেন না।"

রামপ্রাণ বাবুর গণ্ড বাহিয়া এক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "যাঁরা করেন না, তাঁরা করেন না। যাঁদের সংসারে অবলম্বন নেই, তাঁরা এমন ভাবে কাটিয়ে গেলে সমাজের ক্ষতি হয় না কিন্তু তোমার আর কিছু অবলম্বন না থাক, অন্ততঃ আমি আছি। তুমি ত জান না, মা-হারা মেয়েকে আমি কি ক'রে এত দিন বুকে ক'বে মানুষ করেছি! আমার আর কি অবলম্বন আছে?"

বলিতে বলিতে ধীর, স্থির, গম্ভীর রামপ্রাণবাবুর স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, ফোঁটা ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, অস্থির, অশান্ত বালকের মত তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। প্রতিমার নয়নযুগলও অনার্দ্র ছিল না, তাহারও ভাবাবেশে হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারও কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়াছিল।

কিছুক্ষণ উভয়ে কোনও কথা হইল না। তাহার পর অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "আর আমি কিছু বলতে চাই নে। তুমি সবই বোঝ মা। কেবল এই বুড়ো বাপের একটা অনুরোধ, নিজেকে কষ্ট দিয়ে আমায় কষ্ট দিও না। বুঝেছি, পরের কাযে ডুবে থেকে তুমি সব ভুলতে চাইছ। কায়মনে আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সাধনা সফল হোক। কিন্তু তবুও

ভিক্ষে চাচ্ছি, যে কটা দিন বেঁচে থাকি, স্বামীর উপর অভিমান ক'রে সব ছাড়লেও আমায় ছেড়ো না।"

প্রতিমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "সে কি কথা, বাবা? তোমায় ছাড়বার চেষ্টা করলেও কি ছাড়তে পারবো? হাজার কাযে ডুবে থাকলেও তোমার কাছ-ছাড়া হবার আমার সাধ্য নেই। আমি কি জানিনি, তুমি আমার কে, বাবা?"

হঠাৎ ঘরের বাহির হইতে এক জন ভৃত্য বলিল, "বাবু, তার এয়েছে।"

উভয়ে চমকিত হইয়া উঠিলেন। রামপ্রাণ বাবু মুহূর্ত্তে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "তার? কোত্থেকে? কই, নিয়ে এস।"

ভৃত্য একখানা লাল খাম রাখিয়া সহি লইয়া চলিয়া গেল। শিরোনামা পড়িয়া রামপ্রাণ বাবু উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "এ কি, এ যে তোমাকেই লিখছে। কে লিখলে? নাও, পড়।"

প্রতিমা পিতাকেই পড়িতে বলিল। রামপ্রাণ বাবু তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পড়িলেন:—

"ইভ সাংঘাতিক পীড়িত। কেবল তোমায় দেখিতে চাহিতেছে। শীঘ্র এস। ইতি, মিস্ বেল। দার্জ্জিলিঙ্গ।"

প্রতিমা তার শুনিয়া একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল, তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল, জানুদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। রামপ্রাণ বাবু সস্নেহে তাহার মেঘের মত কাল কুঞ্চিত কেশ-রাশির উপর হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "ভয় কি মা;

রোগ কি কারও হয় না? ও সেরে যাবে। আহা, বড় ভাল মেয়ে তোমার এই বন্ধু ইভটি!"

প্রতিমা শঙ্কিত উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিল, "ভাল হবে? ঠিক বলছ বাবা, ভাল হবে? বাবা, এমন সাদা মন কি কারও হয়, যেন পাঁচ বছরেব মেয়ে! কার শাপে ওদের ঘরে এসে জন্মেছে।"

রামপ্রাণ বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "তা ঠিক। যাক, তুমি গুছিয়ে নাও, আজই কলকাতার এক্‌স্‌প্রেস ধরতে হবে। হাঁ, মিস বেল কে?"

প্রতিমা বলিল, "ইভের বন্ধু। তা হ'লে যাওয়া ঠিক?"

রামপ্রাণ বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "নিশ্চয়ই।"

প্রতিমা ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি পিতার মুখের প্রতি উন্নীত করিতেই রামপ্রাণ বাবু তাহার মাথার উপর আবাব হাত রাখিয়া স্নেহকোমল কণ্ঠে বলিলেন, "কেন মা, আমি তোমায় দার্জ্জিলিঙ্গে যেতে দেবো না ব'লে কি সন্দেহ হয়েছিল?"

প্রতিমা লজ্জানম্রদৃষ্টিতে অধোবদনে নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। রামপ্রাণ বাবু পুনরপি বলিলেন, "প্রলোভন যে তুমি জয় করতে শিখেছ—তা যে প্রতিদিন অভ্যাস করছ, তা কি বুঝিনি? তোমার কোন্ কাযটা এই বুড়োর চোখ এড়িয়ে যেতে পারে? তুমি যে আমার সব, মা!"

প্রতিমা এবারও কোন জবাব দিল না, তাহার অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গিয়াছিল। সে অন্য কথা পাড়িল, মৃদুস্বরে বলিল, "তা হ'লে এখন একবার মঠ হয়ে মাতাজীর কাছে বিদায় নিয়ে

আসি। দার্জ্জিলিঙ্গ যাবার জন্যে গোছাবার কিছুই নেই। তা হ'লে যাই ?"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "এস মা! না, চল, আমিও একবার মাতাজীকে দর্শন ক'রে আসি। দার্জ্জিলিঙ্গে স্যানিটেরিয়ামে গিয়ে ওঠা যাবে, কি বল ?"

প্রতিমা বলিল, "যা ভাল হয়, করো বাবা, আমি আর কি বল্‌ব ?" কথাটা বলিয়া প্রতিমা শৈলকে খুঁজতে গেল, রামপ্রাণ বাবুও স্বর্গদ্বারে যাইবার গাড়ীর বন্দোবস্ত করিতে গেলেন।

২১

সারা বাড়াটি যেন একটা ঘন-ঘোর বিষাদের মেঘে আবৃত হইয়াছে। সকলেরই মুখে একটা গভীর চিন্তা ও বিষাদের ছায়াপাত হইয়াছে, আনন্দের হাসি যেন এই স্থান হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। আজ সাত দিন ইভের জীবন লইয়া যমে-মানুষে সংগ্রাম চলিতেছে, এই নবীন মুকুলিত জীবনে ইভ জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে।

এই গৃহের অধিবাসিমাত্রেরই নয়নানন্দ ইভ - এই গৃহ ইভের হাস্যকোলাহলে সদা মুখরিত হইয়া থাকিত, আজ তাহারই জীবন-প্রদীপ কালের ফুৎকারে বুঝি বা নির্ব্বাপিত হইয়া যায়,—এ অবস্থায় গৃহবাসী কেহ কি আনন্দিত থাকিতে পারে! সদা হাস্যস্ফুরিতাধরা —সদা আনন্দময়ী, সদা কোমলা, করুণাময়ী ইভ এই গৃহখানিকে

হাস্যময় করিয়া রাখিত, আজ নিষ্ঠুর কালের অমোঘ দণ্ডস্পর্শে সে হাসি কি চিরতরে অন্তর্হিত হইবে ?

ইংরাজ চিকিৎসক কঠিন আদেশ দিয়াছেন যে, রোগিণীর কক্ষে হাঁসপাতালের সুদক্ষ সেবারতা শুশ্রূষাকারিণী ব্যতীত অন্য কেহ অবস্থান করিতে পারিবে না। আত্মীয়স্বজন দেখিবার জন্য মাত্র দুই এক মুহূর্ত্ত কক্ষে প্রবেশ করিতে পারে, অন্যথা নহে। বিমলেন্দু এ নিষেধ শুনে নাই। সে প্রথম তিন দিন তিন রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় রোগিণীর কক্ষে রোগশয্যার পার্শ্বে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া একাগ্রচিত্তে যাপন করিয়াছিল। শেষে তাহাব অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসক আর থাকিতে পারেন নাই, তাহাকে জোর করিয়া কক্ষের বাহিরে লইয়া গিয়াছিলেন এবং মিষ্ট ভৎ‍র্সনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি এমন করিলে আমি চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করিব না। তুমি না পুরুষ ? তুমি কি আমায় একই সময়ে একই স্থানে দুইটি রোগীর চিকিৎসা করতে বাধ্য করবে ? যাও, স্নান ক'রে কিছু আহার-কর।"

বিমলেন্দুব কর্ণকুহরে সেই কথাগুলি প্রবেশ করিয়াছিল কি না সন্দেহ। এই কয় দিনে তাহার মূর্ত্তি শুষ্ক, রুক্ষ, অপ্রকৃতিস্থের মত হইয়াছিল। সে কেবল উন্মত্তের মত ভীতি-ব্যাকুলনেত্রে চিকিৎসকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার হাত দুইখানা সবলে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, 'ডাক্তার, আর কিছু চাই না, তুমি আমার ইভকে ফিরিয়ে দাও, তুমি যা চাও, তাই দেবো।'

চিকিৎসক হৃদয়হীন ছিলেন না। তিনি সমবেদনার স্বরে বলিয়াছিলেন, 'আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু তুমি আমার কথা না শুনলে আমি কিছুই করবো না। যাও।'

বিমলেন্দু ইহার পর স্নান ও যৎসামান্য আহার করিয়াছিল। তাহার পর আবার ইভের শয্যাপার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিয়া সযত্নে দুই হস্তে ইভের ক্ষুদ্র করপল্লব ধারণ করিয়া পলকহীন নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল। দুই দিন জ্ঞান হইবার পর আবার প্রবল জ্বরে ইভ অচেতন হইয়াছিল, মাঝে মাঝে প্রলাপের ঝোঁকে তাহার তপ্তশ্বাসের সহিত 'প্রতিমার' নাম উচ্চারিত হইতেছিল। কখনও বা ইভ করুণ কোমল স্বরে উদ্দেশে স্বামীকে অনুযোগ করিতেছিল,—নিষ্ঠুর, কেন সে তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল! ইভ ত তাহার কোন অনিষ্ট করে নাই!

সপ্তম দিবসে ইভের অবস্থা অধিকতর সঙ্কটাপন্ন হইল। সারারাত্রি প্রবল জ্বরের মুখে সে প্রলাপ বকিতে লাগিল। তাহার কোনও কথার মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল না। কেবল দুই জনের উদ্দেশেই তাহার প্রলাপোক্তি প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল,—তাহার স্বামী ও প্রতিমা। শেষরাত্রিতে চিকিৎসকের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, 'বোধ হয়, রোগিণী এ যাত্রা রক্ষা পাইল।' তখন বিমলেন্দু পাগলের মত কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিল। কথাটা শুনিয়া সে চিকিৎসকের হাত দুইখানা ধরিয়া অশ্রুসজল নেত্রে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে পত্নীর শয্যাপার্শ্বে কাষ্ঠাসনে বসিয়া শয্যার উপর মুখ

গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। চিকিৎসক ক্ষণেককাল তাহাকে এই অবস্থায় থাকিতে দিলেন, তাহার পর সস্নেহে তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া কক্ষের বাহিরে লইয়া গেলেন এবং পার্শ্বস্থ কক্ষে একখানা চেয়ারের উপর তাহাকে বসাইয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন, 'যদি মিসেস রায়কে বাঁচাতে চাও, তা হ'লে এখন আর তার ঘরে যেও না। বোধ হয়, ভোরবেলাই জ্বরবিচ্ছেদ হবে, সেইটাই সঙ্কটকাল, সে সময়ে পাঁচ জন ঘরে ভিড় করলে চিকিৎসা ও সেবায় বাধা পড়বে - বুঝেছো?' ডাক্তার অতঃপর রোগিণীর কক্ষে ফিরিয়া গেলেন।

বিমলেন্দুর অনুভূতির শক্তি ছিল কি না, ডাক্তার বুঝিতে পারিলেন না, সে কেবল ঘাড় নাড়িয়া তাঁহার কথায় সায় দিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল। সে ঘরে আর এক জন পূর্ব্ব হইতেই বসিয়াছিলেন, তিনি লেফটানেণ্ট সিবরাইট। বিমলেন্দু তাঁহাকে দেখিয়াও দেখে নাই, তাঁহার অস্তিত্বই অনুভব করিয়াছিল কি না সন্দেহ। হঠাৎ লেফটানেণ্ট সিবরাইটের গম্ভীর প্রশ্নে তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে শুনিল, সিবরাইট বলিতেছেন, 'বলতে পারেন, মিস্ রবিনসনের এই অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী কে?'

মরিস এ যাবৎ ইভকে মিসেস রায় বলিতে কিছুতেই অভ্যস্ত হইতে পারেন নাই। বিমলেন্দুর মনের অবস্থায় এ ত্রুটি ধরা পড়িল না, সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মরিসের দিকে ফেলফেল নেত্রে চাহিয়া রহিল।

লেফটানেণ্ট সিবরাইট অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও উচ্চস্বরে আবার বলিলেন, "কথাটায় না বোঝবার মত কিছুই নেই। তবে যদি

বুঝেও জবাব না দেন, তা হ'লে জবাব দিতে বাধ্য করবার ক্ষমতা যে আমার নেই, তা ভাববেন না।"

বিমলেন্দু কেবল বলিল, "কি বলছেন ?"

মরিস উদ্ধত গর্ব্বিত স্বরে বলিলেন, "বলছি এই যে, মিস ইভ রবিনসনের হত্যাকারী কে, তা আপনি বলতে পারেন ?"

বিমলেন্দু বিমূঢ়ের মত বলিল, "হত্যাকারী ?—ইভের হত্যাকারী ? কে সে ?"

মরিস উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কে, তা কি আপনি জানেন না বলতে চান ? মানুষ মানুষকে গুলী ক'রে বা ছুরি মেরে হত্যা করে, এ কথা সবাই জানে। কিন্তু গুলী ক'রে বা ছুরি মেরে খুন করা ছাড়া মানুষকে কি অন্য কোনও রকমে খুন করা যায় না ? পলে পলে তিলে তিলে মানুষের আত্মাকে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা যে খুনীডাকাতের নরহত্যার চেয়ে অনেক বেশী কষ্টদায়ক, অনেক বেশী পাপ, তা স্বীকার করেন কি ? না, তা স্বীকার করবার মনুষ্যত্বও আপনার নেই ?"

মরিসের চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল ; কিন্তু বিমলেন্দু বিন্দুমাত্র বিচলিত ভাব প্রকাশ করিল না। অন্য সময় হইলে বিমলেন্দু এমনভাবে বিনা প্রতিবাদে যে কথাটা লইত না, তাহা তাহার পূর্ব্বের নানা আচরণে বুঝা গিয়াছে। এ সময়ে কিন্তু সে কোনও প্রতিবাদ না করিয়া বলিল, "ঠিক বলেছেন, এমন হত্যাকারী খুনে-ডাকাতের চেয়ে অনেক বেশী পাপী। তার কি শাস্তি হওয়া উচিত ?"

মরিস ব্যঙ্গের স্বরে বলিলেন, "কি শাস্তি হওয়া উচিত, তা আপনিই সকলের চেয়ে ঠিক বলতে পারেন। আপনি কি ভাবেন, মিস রবিনসন কেন এই নবীন বয়সে তিলে তিলে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হচ্ছেন, তা আর কেউ জানে না? ব্রুট! কাওয়ার্ড! জান কি, সে শাস্তি আমি ইচ্ছা করলে দিতে পারি?"

বিমলেন্দু ক্ষণেক নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "ঠিক বলেছেন, আমিই ইভের হত্যাকারী—আমার পাপে আমার সোনার সংসার ছারেখারে যেতে বসেছে। আপনি যে শাস্তি দিতে চান, আমি মাথা পেতে নেবো। বলুন, কি শাস্তি দিতে চান।"

মরিস বিস্মিত হইলেন, তিনি বিমলেন্দুর এমন ভাব কখনও দেখেন নাই। তিনি এতক্ষণে বিমলেন্দুর আহত ক্ষত-বিক্ষত মনের সন্ধান পাইলেন। বিমলেন্দুর অনাহার ও অনিদ্রা-ক্লিষ্ট শুষ্ক রুক্ষ বদনমণ্ডল দেখিয়া তাঁহার মনে অপার করুণার উদয় হইল। তথাপি সাধ্যমত মনের ভাব গোপন রাখিয়া মরিস বলিলেন, "দেখুন, আমি সব শুনেছি। ভাববেন না যে, মিস রবিনসন জগতের কাউকে নিজের গোপন ব্যথার কথা না জানালেও অপরের অন্য সূত্র থেকে তা জানবার সুযোগ হয় নি। আমি জেনেছি, তার কারণ, আমি ইভকে প্রথম থেকেই ভালবেসেছি। আমি যাকে জগদীশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান ব'লে মনে করি, আপনি তাকে অনাদরে তিলে তিলে হত্যা করছেন। এ কথাটা আমি চেষ্টা করেও ভুলতে পারি নি। তাই এক এক সময় মন যখন বড় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে,

তখন ইচ্ছে হয়, আপনার মত নারীহত্যাকারী নরাধমকে হত্যা ক'রে পৃথিবীর ভার খানিকটা লাঘব করি ; কিন্তু যখনই মনে হয়, আপনি ইভের স্বামী, ইভ আপনাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তখনই সে সঙ্কল্প বালির বাঁধের মত চিন্তার তরঙ্গে ধুয়ে মুছে যায়।"

বিমলেন্দু মরিসকে কথাটা শেষ করিতে দিল না, ব্যথিত স্বরে বলিল, "না, না, সে সঙ্কল্প ভুলবেন না, আমায় হত্যা করুন, এই আমি মাথা পেতে দিচ্ছি। ইভই যদি ছেড়ে যায়, তা হ'লে আমার এ জীবনের প্রয়োজন কি?"

মরিস্ তাহার হাত ধরিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তা হ'লে তুমি ইভকে ভালবাস? সত্য বল, তুমি কি ইভকে ভালবাস? তুমি প্রতারক হলেও আমি তোমার কথা বিশ্বাস করবো।"

বিমলেন্দু টেবিলে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া মরিসের মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "দেখুন, যখন জিজ্ঞাসা করলেন, আর আমার ইভ যখন জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত, তখন সব কথাই খুলে বলবো। অন্য কেউ জিজ্ঞাসা করলে আমার কাছে কোন জবাবই পেতো না। কিন্তু আপনি ইভকে ভালবাসেন, আপনার কাছে কোন কথা লুকুবো না। সরলা আমা-অন্ত-প্রাণা ইভের নিকট আমি অবিশ্বাসী —আমার মন কলুষিত! আপনি আমায় কি তিরস্কার করবেন, —কি শাস্তি দেবেন? আমি এর জন্যে আমাকে কত তিরস্কার করেছি, কত দণ্ড দিয়েছি, আপনি তা কি জানবেন? কিন্তু চেষ্টা করেছি, মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, মন ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, কিন্তু

কিছুতেই মন ফিরুতে পারি নি। তাই এক একবার আত্মহত্যা ক'রে সকল যন্ত্রণার হাত এড়াতে প্রস্তুত হয়েছিলুম। আবার ইভের কথা মনে ক'রে তা করতে পারি নি। মরণে কি দুঃখ আছে জানি না, কিন্তু জীবনে এমনই ক'রে আঘাতের পর আঘাত পেয়ে যে যন্ত্রণা ভোগ করছি, তার চেয়ে সে দুঃখ, সে কষ্ট যে বেশী, তা মনে করতে পারি নি। আপনি সত্যই বলেছেন, আমার মত নরাধমের মৃত্যুতে পৃথিবীর ভার লাঘব হবে।"

বিমলেন্দু বালকের ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মরিসের বিস্ময়ের সীমা রহিল না ; তিনি পুরুষকে এমন ভাবে ধৈর্য্যহারা হইয়া কখনও কাঁদিতে দেখেন নাই। কত বড় আঘাত পাইলে পুরুষ এমন বিচলিত হয়, তাহা বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না। তাঁহার অন্তর সমবেদনায় ভরিয়া গেল। ক্ষণপরে বলিলেন, "দেখুন মিঃ রায়! মরণে যে আপনার ভয় নেই, তার প্রমাণ আমি এক দিন পেয়েছিলুম। আপনি যে দিন বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে আমার গুলীভরা পিস্তলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন, সেই দিন বুঝে-ছিলুম, কি ধাতু দিয়ে আপনার মনটা গড়া। মাপ করবেন, আপনাদের নেটিভের এতটা নার্ভ আছে, তা আগে বিশ্বাস করতুম না। যাক্, মরেও ত আপনি ইভকে সুখী করতে পারবেন না। ইভ কিসে সুখী হয়, তাই আমার লক্ষ্য—অন্য কিছু আমি চাইনে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয় ত ইভ আজ থেকেই ভালর দিকে যাবে, হয় ত তাঁর দয়ায় সেরে উঠবে। এ কথা ডাক্তারও বলেছেন। কিন্তু তার পর ?"

বিমলেন্দু বলিল, "তার পর ? কিসের পর ?"

মরিস বলিলেন, "ইভ সেরে উঠলে তার পর ? তার পর কি করবেন ভেবেছেন ? এমন ক'রে আপনাদের উভয়ের বিবাহিত জীবন কাটান অসম্ভব।"

বিমলেন্দু বলিল, "তবে কি করতে বলেন,—বিবাহবিচ্ছেদ—"

মরিস দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিয়া বলিলেন, "ইডিয়ট ! তুমি আজও ইভকে চিনতে পার নি। সে একবার তোমাকে ভালবেসে তোমার সঙ্গে এ জীবনের সম্বন্ধ ছিন্ন করবে, এ কথা মনেও ভেবো না। তার চেয়ে এক কায করুন—ইভকে নিয়ে দূরদেশে চ'লে যান। দূরে—অনেক দূরে—পৃথিবীর অপর প্রান্তে। সেখানে গেলে হয় ত সময়ে অবিশ্বাসের কারণকে ভুলতে পারবেন, আবার নতুন ক'রে সংসার গ'ড়ে তুলতে পারবেন।"

বিমলেন্দু বাধা দিয়া আকুল প্রাণে বলিল, "ভুল বুঝেছেন লেফটানেণ্ট সিবরাইট ! বিদ্রোহী মনকে বশে আনবার জন্যে প্রলোভনের কাছ থেকে দূরে—অনেক দূরে ছুটে পালিয়ে এসেছি, ইভের সঙ্গকে জীবনের মূল লক্ষ্য ক'রে চলেছি, তবু ভুলতে পারিনি। সে পাপ চিন্তা ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছে—তাকে ঘৃণা করেছি, দূর-ছাই করেছি, তবু সে সঙ্গ ছাড়েনি। প্রতারণা ক'রে ইভকে লাভ করেছি, তার কি এই শাস্তি ! উঃ !"

বিমলেন্দু দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া আবার টেবিলের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল, তাহার শরীরটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। মরিস এই অবস্থায় তাহাকে ক্ষণকাল থাকিতে

দিলেন, তাহার পর উঠিয়া গিয়া তাহার কাঁধের উপর দুইখানা হাত রাখিয়া বলিলেন, "মিঃ রায়! বালকের মত কাঁদা-কাটা পুরুষের সাজে না। আপনার মনের অবস্থাটা এখন বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু যত অসাধ্য হ'ক, তবুও মানুষের মত আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে, কেন না, এতে কেবল আপনার ভাল-মন্দ থাকলে আমি কোন কথায় থাকতুম না; কিন্তু এতে আর এক প্রাণীর ভাল-মন্দ রয়েছে—যাকে আমি জগতে ভগবানের অমূল্য দান ব'লে মনে করি, তার সুখ-দুঃখ, জীবন-মৃত্যুর কথা রয়েছে; সুতরাং আপনি যে পাপ করেছেন, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—নিজের উপরে সকল দুঃখ-কষ্টের বোঝা চাপিয়ে নিয়ে ইভকে সকল ঝড়-ঝাপটা হ'তে দূরে রাখতে হবে। এর জন্যে আপনার মন যদি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়, তাও সহ্য করতে হবে—কিন্তু তাও হাসিমুখে, ইভকে কিছু জানতে না দিয়ে। কেমন, পারবেন? তা হ'লে বুঝবো, আপনি মানুষ, যথার্থই আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার ইচ্ছা হয়েছে। না হ'লে কেবল বালকের মত কেঁদে মনের কষ্ট জানালে কিছুই হবে না।"

বিমলেন্দু বলিল, "সব বুঝি, কিন্তু মনের উপর জোর ত চলে না। আমি ইভের জন্য প্রাণ দিতে পারি, কিন্তু তাতে ইভ কি সুখী হবে?"

মরিস বলিলেন, "প্রাণ দেওয়াটা শক্ত কথা নয়, কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা মনকে ফিরিয়ে আনতে হবে। এইটেই শক্ত কথা। আপনি পুরুষ, পুরুষমানুষের মত মনের উপর সে জোর করতে হবে। তবে

বুঝবো, আপনার যথার্থ অনুতাপ হয়েছে। যদি ঈশ্বর-ইচ্ছায় ইভ এ যাত্রা রক্ষা পায়, তা হ'লে প্রতিজ্ঞা করুন, ইভের চিন্তা ধ্যান জ্ঞান করতে অভ্যাস করবেন, বলুন, অন্য পাপ চিন্তাকে মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা করবেন ?"

বিমলেন্দু উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে নার্স আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল এবং বিমলেন্দুকে দেখিয়া বলিল, "এই যে আপনি এখানে। ডাক্তার বললেন, মিসেস রায়ের জ্ঞান হয়েছে, বারো ঘণ্টার মধ্যে জীবনের কোনও আশঙ্কা নেই, মিসেস রায় মিস বেলকে খুঁজছেন, বলছেন, দু দিন আগে পুরীতে যে তার করেছেন, জবাব এসেছে কি না।"

বিমলেন্দু মাথা নত করিয়া মনে মনে জগদীশ্বরকে তাহার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিল, তাহার পর বলিল, "হাঁ, তারের জবাব সেই দিনই এসেছে। তাঁরা বোধ হয় আজ দুপুরে এখানে পৌঁছবেন। আপনি মিস বেলকে ডেকে দিন। আমার কি এখনও দেখা করতে মানা ?"

নার্স বলিল, "হাঁ, ডাক্তার এখন কাকেও যেতে নিষেধ করেছেন।"

নার্স এই কথা বলিয়া মিস বেলের সন্ধানে গেল।

মরিস ঈষৎ প্রফুল্লচিত্তে বলিলেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! বোধ হয়, বিপদ কেটে গেল। আমি যাচ্ছি, কিন্তু আমার কথাটা মনে রাখবেন। আবার বলছি, মানুষের মত পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন।"

মরিস চলিয়া গেলেন, তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, নবোদিত সূর্য্যকিরণে জগৎ হাসিতেছে। বিমলেন্দু তদবস্থায় বসিয়া মরিসের কথাই তোলাপাড়া করিতে লাগিল।

২২

প্রতিমারা দার্জ্জিলিঙ্গে আসিয়াছে এবং সেই দিনই প্রতিমা ইভকে দেখিতে গিয়াছে। প্রতিমা যখন ইভের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আইসে, তখন তাহাকে যাহারা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল, তাহারা লক্ষ্য করিয়াছিল, প্রতিমার নয়ন দুইটি জবাফুলের মত রক্তবর্ণ, মুখে গভীর বিষাদের চিহ্ন। সে যে বহুক্ষণ ক্রন্দন করিয়াছিল, তাহা তাহাকে দেখিয়া বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় নাই। প্রতিমা কাহারও কোনও কথার জবাব না দিয়া, কাহাকেও কোনও কথা না বলিয়া কক্ষান্তরে পিতার নিকট চলিয়া গেল।

রামপ্রাণ বাবু যখন আকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইভ কেমন আছে", তখন প্রতিমা সে কথার জবাব না দিয়া বিষাদজড়িত স্বরে কেবল জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, যে মানুষ প্রতিক্ষণেই মৃত্যু-কামনা করে, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে, সে কি বাঁচে?"

রামপ্রাণ বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন মা, এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন? ইভ কি তোমায় মৃত্যুর কথা বলেছে? তোমার সঙ্গে কি কথা হয়েছিল?"

প্রতিমার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল, সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "সে·কথা জিজ্ঞাসা কোরো না বাবা, আমি কোন কথা বলতে পারব না ”

রামপ্রাণ বাবুর বিস্ময় বৃদ্ধি হইল; কিন্তু তিনি জানিতেন, প্রতিমা যাহা সঙ্কল্প করে, তাহা হইতে সহজে তাহাকে বিচ্যুত করা সম্ভবপর নহে। তাই কথাটা জানিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ প্রবল হইলেও তিনি নীরব রহিলেন। প্রতিমা তাঁহার পৃষ্ঠদেশে হস্ত রক্ষা করিয়া বলিল. "যা আমায় বলেছে ইভ. তা আমাকেই বলেছে। তা শুনে জগতের আর কারুর কোন লাভ-লোকসান নেই।"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "না, আমি সে কথা আর জিজ্ঞাসা করতে চাইনি। তবে জান্‌তে চাই, তুমি কেন বল্‌লে, যে মৃত্যু চায়, সে বাঁচে কি না? ইভ কি মৃত্যু চাইছে?"

প্রতিমা কেবল ঘাড় নাড়িয়া গম্ভীরস্বরে বলিল "হাঁ।"

রামপ্রাণ বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কেন? ইভের কিসের অভাব? তার ত কোন সাধ অপূর্ণ হয়নি—তবে এই বালিকাবয়সে এমন কামনা করছে কেন?"

প্রতিমা এবারও সহসা উত্তর করিল না, কেবল মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রামপ্রাণ বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "আমি ত এ সব কিছুই বুঝতে পারিনি। আর ইভের এই বয়সে এত ঘন ঘন এমন কঠিন রোগই বা হয় কেন, তাও মাথায় আসে না। কিছু দিন আগে পুরীতে কি রোগ থেকেই না সেরে উঠল!"

প্রতিমা অনুচ্চস্বরে কেবল বলিল, "রোগ কি কারু হাতধরা যে, জানিয়ে আসবে যাবে ?"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "তা ঠিক। তবে প্রথমে পুরীতে ইভের চমৎকার স্বাস্থ্য দেখেছিলুম।"

প্রতিমা মাথাটা আরও অবনত করিয়া জড়সড় হইয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল, "হুঁ।"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "যাক্, ডাক্তার কি ব'লে গেলেন ? কোন আশা দিয়েছেন কি ?"

প্রতিমা বলিল, "হাঁ, তিনি বলেছেন, এখন আর তিন দিনের মধ্যে প্রাণের ভয় নেই, তবে—তবে—"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "তবে কি ?"

প্রতিমা বলিল, "তবে ডাক্তার এ কথাও ব'লে গেছেন যে, যদি এর উপর আর কোন উপসর্গ না জোটে, যদি মনটা ওর প্রফুল্ল থাকে, তা হ'লে ভালর দিকেই যাবে। কিন্তু ওর মনের গতি ত ভাল ঠেকলো না। বাবা ! বাবা ! যদি ইভের কিছু ভালমন্দ হয় !"

বলিতে বলিতে প্রতিমা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রামপ্রাণ বাবু তাহার মাথার উপর হাতখানা বুলাইতে বুলাইতে স্নেহভরে বলিলেন, "ভয় কি মা ! সেরে উঠবে সে। রোগ কি কারও হয় না ?"

প্রতিমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ইভের মত মেয়ে কটা হয় বাবা ! এমন মায়াবী কাউকে দেখিনি। হাঁ বাবা, পুরীতে মাতাজীকে লিখে ইভের জন্যে শান্তি-স্বস্ত্যেন করলে হয় না ?"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "তা কি হয় মা? ওরা যখন ও সব মানে না, তখন—"

কথাটা শেষ করিতে না দিয়া প্রতিমা বলিল, "নাই মানলে, তাতে কি? আমি যদি ওর কল্যাণে শান্তি-স্বস্ত্যেন করি, তাতে দোষ কি?"

বামপ্রাণ বলিলেন, "তবে তাই কর। যাতে মনে শান্তি পাও, তাই কর।"

এই সময়ে মিস্ বেল সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "এই যে আপনি এখানে? চলুন, ইভ আবার আপনাকে ডাকছে। আজ তাকে যেন একটু ভালই দেখাচ্ছে—আপনি আসার পর থেকে তার মুখে হাসি দেখছি।"

প্রতিমা সে কথার জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই খানিক আগে তার ঘর থেকে আসছি। ডাক্তার সাহেব আর তার ঘরে ভিড় করতে মানা করে দিয়েছেন। তা হ'লে কি আমাদের এখন আর যাওয়া উচিত?"

মিস্ বেল বলিলেন, "সে কারও কথা শুনতে চাইছে না, কেবল আপনাকে ডাকছে। বোধ হয়, তার কি বলবার আছে।"

প্রতিমা যখন ইভের রোগশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হইল, তখন তাহার চক্ষুর ভাব দেখিয়া ভীত হইল—সে চক্ষু এত উজ্জ্বলতা ত কখনও ধারণ করে নাই!

প্রতিমা নতজানু হইয়া বাহুবেষ্টনে আলিঙ্গন করিয়া ইভকে আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ইভ, ডেকেছিলে কেন? তোমার কি কষ্ট হচ্ছে?"

ইভ সে কথার জবাব না দিয়া বলিল, "ব'স।" তাহাব মুখমণ্ডল অসম্ভব গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল।

প্রতিমা একখানা কেদারা টানিয়া লইয়া বসিল, দুই হাতে ইভের রোগশীর্ণ একখানি হস্ত ধারণ করিয়া রহিল।

ইভ অতি ক্ষীণস্বরে বলিল, "আচ্ছা, মানুষ ম'রে কোথায় যায়, বলতে পার?—সেখানে কি এই পৃথিবীব সুখ-দুঃখ সঙ্গে যায়?"

প্রতিমা ব্যাকুলভাবে বলিল, "কেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন, ইভ?"

ইভ কেবল বলিল, "বল।"

প্রতিমা নীরবে ব্যথিত-হৃদয়ে বসিয়া রহিল, কোন উত্তর দিতে পারিল না। তখন ইভ বলিল, "বলবে না? তা যাক্, না বল, ক্ষতি নেই, আজ তোমায় আমায় শেষ বোঝাপড়া হবে।"

প্রতিমার হৃদয় ভাব-সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গে আলোড়িত হইয়া উঠিল, একটা অজানা আতঙ্কে তাহার বুক দুরু-দুরু কাঁপিয়া উঠিল। প্রতিমা যে ইভকে বস্তুতঃই প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত, সেই ইভের সম্মুখে বসিয়া থাকিতে তাহার কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল।

কিন্তু তাহাকে এই অস্বস্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্যই যেন সেই সময়ে নার্স আসিয়া বলিল, "ওষুধ খাবার সময় হয়েছে, ওষুধ দিই।"

ইভ ঈষৎ রুষ্ট হইয়া বলিল, "আমি ত এখন কাউকে এ ঘরে আসতে মানা করেছি। আমি ওষুধ খাব না, যাও, পরে এস।"

নার্স ইভকে চিনিত, সুতরাং কোনও আপত্তি না করিয়া নিঃশব্দে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। প্রতিমা বাধা দিতে যাইতেছিল, কিন্তু ইভ তাহাকে কিছু বলিবার অবসর না দিয়াই বলিল, "বাধা দিও না, প্রতিমা। হয় ত এই শেষ দেখা। আমায় শেষ মুহূর্ত্তে শান্তিতে যেতে দাও। স'রে এস, আরও কাছে স'রে এস, আমার বলা শেষ করতে দাও।"

তখন ইভ একান্তে প্রতিমাকে পাইয়া তাহার মনের কথা সংক্ষেপে বলিয়া যাইতে লাগিল। ধীরে, অতি ধীরে, কখনও মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া, কখনও কষ্টে শ্বাসগ্রহণ করিয়া ইভ তাহার অন্তরের অন্তস্তলের কথা বলিয়া যাইতে লাগিল। সে করুণ-কাহিনী ইভ ও প্রতিমা ব্যতীত আর কেহ শুনিল না। যিনি অন্তর্যামী, তিনি ভিন্ন আর কেহ এই দুইটি মর্ম্মপীড়িতা নারীর বিশ্রম্ভালাভের বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না।

২৩

মাতাজী সন্ন্যাসিনী, কিন্তু সন্ন্যাসিনী হইলেও সংসারের সহিত সকল সম্পর্কে বর্জ্জিত ছিলেন না। তাই যখন তিনি প্রতিমার নূতন মঠ-নির্ম্মাণে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে প্রতিমার অনুরোধ আসিলে তিনি সংসারীরই মত হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করিলেন; ভাবিলেন, এখনও ত তিনি সুখ-দুঃখের অতীত হইতে পারেন নাই? প্রতিমা তাঁহাকে ইভের অবস্থার কথা

জানাইয়া তাহার জন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিতে লিখিয়াছিল। ইভ তাঁহার কে, অথচ ইভের অবস্থার কথা শুনিয়া তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হয় কেন? দেহী হইলেই কি চিন্তার হস্ত হইতে অব্যাহতি থাকে না?

যখন তাঁহার মনের অবস্থা এইরূপ, তখন এক দিন কোনও এক ভক্ত শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি বিধাতা তাঁহার বিধান পূর্ব্বাহ্নেই স্থির করিয়া রাখেন,তাহা হইলে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের প্রয়োজন কি? উহাতে কি বিধাতার বিধান টলান যায়?"

মাতাজী বলিলেন, "বিধাতা কি বিধান করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা মানুষের অজ্ঞেয়, ধারণার অতীত, সুতরাং স্বস্ত্যয়ন করিতে ক্ষতি কি? বিধাতা যদি এমনই বিধান করিয়া থাকেন যে, স্বস্ত্যয়ন করিলে রোগশোকের উপশম হইতে পারে, তাহা হইলে স্বস্ত্যয়ন করিতে আপত্তি কি? মনের সংশয় রাখিয়াই বা ফল কি? রোগ হইলে রোগী বাঁচিতেও পারে, মরিতেও পারে। কিন্তু তাহা বলিয়া যাহা হইবে তাহা হইবেই নিশ্চয় করিয়া রোগের চিকিৎসা না করিয়া কেহ নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকে কি? সেইরূপ স্যস্তয়ন দ্বারা প্রতীকারের চেষ্টা করিলেই বা ক্ষতি কি?"

এ বিষয়ে আরও কিছু আলোচনা হইবার পর শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, মাতাজী, কেউ স্বস্ত্যেনের জন্যে নারায়ণের তুলসী দেয়, কেউ বা তারকনাথের মানসিক করে, কেউ বা মা কালীর কাছে জোড়া পাঁঠা মানে। কিন্তু আপনিই ত বলেছেন, ভগবান্ এক, আর তাঁকে ঘুষ দিয়ে মানুষ নিজের কর্ম্মফল হ'তে

নিস্তার পায় না, তাঁর বিধানও উল্টে দিতে পারে না, তবে এ সব মিথ্যে আড়ম্বর করার প্রয়োজন কি ?"

মাতাজী হাসিয়া বলিলেন, "কি মিথ্যে, কি সত্যি, তা আমরা নিশ্চয় ক'রে যখন বলতে পারিনে, তখন হয় ত ভগবান্‌ই আমাদের স্বস্ত্যেন করতে মনকে ব'লে দিচ্ছেন ভেবে স্বস্ত্যেন করতে ক্ষতি কি ?"

শিষ্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান্ যখন এক, তখন কোথাও তিনি শালগ্রামপাথর হয়ে তুলসী দিতে মনকে ব'লে দেন কেন, আবার কোথাও বা কালী হয়ে জোড়া পাঁঠা মানসিক করতে ব'লে দেন কেন ?—তারকনাথ হয়ে হত্যে দিতেই বা ব'লে দেন কেন ? তিনি ত সকল মানুষকেই এক রকম ক'রে স্বস্ত্যেন করতে ব'লে দিতে পারেন। তাঁর এমন নানা মূর্ত্তি ধ'রে মানুষের মনকে পথ দেখিয়ে দেওয়ার দরকার কি ?"

মাতাজী বলিলেন, "তুমি বাপু বড় বড় কথা এনে ফেলছ, এ সব সমস্যার অল্পসময়ে জবাব দেওয়া যায় না। আমরা সবাই মানুষ —মানুষের এ সব বোঝবার ক্ষমতা নেই। যাঁরা সিদ্ধসাধক হয়েছেন তাঁরাই এ সকল কথার মীমাংসা ক'রে দিতে পারেন !"

শিষ্য বলিলেন, "তা হ'লে আমাদের মত সাধারণ মানুষরা কি করবে—যা দেখে আসছে, বিচার না ক'রে অন্ধের মত তাই ক'রে যাবে ?"

মাতাজী বলিলেন, "হাঁ, তাই ক'রে যাবে। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণের মত যাঁরা মহাপুরুষ, তাঁরা আমাদের যে পথ দেখিয়ে

গেছেন, তাই বিনা বিচারে মেনে নিয়ে চলা ভিন্ন আমাদের উপায় কি ?”

শিষ্য বলিলেন, “শঙ্কর অদ্বৈতবাদ প্রচার ক’রে গেছেন, এক বই তুই নেই, তবে আমরা কেন অনেকের পূজো করি, মানসিক করি ?”

মাতাজী বলিলেন, “শঙ্কর একের পূজো প্রচার ক’রে গেছেন, এ কথা যেমন সত্য, তেমনই শঙ্কর গঙ্গা-স্তোত্র লিখে গেছেন, গোপালের স্তোত্রও প্রচার ক’রে গেছেন। চৈতন্য কত বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনিও জান্‌তেন, ভগবান্ এক। তবুও তিনি জগন্নাথে গিয়েছেন, বৃন্দাবনে গিয়েছেন, কত তীর্থে গিয়েছেন,—কত মূর্ত্তি পূজো করেছেন। শ্রীক্ষেত্রে তিনি জগবন্ধুর পূজো-আরতি দেখে চোখের জলে ভেসে যেতেন, কত সময়ে তাঁর প্রেমোন্মাদ হ’ত। কেন হ’ত ? বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্যের চেয়ে আমরা পণ্ডিত নই, তাঁদের মত আমাদের শাস্ত্রজ্ঞানও নেই, তাঁরাও ‘অনেকের’ পূজো ক’রে গেছেন, একের ভেতরে অনেক দেখে গেছেন। ভগবান্ রামকৃষ্ণ মা কালীর পূজোয় ব’সে তন্ময় হয়ে যেতেন। আমরা কে যে, তাঁদের এই ভাবের পূজোর ন্যায়-অন্যায়ের বিচারে বসব ? তার চেয়ে তাঁদের মত মহাপুরুষরা যে পথে চ’লে গিয়েছেন, সেই পথে চলাই কি আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য নয় ? যাক্, আমি ভাবছি, মেয়েটার কি হবে। আজ দার্জ্জিলিঙ্গের চিঠি পাবার কথা, দেখ দেখি ডাকহরকরা এল কি না।”

শিষ্য উঠিয়া গেলেন, মাতাজী গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া বসিয়া রাহিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, “কেন এমন হয় ? যার

জীবনের কোনও সাধ পূর্ণ হয় নাই, তাকে ভগবান্ অল্পবয়সে কোলে তুলে নেন কেন? কর্ম্মফল! কর্ম্মফল! কিন্তু তিনিই ত কর্ম্ম দেন, তবে মানুষ তার ফলভোগ করে কেন? মানুষকে তিনি কর্ম্মও দিয়েছেন, তার সঙ্গে বিবেকও দিয়েছেন। বাসনার বশে বিবেকের ইঙ্গিত মানুষ শোনে না ব'লে তাকে কর্ম্মফল ভুগতে হয়। তা, বাসনাও ত তিনি দিয়েছেন। বাসনা আর বিবেক দিয়ে তিনি মানুষকে পরীক্ষা করেছেন,—এই তাঁর লীলা। কিন্তু এ লীলার রহস্য বুঝবো কি ক'রে?"

অকস্মাৎ তাঁহার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল, যাহা তিনি কল্পনাও করেন নাই, তাহাই ঘটিয়া গেল, প্রতিমার পত্রের পরিবর্ত্তে প্রতিমা স্বয়ং আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল,—তাহার পদ্মনেত্র দুইটি জলে ভাসিতেছে। মাতাজী সন্ন্যাসিনী, সংসারবিরাগিণী, কিন্তু তথাপি আতঙ্কে তাঁহার বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল। কি শুনি! কি শুনি! কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না।

প্রতিমা তাঁহার চরণে নত হইয়া পদধূলি গ্রহণ করিল, ধরা গলায় বলিল, "সব শেষ ক'রে এসেছি মা, আজ নেমেই এখানে চ'লে এসেছি।"

মাতাজী তাহাকে বসাইয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন, "কবে হ'ল?"

প্রতিমা বলিল, "আজ চার দিন। মা গো, কেন এমন হয়? অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে এমন ক'রে পৃথিবীর ভোগ অসম্পূর্ণ রেখে কেন অল্পবয়সে মানুষ চ'লে যায়? নিষ্ঠুর দেবতা!"

মাতাজী সস্নেহে তাহার মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিয়া বলিলেন, "না মা, দেবতা নিষ্ঠুর নয়, নিষ্ঠুর আমরা নিজেই। যে যেমন কায ক'রে এসেছে, সে তেমনই ফল ভোগ করছে। এই এতক্ষণ এই কথাটাই তোলাপাড়া করছিলুম। অনেক ভেবেও ঠিক করতে পারি নি, কেন এমন হয়। কিন্তু তুমি আসবার পরেই কে যেন আমায় অন্ধকারে আলো দেখিয়ে দিলে। যাক্, শেষটা কি হ'ল ? তোমায় কিছু ব'লে গেল ? আহা, অভাগী ইভ !"

প্রতিমা বলিল, "না মা, তাকে অভাগী বলবেন না, তার মত সৌভাগ্যবতী কে ? শেষের দিনে আমায় যা ব'লে গেল, তাতে বুঝেছিলুম, কি তৃপ্তি—কি শান্তি নিয়ে সে চিরবিদায় নিচ্ছে !"

মাতাজী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "শান্তি—তৃপ্তি ? সে কি ? তার বাসনা ত অপূর্ণ রয়েই গেল, সব ত আমায় বলেছো।"

প্রতিমা বলিল, "জানি। কিন্তু জেনেও বলছি, সে পরম শান্তিতে জগতের কাছে বিদায় নিয়েছে। তার কি আশ্চর্য্য ত্যাগের ক্ষমতা ছিল, তা ত দেখলেন না। আমায় যা ব'লে গেল, তাতেই বুঝেছিলুম, তার মনটা কত উঁচু ছিল, কত বড় ত্যাগ ক'রে সে শান্তি পেয়েছিল। এমন ক'রে পরের জন্যে আপনাকে ত্যাগ করতে কাউকে দেখি নি।"

মাতাজী হর্ষভরে বলিলেন, "বটে ? তা হ'লে আমার আর কোন দুঃখ নেই। তা তোমায় কি ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেল ?"

প্রতিমা নীরবে মুখ অবনত করিয়া রহিল। মাতাজীর বিস্ময়বৃদ্ধি হইল। তিনি ত এ যাবৎ প্রতিমাকে কোন কথা গোপন করিতে দেখেন নাই। বলিলেন, "বল্‌তে কি বাধা আছে?"

প্রতিমা কেবল বলিল, "সে নিজে নিষেধ করেছে। আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিইছি।"

মাতাজী এ সম্বন্ধে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, কেবল বলিলেন, "বিমলেন্দু বাবু কোথায়?"

প্রতিমা অবনত মস্তকে বলিল, "জানি না। বোধ হয় দার্জ্জিলিঙ্গে।"

মাতাজী বলিলেন, "তোমাদের স্নানাহার হয় নি দেখছি। এখানেই কি প্রসাদ পাবে, না তোমার বাবাও এসেছেন?"

প্রতিমা বলিল, "হাঁ, তিনিও এসেছেন, শৈলও এসেছে। আজ বাসাতেই যাই, এর পর আসব।"

প্রতিমা প্রণামান্তে বিদায় গ্রহণ করিল, মাতাজী ইভের কথাই ভাবিতে লাগিলেন।

২৪

আজ শেষ দিন। আজ রাত্রিশেষে ইভের ক্ষুদ্র জীবননাটকের শেষ যবনিকাপাত হইবে। প্রদীপ যেমন নিভিবার পূর্ব্বে এক বার শেষ মুহূর্ত্তের জন্য দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তেমনই ইভের জীবন-প্রদীপ সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে এক বার শেষ জ্বলিয়া উঠিল।

ইভ এমন প্রফুল্ল বহু দিন হয় নাই, তাহার মুখে চোখে একটা অপার্থিব ঔজ্জ্বল্য দেখা দিয়াছিল। সে সকলের সহিত হাসিয়া কথা কহিতেছিল। এত কথা সে রোগ দেখা দিবার পর হইতে কখনও কহে নাই। তখন কেহ বুঝিতে পারে নাই যে, অতি শীঘ্রই দীপ-নির্ব্বাণ হইবে। কেবল বিমলেন্দুর মনে কে যেন বলিয়া দিতেছিল, সে আজ সর্ব্বস্বহারা হইবে।

যখন ইভ সকলের সহিত কথা কহিয়া, সকলকে বিদায় দিয়া কেবল স্বামীকে কাছে থাকিতে বলিল, তখন বিমলেন্দুর দুই নয়ন বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল। ইভ পুলকিত প্রেমভরে বিমলেন্দুর একখানি হাত ধরিয়া মধুর কোমল কণ্ঠে বলিল, "ছিঃ! কাঁদছ কেন? তুমি পুরুষমানুষ, তোমার কি কান্না সাজে? এই দেখ, আমি তোমার কথা শুনছি, তোমার মুখের আলো দেখছি, তুমি কাছে থাকলে স্বর্গের সুখের আনন্দে আমার সমস্ত মন যেমন ক'রে ভ'রে ওঠে, এখন তেমনই ক'রে ভ'রে উঠেছে, আমার মনে হচ্ছে, যেন আমি বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছি। এর চেয়ে আমার কি সুখ আছে?"

বিমলেন্দু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ইভ, কি ব'লে আমার ভোলাবে? আমি কি বুঝতে পাচ্ছি না, আমার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়েছে!"

ইভ বিমলেন্দুর হাতখানা লইয়া নিজের ললাটে ও গণ্ডে বুলাইতে বুলাইতে স্নেহভরে বলিল, "দেখ, এই ভোগের দেহ ক'দিনের? এই দেখ, আমার শীর্ণ হাত; এই দেখ, আমার শীর্ণ শরীর।

এ শরীর নিয়ে বেঁচে থেকে কেবল তোমার যন্ত্রণার বৃদ্ধি করবো বই ত নয়। তার চেয়ে শয্যাগত না হয়ে এই বেলাই তোমায় ভালবাসতে বাসতে যদি এই পৃথিবী হ'তে বিদায় নিতে পারি, তার চেয়ে কি সুখ আছে !"

বিমলেন্দু তাহাকে বাধা দিতে যাইতেছিল, কিন্তু ইভ তাহাকে কিছু বলিতে না দিয়া আপনিই বলিয়া যাইতে লাগিল, "ইন্দু, বড় ইচ্ছে ছিল, তোমার মত ঐ রকম সুস্থ সবল সুন্দর দেহ নিয়ে তোমার সেবা করতে বেঁচে থাকব। কিন্তু তা হবার নয়। আমার মায়ের দিক থেকে আমাদের সবাই অল্পবয়সে সংসার ছেড়ে বিদায় নিয়ে গিয়েছে। আমার মায়ের মা আমার মত অল্পবয়সে মারা যান, আমার মা-ও তাই, কেউ অনেক দিন বাঁচেন নি। আমি যদি বুঝতুম, তুমি তোমার সুস্থ সবল দেহ নিয়ে আমায় যা দিতে পারবে, আমি বেঁচে থেকে তেমনই তার প্রতিদান দিতে পারব, তা হ'লে আমার বেঁচে থাকা সার্থক হ'ত। কিন্তু কেবল শয্যাগত হয়ে দুর্ব্বহ জীবনভার নিয়ে এই শীর্ণ শরীরে বেঁচে থেকে লাভ কি ?"

বিমলেন্দু বলিল, "ইভ, এ সব কথা ব'লে কেবল আমার মনে ব্যথা দিয়ে লাভই বা কি ?"

ইভ বলিল, "তোমায় ব্যথা দেব ? তোমাদের কত কায আছে, তোমরা কত কাযে ডুবে থেকে এই দুঃখের জীবনের ভার হাল্‌কা করতে পার। আমাদের কি আছে ? আমাদের কেবল ভালবাসা আছে, আমরা কেবল ভালবাসা নিয়ে বেঁচে থাকি।"

বিমলেন্দু ব্যথিত স্বরে অনুযোগ করিল, " তবে ? তবে সেই ভালবাসা থেকে আমায় বঞ্চিত করবার কথা বলছ কেন ?"

ইভ আবার বিমলেন্দুর হাত দুইখানা ধরিয়া আপনার ললাটে বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তোমায় ভালবাসি বলেই ত মরণ কামনা করছি। আমি চিররুগ্ন হয়ে বেঁচে থেকে কেবল তোমার সুখের পথে কাঁটা হব কেন ? সেইটেই কি ভাল ? তার চেয়ে—"

বিমলেন্দু আঘাতের উপর আঘাত পাইয়া বাধা দিয়া বলিল, "এই রকম করেই কি আমার সুখের পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে চাও ? যদি তুমি আমায় যথার্থ ভালবাস, তা হ'লে কি আমার মনে কষ্ট দিয়ে সুখ পাবে ?"

ইভ ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, "আমার সুখ ? আমি কে ? তোমার সুখ যাতে হয়, তাই করা কি আমার প্রথম কায নয় ? কিসের দুঃখ, ডার্লিং ? এই পৃথিবীর দুদিনের ছাড়াছাড়িতে কি দুঃখ প্রিয়তম ? ঐ ওপারে আবার আমাদের দেখা হবে, আবার আমরা ভালবাসবো, সে ভালবাসায় ত ছাড়াছাড়ি থাকবে না। তবে দুঃখ কি ? কিন্তু যদি এখানে বেঁচে থেকে কেবল তোমার সুখের অন্তরায় হই, তা হ'লে সেখানে কি তুমি আমায় আর ভালবাসবে ?"

ইভ এতক্ষণে হাঁপাইতে লাগিল। বিমলেন্দু তাহাকে বাতাস করিতে করিতে বলিল, "চুপ কর ইভ, আর কথা কোয়ো না—আর সহ্য করতে পারি না।"

বিমলেন্দু কাঁদিয়া ফেলিল।

ইভ আবার কোমল কণ্ঠে বলিল, "ছিঃ, কাঁদে না। এ পৃথিবীতে তোমায় আমায় ছাড়াছাড়ি হবেই, তা আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি। প্রথমটা খুব কষ্ট হবে। ডার্লিং! সহ্য কর, মানুষের মত বুক বাঁধ, ধৈর্য্য ধর।"

বিমলেন্দু চক্ষুর জল মুছিয়া বলিল, "না, না, পারি না, আর—"

ইভ বাধা দিয়া বলিল, "ডার্লিং! সব ভগবানের হাত, তুমি আমি কি করতে পারি?"

বিমলেন্দু বলিল, "যদি তোমায় আমায় দেখা না হ'ত, তা হলেই ভাল হ'ত।"

ইভ দুঃখিত হইয়া বলিল, "না, না, ও কথা বোলো না। যে দিন তোমায় আমায় প্রথম দেখা হয়েছিল, এখনও সে দিনের জন্য ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিই—আবার সে দিন বার বার ফিরিয়ে আনতে প্রার্থনা করি। সে দিন যা আমি পেয়েছি, তা আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে কখন পাই নি। এই মরণের দোরে এসে পৌঁছে শেষ ছাড়াছাড়ির দিনেও বলছি, সে দিনের সুখের বদলে আমি জগতের অন্য কোনও সুখ চাইনি। ইন্দু! জান কি, তোমায় ভালবেসে আমি কি সুখ পেয়েছি, তোমার এক দিনের ভালবাসাও আমার কি গৌরবের জিনিষ?"

ইভ আরও হাঁপাইতে লাগিল, কিন্তু তাহার চক্ষুর জ্যোতি আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বিমলেন্দু তাহাকে বাহুপাশে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "ইভ! ইভ! অমন করছ কেন? সত্যই কি আমায় ফাঁকি দিয়ে চল্‌লে?"

ইভের মৃত্যুযাতনা-ক্লিষ্ট পাণ্ডুর বদনে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় আলোক-রেখাপাত হইল, সে তখনও ক্ষীণ স্বরে বলিতে লাগিল, "ইন্দু, সুখী হও। আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, আমার মৃত্যুর পর তোমার সাজান সংসারে কেমন সুস্থ, সুন্দর, সবল বালকরা আনন্দে খেলা ক'বে বেড়াচ্ছে ; যেন দেখছি, তোমার ফুটফুটে সুন্দব মেয়েদের সুন্দর গণ্ডে গোলাপ ফুটে রয়েছে, তারা তোমার গলা জড়িয়ে ধ'রে পাখীর মত মিষ্টি সুরে তোমায় তাদের হাসিকান্নার কথা শোনাচ্ছে,—আর তাদের সুন্দরী মা হাসি হাসি মুখে তোমায় সংসারের কত সুখ-দুঃখের কথা জানাচ্ছে। যেন তুমি তোমার সন্তানের জননীকে বুকে ধ'রে কত ভালবাসার কথা বলছ। আমার কথা মনে ক'রে প্রতিমা কি তোমায় আমার মত ভালবাসবে না—এই দুঃখিনী বোনের জন্যে দু ফোঁটা চোখের জল ফেলবে না ?—ইন্দু, ইন্দু, ডার্লিং।"

ইভ আর কথা কহিতে পারিল না, তাহার দেহ অবশ হইয়া ঢলিয়া পড়িল।

আতঙ্কে বিমলেন্দুর প্রাণ উড়িয়া গেল, সে তাড়াতাড়ি ইভকে দুই বাহুতে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া ডাকিল, "ইভ! ইভ! ডার্লিং ইভ!"

ইভ মুহূর্ত্ত পরেই প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল ; অতিরিক্ত শ্রমে সে কিছুক্ষণ শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল মাত্র। স্বামীর বুকে মুখ রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "ভয় কি ইন্দু! এখনও মরি নি।"

বিমলেন্দু কাতর কণ্ঠে বলিল, "পরীক্ষার কি এখনও শেষ হয় নি ইভ ? বল, কি করলে তোমার বিশ্বাস হবে, আমার মোহক্ষয় হয়েছে ?"

ইভ মৃদু হাসিয়া বলিল, "ছি ইন্দু ! এই শেষ মুহূর্তে আমায় মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছ কেন ? তুমি কি ভাব, আমি তোমার ভেতরটা সবটা দেখতে পাচ্ছি নি—সব জানতে পাচ্ছি নি ? তা হ'লে এত দিন তোমায় কি ভালবাসলুম ? ও আমার ডার্লিং, তুমি প্রতি মুহূর্তে কি চিন্তা কর, কি চাও, কি অভাব বোধ কর, তা যদি না বুঝতে পারব, তা হ'লে বৃথা তোমায় ভালবেসেছি, বৃথা তোমাতে আমাকে বিলিয়ে দিয়েছি। এ জগতে তোমার সে মোহ কাটবার নয়, তা জেনেই ত মরণ কামনা করেছি,—যদি অনন্ত জীবনে তোমায় পাই, সেই আশায়। ইন্দু ! কথাটা বড় ঘোলা হোলো, না ? তা হোক, তবু সত্যি।"

বিমলেন্দুর ব্যথিত মন আলেখ্যে অর্পিত আপনার চিত্র স্পষ্টই দেখিতে পাইল, লজ্জায়, অপমানে, মরমে সে মরিয়া গেল। সে কোনও জবাব দিতে পারিল না, মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

ইভ আবার বলিল, "লজ্জা পেয়েছ ? লজ্জা কি ? মনের উপর ত কারও জোর নেই। তাই ত তোমায় সুখী করবো বলেই মরতে চাইছি। ইন্দু ! ডার্লিং ! মুখ তুলে কথা কও—বোধ হয়, এ জগতে তোমায় আমায় এই শেষ দেখা—"

ইভ অত্যন্ত হাঁপাইতে লাগিল, তাহার চক্ষুর তারকা কেমন হইয়া গেল। বিমলেন্দু বিষম ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, "ইভ ! ইভ ! এ কি ! এমন করছ কেন ?"

তখন তাহার চীৎকারে সকলে সেই কক্ষে ছুটিয়া আসিল। ডাক্তার আসিয়া একটা উত্তেজক ঔষধ ফুটাইয়া দিলেন, কিন্তু কোন আশার কথা বলিতে পারিলেন না।

তাহার পর সারা রাত্রি ইভ জীবন-মবণের সন্ধিক্ষণে অবস্থান করিল, কিন্তু আর কথা কহিল না। শেষ রাত্রিতে যখন ইভের জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া আসিল, তখন এক বার মুহূর্ত্তকালেব জন্য ইভের চৈতন্য হইল। সে চারিদিকে চাহিয়া অতি ক্ষীণ স্ববে ডাকিল, "ইন্দু!"

বিমলেন্দু শয্যা-পার্শ্বে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল, তাহার মুখে একটি কথাও সরিল না। শেষ একবাব ইভ স্বামীব মস্তকে কম্পিত হস্ত রাখিয়া ডাকিল, "ইন্দু! ডার্লিং!" তাহাব পর সব শেষ হইয়া গেল।

বিমলেন্দু পাগলের মত শূন্য দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। তাহাকে ধরিয়া সেই কক্ষ হইতে সরাইবার চেষ্টা করা হইলেও সে এক পদ নড়িল না, তেমনই অবস্থায় ইভেব স্পন্দনহীন হাত দুইখানি ধরিয়া শয্যা-পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া রহিল। তখন পৃথিবীতে কি হইতেছিল, বিমলেন্দুর সে দিকে দৃষ্টি ছিল কি না সন্দেহ।

যখন পূর্ব্বাকাশ রক্তরাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে, যখন কক্ষমধ্যে বিমলেন্দু একাকী ইভের প্রাণহীন দেহ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছে, তখন সে এক অভাবনীয় আশ্চর্য্য কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিল। সে দেখিল, উষার অস্পষ্ট আলোকে আকাশপথে আলোকমণ্ডলের মধ্যে তাহার চক্ষুর সম্মুখে ইভ যেন দাঁড়াইয়া আছে, তাহার

মুখে মৃদুমন্দ হাস্য; জীবনেও যেমন, মৃত্যুর পরও তেমনই সে অলোকসামান্য রূপের জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, তাহার গলিত সুবর্ণপ্রভ আলুলায়িত কুন্তল বায়ু-তাড়নায় ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে, তাহার নীলোৎপল নয়ন দুইটি হইতে স্বর্গীয় অপরিমেয় প্রেমের দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইতেছে।

বিমলেন্দুর সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল; সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া দুই বাহু প্রসারণ করিয়া ইভকে ধরিতে গেল, উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—"ইভ। আমার সর্ব্বস্ব ইভ! আমায় ফেলে যেয়ো না, তুমি যেখানে আছ, আমায় সেখানে নিয়ে যাও, এ জ্বালাময় জগতে আমি থাকতে চাইনে।"

বিমলেন্দু যেমন অগ্রসর হইতে গেল, অমনই মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

২৫

শুদ্ধ-গৈরিকধারিণী এক যুবতী মঠের দেবতার পূজার আয়োজনে তন্ময় হইয়া কার্য্য করিতেছে, নিকটে কেহ নাই। সে প্রতিমা। তাহার কার্য্যতৎপরতায় মঠের মাতাজী ও তাঁহার শিষ্য-শিষ্যারা সকলেই তৃপ্ত। প্রতিমা স্বহস্তে পূজার বাসনগুলি মাজিয়া ঘষিয়া সাজাইয়া রাখিতেছিল, সেগুলি ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করিতেছিল।

প্রতিমার ইহা নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য ছিল। রামপ্রাণ বাবু তাহাকে গৈরিক লইতে বহুবার নিষেধ করিয়াছিলেন,

সংসারত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীর মত জীবনযাপন করিতে কত বাধা দিয়াছিলেন, কত অনুনয়-বিনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারেন নাই। যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন তিনি হতাশ হইয়া পুরীতেই বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রতিমা অধিকাংশ সময় মঠেই থাকিত, পূজা-অর্চ্চনায় কাল হরণ করিত, কদাচিৎ পুরীর বাসায় পিতার নিকট যাইত, শৈলকে আদর করিত।

ইভের মৃত্যুর পর মিস বেল পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এক দিন প্রতিমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তখন প্রতিমা তাহাদের বাসায় থাকিত। মিস্ বেল যে সময়ে দেখা করেন, সে সময়ে মাতাজী ও রামপ্রাণ বাবু বাসায় উপস্থিত ছিলেন। মিস্ বেল সকলকে ইভের কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন; বলিলেন, "এমন মধুর কোমল মন এ জগতে কারও হয় ব'লে জানি নি। মরবার আগে সকলের কথা ভেবেছিল, সকলকার খোঁজ নিয়েছিল। তার উইল যখন পড়া হ'ল, তখন দেখা গেল, সে কাকেও ভোলেনি। নিজের আত্মীয়স্বজনের ত কথাই নেই, যারা তাব সেবা করেছিল—যারা তার ঘরের লোকজন ছিল, তাদেরও কিছু না কিছু দিয়ে গিয়েছে, এমন কি, আমাকেও বাদ দেয় নি। আর তার বাকী যা কিছু সম্পত্তি ছিল, যা কিছু নগদ টাকা-কড়ি ছিল, সব মিঃ রায়কে দিয়ে গিয়েছে। কি ভালবাসত মিঃ রায়কে! এমন ক'রে সর্ব্বস্ব-হারা হয়ে আপনাকে বিলিয়ে দিতে কাউকে দেখি নি। আহা! সব বিলিয়ে দিয়ে শেষে আপনার প্রাণটাও বলি দিলে!"

কথাগুলি বলিয়া মিস্ বেল প্রতিমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রতিমার দৃষ্টি মাটীর উপরে ছিল, তাহার দুইটি চোখ জলে ভরিয়া আসিয়াছিল; সে নীরবে নতমুখে বসিয়া ছিল।

মিস্ বেল ইংরাজীতে কথা কহিতেছিলেন, সুতরাং মাতাজী কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসু দেখিয়া রাম-প্রাণ বাবু সংক্ষেপে ইভের উইলের কথা বুঝাইয়া দিলেন। মাতাজী সমস্ত শুনিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া রামপ্রাণ বাবুকে বলিলেন, "জিজ্ঞাসা করুন, বিমলেন্দু বাবু এখন কোথায় আছেন, কেমন আছেন।"

প্রতিমার মাথা আরও নত হইল, সে প্রায় মাটীর সহিত মিশিয়া যাইবার মত হইল। জিজ্ঞাসিত হইয়া মিস্ বেল বলিলেন, "মিঃ রায় দার্জ্জিলিঙ্গেই আছেন, অন্ততঃ আমি তাই দেখে এসেছি। আছেন, ঠিক বলা যায় না, কেন না, তিনি থেকেও নাই। কারুর সঙ্গে দেখা করেন না, কারুর সঙ্গে মেশেন না, সময়ে খান বা ঘুমোন কিনা, তাও কেউ বলতে পারে না! যে দিন উইল পড়া হয়, সে দিন ইভের এটর্ণী তাঁকে জোর ক'রে ড্রয়িংরুমে বসিয়েছিলেন, কিন্তু উইলের কোনও কথা তাঁর কাণে গিয়েছিল ব'লে আমার মনে হয় না; তিনি যেন কেমন এক রকম হয়ে গেছেন। আমার ভয় হয়, হয় ত তিনি পাগল হয়ে যাবেন, না হয় আত্মহত্যা করবেন। এ সময়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে তাঁর কোন আপনার জন কাছে থাকলে ভাল হ'ত। আমার আত্মীয় মরিস এ সময়ে বন্ধুর মত কাজ করছে, অথচ ইভ যখন বেঁচে ছিল, তখন সে মিঃ রায়কে ঘৃণার

দৃষ্টিতে দেখত। সে আপনাদের নেটিভের উপর বড় সন্তুষ্ট নয়, এ কথা জানেন ত?"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "কেন?"

মিস্ বেল বলিলেন, "সে বলে, আপনাদের চরিত্রের দৃঢ়তা নেই, নৈতিক সাহস নেই। মিঃ রায়ের সম্বন্ধে যে তার একটা মন্দ ধারণা ছিল, এটা তার কথাবার্ত্তায় আর ব্যবহারে জানতে পারতুম। তবে ভিতরের কথাটা কি, বুঝতে পারি নি। কথার ভাবে বুঝেছিলুম, মিঃ রায় না কি ইভের সঙ্গে প্রতারণা করেছিলেন। কি প্রতারণা, তা জান্‌তে পারি নি। মরিস এই জন্যে মিঃ রায়ের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু ইভের মৃত্যুর পর ইভের উইল শুনে আর মিঃ রায়ের অবস্থা দেখে মরিসের মনের ভাবের পরিবর্ত্তন হয়েছে, সে এখন ভায়ের মত মিঃ রায়কে যত্ন করে, নানা বিষয়ে ব্যস্ত রেখে ইভের শোক ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু এতে কত দূর সফল হবে, বুঝতে পারি নি। আমি যতটা দেখে এসেছি, মিঃ রায় যে আবার কখনও আগের অবস্থা ফিরিয়ে পাবেন, এমন ত মনে হয় না। তবে রেভারেণ্ড ডেনিস্ বলেছিলেন, যদি কখনও মিঃ রায় এমন কোনও জিনিষ পান, যাতে ক'রে তাঁর মনের শূন্যতা পূর্ণ হয়, তা হ'লে হয় ত কালে সুখের মুখ দেখতে পারেন। মিঃ রায়ের সম্বন্ধে আমার এত কথা বলবার প্রয়োজন ছিল না। প্রথম প্রথম আমিও মরিসের মত তাঁকে ভাল চোখে দেখতুম না। কিন্তু তারপর ইভের মৃত্যুশয্যায় তাঁকে যে যাতনা পেতে দেখেছি, যে ক'রে ইভের কাছে আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে দিন-রাত ব'সে থাকতে

দেখেছি, তাতে তাঁর প্রতি সমবেদনায় আমার মন ভ'রে গেছে। আহা, বড় দুঃখী মিঃ রায়! শুনেছি, আপনাদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ আলাপ আছে। যদি আপনারা পাঁচ জনে তাঁর এই অবস্থায় দেখাশোনা করেন, তা হ'লে ইভের আত্মার তৃপ্তি হয় ব'লে আমি মনে করি। বিশেষ, মিস্ চক্রবর্ত্তীকে ইভের খুব বন্ধু ব'লে জানি, তিনি এ বিষয়ে খুব সাহায্য করতে পারেন।"

প্রতিমার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে মুখ তুলিয়া কাহারও দিকে চাহিতে পারিল না। রামপ্রাণ বাবু তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তা এতে আমার কন্যা কি করতে পারেন? আমাদের হিন্দুদের পুরনারীরা ত পরপুরুষের সঙ্গে আপনাদের মত বন্ধুতা পাতাতে পারেন না, বা দুঃখে শোকে সমবেদনা জানাতে পারেন না। আমার মেয়ে ইভের খুব বন্ধু ছিলেন, এ কথা ঠিক; কিন্তু তা ব'লে ইভের স্বামীর সঙ্গে তাঁর কোনও রূপ সম্পর্ক ত থাকতে পারে না।"

মিস্ বেল বলিলেন, "তা ঠিক। কিন্তু তবুও যদি এ সময়ে আপনারা কিছু করতে পারতেন, তা হ'লে ভাল হ'ত। জানেন ত, ইভ তার স্বামীকে কি ভালবাসত! এখন তাঁর স্বামী পাগলের মত হয়ে রয়েছে, এ কথা জেনে তার আত্মা স্বর্গে গিয়েও তৃপ্তি পাবে না।"

এই কথাবার্ত্তার পর প্রায় দুই মাস যাবৎ প্রতিমারা দার্জ্জিলিঙ্গের কোনও সংবাদই পায় নাই। সংসারের জন্য প্রতিমা যে খুব আগ্রহান্বিত, তাহা তাহার কথাবার্ত্তায় বা ভাবভঙ্গীতে জানা যাইত না। তবে রামপ্রাণ বাবুর স্নেহময় মন বুঝিতে পারিত, প্রতিমা প্রকাশ্যে কোন কথা না বলিলেও তাহার মুখ-চোখ অসম্ভব

গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়াছে, সে প্রায় বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিয়াছে, দিন দিন কি একটা অব্যক্ত চিন্তায় শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। এক এক সময়ে তিনি দূর হইতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কি একটা অব্যক্ত যাতনায় তাহার মুখমণ্ডল ক্লিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সে সময়ে রামপ্রাণ বাবুর মনটা হাহাকার করিয়া উঠিত। কি করিলে ভগবান্ তাঁহার ননীর পুতলীর মনে পূর্ব্বের শান্তি ফিরাইয়া দেন! তিনি জানিতেন প্রতিমা স্বভাবতঃই গম্ভীরপ্রকৃতি—স্বল্পভাষিণী। তাহার অন্তর কোমল হইলেও তাহার বাহিরটায় একটা কেমন অস্বাভাবিক ঝাঁঝ ছিল, যাহার কাছে ভৃত্য, পরিজন ভয়ে ভক্তিতে সর্ব্বদা নতমস্তক থাকিত। এই প্রকৃতির লোক নীরবে অন্তরে কষ্ট সহ্য করে, বুক ফাটিয়া গেলেও কথনও মুখ ফুটিয়া অপরকে আপনার যাতনার কথা বলে না। তাই রামপ্রাণ বাবু তাহার কথা ভাবিয়া মনে অত্যধিক ব্যথা পাইতেন। সে যদি তাহার মনের কথা ব্যক্ত করিত বা ভাবভঙ্গীতেও অন্তরের কামনার কথা জানাইত, তাহা হইলে তাঁহার কষ্টের বিশেষ কারণ থাকিত না।

দুই মাস পরে প্রতিমার এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। ঐ সময়ে সে একখানি পত্র পাইল, পত্রখানি কলিকাতা হইতে আসিতেছে। শিরোনামায় হস্তাক্ষর দেখিয়াই রামপ্রাণ বাবু শিহরিয়া উঠিলেন,—সে হস্তাক্ষর বিমলেন্দুর। পত্র পাইয়াই রামপ্রাণ বাবু ভাবিলেন, পত্রখানা প্রতিমাকে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত কি না! এক বার তিনি পত্রখানা অগ্নিসাৎ করিতে গেলেন, কিন্তু পরক্ষণেই কি ভাবিয়া উহা হইতে নিরস্ত হইলেন। প্রতিমাকে

পত্রখানা দিবার সময় বলিলেন, "আমি ঠিক করতে পারছি না, এ পত্র তোমার পড়া উচিত কি না। তবে তুমি বুদ্ধিমতী, তুমিই বুঝে দেখ, তোমার কর্ত্তব্য কি। যদি ভাল মনে কর, পত্র পাঠ কোরো, না হ'লে ছিঁড়ে ফেলো।"

প্রতিমা একান্তে পত্র পাঠ করিল। সে পত্রে কি ছিল, তাহা সে ভিন্ন আর কেহ জানিল না। তবে রামপ্রাণ বাবু লক্ষ্য করিলেন, পত্রপাঠের পর প্রতিমা কয় দিন অত্যন্ত চঞ্চল হইল, তাহার স্বভাবতঃ গম্ভীর, স্থির ও ধীর প্রকৃতির অসম্ভব পরিবর্ত্তন হইল। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি কয় দিনে প্রতিমাকে কলিকাতায় ঐ পত্রের উত্তর পাঠাইতে দেখিলেন না। ইহার পর যখন মাসাধিক কাল অতীত হইল, অথচ প্রতিমা কোনও প্রত্যুত্তর দিল না, তখন তিনি কতকটা স্বস্তি অনুভব করিলেন।

কিন্তু এক বিষয়ে রামপ্রাণ বাবুর ভাবনা দূর হইল না। যদি বিমলেন্দু পত্রের উত্তর না পাইয়া স্বয়ং পুরীতে উপস্থিত হয়! এ কথাটা ভাবিতেই তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল; কি যে একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিবে, এই আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিল। শেষে তিনি আর নীরবে থাকিতে না পারিয়া একদিন প্রকাশ্যে প্রতিমাকে বলিলেন, "চল না মা, দিন কতক বেড়িয়ে আসি। তুমি ত অনেক দিন থেকে সেতুবন্ধে যাবে ব'লে আসছ, চল না, সেতুবন্ধেই যাই। দক্ষিণের মন্দিরের মত মন্দির ভূভারতে কোথাও নেই। শ্রীরঙ্গ, কাঞ্চী, মদুরা, রামেশ্বর, এ সব তীর্থে যা দেখবে,তার তুলনা কোথাও নেই। এখানে ত অনেক দিন রইলে।"

প্রতিমা প্রথমে নীরব রহিল, তাহার পর অবনতমস্তকে ধীরে ধীরে বলিল, "না বাবা, কোথাও যাবার আর ইচ্ছে নেই। এই এখানে মঠের কাজেই লেগে যাব। মঠের ঠাকুরবাড়ী আর ধর্ম্মশালা প্রায় শেষ হয়ে এলো, এ সময়ে আমি চ'লে গেলে বাকী কাযটা প'ড়ে থাকবে।"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "বেশ যা হ'ক, তুমি ত সব বন্দোবস্তই ক'রে দিয়েছ, মাতাজীর হাতে টাকাও দিয়ে রেখেছ, তিনিই বাকীটা সেরে নেবেন। তোমার থাকবার এখন আর বিশেষ দরকার কি? তার চেয়ে বরং বেড়িয়ে এসে এখানে ফিরে একবারে তৈরী মঠ দেখে কত আনন্দ পাবে। কেমন, তাই ভাল না?"

প্রতিমা এ কথার কোনও উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, তাই একটা ছুতা খুঁজিয়া বাহির করিল; বলিল, "আমরা এমন ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়ালে শৈলর পড়াশুনোর কি হবে? ওকে ত ফেলে যেতে পারব না।"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "তার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে যাব। পয়সা খরচ করলে কিছুরই অভাব থাকে না। কি বল?"

প্রতিমা দৃঢ় স্বরে বলিল, "না বাবা, তা হয় না, আমাকে এখানে থাকতেই হবে। বিশেষ, আমি মনে করছি, আসছে মাস থেকে আমি মঠেই থাকব, তবে রোজ এসে তোমাদের দেখে যাব।"

রামপ্রাণ বাবু প্রমাদ গণিলেন। তিনি এক আশঙ্কা করিতে-ছিলেন, তাহার উপর আর এক আশঙ্কা দেখা দিল। তাঁহার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার কৃতকর্ম্মের

প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। অন্যায় জিদের বশে তিনি যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা অঙ্কুরে পরিণত হইয়া এখন পত্র-পুষ্প-ফল-সমন্বিত প্রকাণ্ড বৃক্ষাকারে আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিয়া ভাবিলেন, ভগবান্ পতি-পত্নীর যে বন্ধন স্বয়ং ঘটাইয়াছিলেন, তিনি তাহা স্বহস্তে ছিন্ন করিতে গিয়া যে পাপসঞ্চয় করিয়াছেন, তাহারই ফলে এই পরিণতবয়সে তাঁহাকে তাহার ফল ভোগ করিতে হইতেছে। অনুতাপানলে তাঁহার মন দগ্ধ হইতে লাগিল।

প্রতিমা তাঁহার কাতর দৃষ্টি লক্ষ্য করিল; দেখিল, তাঁহার মুখে চোখে গভীর দুঃখের ও অনুশোচনার চিহ্ন স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। তখন সে স্নেহভরে তাঁহার পাকা চুলের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "বাবা, কেন এত ভাবছ? আমি মঠে দেবতার সেবায় বড় আনন্দ পাই, মাতাজীর উপদেশ শুনে মনে বড় শান্তি পাই, আমার কোনও কষ্ট নেই। তুমি ভাবছ, তোমার মেয়ে মাতাজীর মত তপস্বিনী হয়ে যাবে? তপস্বিনী হওয়া কি সহজ কথা?"

রামপ্রাণ বাবু বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তার আর বাকী কি? মঠে গিয়ে বাস করবে, এত দিন যে আরাম আর সুখে থাকতে অভ্যস্ত হয়েছ, তা ছেড়ে এর মধ্যেই একাহারী হয়েছ, শয্যা ত্যাগ করেছ, গৈরিক পরতে আরম্ভ করেছ,—ভাব কি, এতে তোমার বুড়ো বাপ মনে ব্যথা পায় না? আমার আর কে আছে, মা? আমার এ সব বিষয়সম্পত্তি কার জন্যে?"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধের নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল, কণ্ঠ বাষ্প-রুদ্ধ হইল। প্রতিমার নয়ন দুইটিও সে সময়ে অনার্দ্র ছিল না। কিছুক্ষণ উভয়ের মধ্যে কোন কথা হইল না। তাহার পর রামপ্রাণ বাবু আবার বলিতে লাগিলেন, "আমার যা বলবার, তা বল্লুম, এখন তুমি যা ভাল বোঝ, কর। দেখ মা, তোমায় আমায় আর রেখে ঢেকে কথা কওয়া চলে না। আমার আরও কিছু বলবার আছে, সবই খুলে বলছি। তুমি যে ভাবে থাকতে চাও, সেই ভাবেই থাক, আমার জীবনের বাকী কটা দিন এক রকমে কাটিয়ে দেব। আর বাধা দেবো না, একবার বাধা দিয়ে নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডেকে এনেছি। কিন্তু একটা কথা বলি, আমার আর কটা দিন? কিন্তু তার পর? নিজের ভবিষ্যৎ কিছু ভেবেছ কি? কলকাতা থেকে যে চিঠি এসেছিল, তাতে কি ছিল, জানি না। তোমার ভাব দেখে মনে হয়েছে, তাতে এমন কিছু ছিল, যাতে তোমায় চঞ্চল ক'রে তুলেছে। কিন্তু এটাও বুঝতে পারছি, তুমি এখনও তাকে ক্ষমা কর নি। হয় ত ইভের সঙ্গে তার প্রতারণাই এখন তোমাদের মিলনের পক্ষে বাধা দিচ্ছে। তাই মনে ভেবেছিলুম যখন তোমাদের আপাত-মিলনের সম্ভাবনা নেই, তখন কলকাতা হ'তে দূরে চ'লে যাওয়াই ভাল, না হ'লে কোন্ দিন হয় ত সে এখানে এসে পড়বে। তখন তুমি এই মনের অবস্থা নিয়ে এমন একটা কাণ্ড ক'রে বসবে, যাতে ইহকালে আর তোমাদের মিলনের সম্ভাবনা থাকবে না। সেটা কি ভাল? আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, কিন্তু তোমার সুমুখে এখন আস্ত জীবন প'ড়ে রয়েছে।

এ বয়সে সংসার ছেড়ে দিয়ে তপস্বিনী সেজে কি পরে সমস্ত জীবনটা এই রকমে কাটিয়ে দেবে? তা হ'লে তোমার বিষয়-আশয়ের কি হবে? শৈলর কি হবে? যাতে তোমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়িটা একবারে পাকা হয়ে না যায়, তারই জন্তে এখন কিছু দিন তীর্থে নিয়ে যেতে চাইছি। পরে সময়ে হয় ত তোমার মন ফিরতে পারে। তখন কি হবে? হাতের পাশা এক বার ফেললে ত আর ফেরে না। আমি স্বীকার করছি, আমিই এই অনিষ্টের মূল, কিন্তু এখন আমার গর্ব্ব খর্ব্ব হয়েছে। আমি কায়মনে বলছি, এখন যদি সে ফিরে এসে তোমায় নিয়ে সংসার করতে চায়, তাতে আমি খুবই আনন্দ পাব।"

প্রতিমা এতক্ষণ নীরবে কথা শুনিয়া যাইতেছিল, এই বার অতি মৃদুস্বরে বলিল, "যে এক জনকে প্রতারণা করেছে, সে যে আর কাউকে করবে না, তা কি ক'রে বিশ্বাস করবো?"

রামপ্রাণ বাবু আগ্রহভরে বলিলেন, "তাই ত এখন তীর্থে তীর্থে বেড়াতে বলছি। যদি তোমার প্রতি তার টান সত্যি হয়, তা হ'লে সে কোথাও থাকতে পারবে না, যেখানেই যাও, তোমার সন্ধান করবে। সে পরীক্ষাটা হয়ে গেলে ক্ষতি কি?"

প্রতিমা স্বামীর সম্পর্কে প্রায় কোন কথা পিতার সহিত কহিত না। কিন্তু আজ হঠাৎ তাহার ভাবপরিবর্ত্তন হইল, সে একটু উষ্ণস্বরে বলিল, "আজ তোমার মুখে এ কথা শুনে আশ্চর্য্য হচ্ছি, বাবা। এক দিন দার্জ্জিলিঙ্গে সেধে যখন তার মন ফিরুতে গিয়েছিলে, তখন সে কি ব্যবহার করেছিল, মনে আছে কি? আজ

ইভ নেই বলেই কি তার সব দোষ কেটে গেছে? না বাবা, আর উপরোধ-অনুরোধ কোরো না। যেমন আছি, তাই ভাল। এখানে এলেই যে একটা বিষম কাণ্ড ঘটবে, তা ভেবো না। যদিই বা তাই হয়, তাতেও ক্ষতি নেই। যাক্, আসছে বুধবারে মঠে বষ্টম-ভিখিরী খাওয়ান হবে, তাতে তোমাকেও যেতে হবে। বল, যাবে?"

রামপ্রাণ বাবুর সমস্ত মনটা বিষাদভারাক্রান্ত হইলেও তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তা, যাব বৈ কি? আমরাও ত বষ্টম-ভিখিরী, মার মঠে প্রসাদ পেতে যাব না?"

প্রতিমা বলিল, "না বাবা, তামাসা না, সত্যি যেতে হবে। শুধু যাওয়া না, তোমায় দাঁড়িয়ে থেকে কার্য্য উদ্ধার ক'রে দিতে হবে। মাতাজী আর আমি মেয়েমানুষ, আমরা এত বড় যজ্ঞির কি বুঝি? তুমি এমন কত যজ্ঞি বাড়ীতে দিয়েছ।"

রামপ্রাণ বাবু বলিলেন, "তা আর জানি নি! আমার মা অন্নপূর্ণা হয়ে সে সব যজ্ঞিতে না দাঁড়ালে যজ্ঞি ত পণ্ড হয়ে যেত। মাতাজীকে বোলো, এ যজ্ঞির সব খরচটা এই বুড়োই দেবে। কি কি লাগবে, কত লোক হবে, তার একটা ফর্দ্দ দিও। তার পর আমি সব বন্দোবস্ত ক'রে দেবো। কেমন, সেই ভাল না?"

প্রতিমার মুখখানি মেঘমুক্ত চন্দ্রমার মত হাসিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি মাতাজীকে এই সংবাদ দিতে গেল।

প্রতিমা চলিয়া গেলে রামপ্রাণ বাবু কিছুক্ষণ একান্তে সেখানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। প্রতিমা থাকিতে তাঁহার মুখে যে হাসি বা আনন্দের রেখা দেখা দিয়াছিল, প্রতিমা চলিয়া গেলে তাহা

মুহূর্ত্তে অন্তর্ধান করিল; মুখমণ্ডল আবার অসম্ভব গম্ভীর আকার ধারণ করিল। তিনি এক বার অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"যার দাঁড়িয়ে থেকে এ সব করবার কথা, সে আজ কোথা? নিতান্ত অপরিচিত অজানার মত সে আজ কত দূরেই রয়েছে! অদৃষ্ট!"

নিষ্ফল আক্রোশে ও ক্ষোভে রামপ্রাণ বাবুর সমস্ত অন্তরটা ভরিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, যাহারা তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হয়,—মনে করে, তিনি কতই না সুখে আছেন,—তাহারা কি সমস্ত জানিয়া শুনিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার সহিত অবস্থার বিনিময় করিতে অভিলাষী হইতে পাবে? ছার ঐশ্বর্য্য! এই ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ত মনের সুখ দিতে পারিতেছে না। তবে এই ঐশ্বর্য্যের মূল্য কি? অতি দুঃখী দিনান্তে শাকান্ন খাইয়াও যদি মনের তৃপ্তিতে থাকিতে পায়, তাহা হইলে ঐশ্বর্য্যে তাহার প্রয়োজন কি? ঐশ্বর্য্য, বিলাস, আরাম, প্রভুত্ব, প্রতিপত্তি সবই দিতে পারে, কিন্তু পৃথিবীতে যাহা দুর্ল্লভ—সেই মনের তৃপ্তি মনের সুখ দিতে পারে কি? দূর হউক ঐশ্বর্য্য, এখন হইতে দুই হস্তে সাহারার বালুকার মত উত্তপ্ত অসার ঐশ্বর্য্য বিলাইয়া দিব। কাহার জন্য ঐশ্বর্য্য? কাহার জন্য ভোগ? কাহার জন্য প্রভুত্ব?

বৃদ্ধের নয়নপ্রান্ত হইতে দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

তিমিরাবগুণ্ঠিতা রজনী, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, প্রকৃতি গম্ভীরা। ইডেন উদ্যান ক্ষণপূর্ব্বে লোক-কোলাহলমুখরিত ছিল বটে, কিন্তু এই মাত্র জনশূন্য হইয়াছে। এই লোকবিরল রজনীতে সার্পেণ্টাইন খালের তটস্থ কাষ্ঠাসনে বসিয়া একা বিমলেন্দু রায়।

মেঘের পর মেঘ আকাশকে ছাইয়া ফেলিতেছে, দুই একবার বিদ্যুৎ হানিতেছে, ক্ষণপরেই বৃষ্টি নামিবে। সে দিকে বিমলেন্দুর দৃষ্টি ছিল না। সে তন্ময় হইয়া খালের জলরাশির দিকে নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া ছিল। তাহার মনের মধ্যে তখন কি হইতেছিল, সে-ই বলিতে পারে।

উদ্যানের এক জন শান্তিরক্ষক দূর হইতে তাহাকে দেখিয়াছিল, নিকটে আসিয়া স্থান ত্যাগ করিতে বলিল, তখন রাত্রি গভীর। বিমলেন্দুর সমাধিভঙ্গ হইল, সে ধীরে ধীরে উদ্যানের বাহির হইয়া গেল।

তখন মাঝে মাঝে মেঘগর্জ্জন হইতেছিল, মুহূর্ত্ত পরেই বিন্দু বিন্দু বারিপাত হইতে লাগিল, কিন্তু প্রবল বায়ুতাড়নায় মেঘ সরিয়া যাইতেছিল বলিয়া আশানুরূপ বারিপাত হইল না।

বিমলেন্দুর অঙ্গে বারি বর্ষিত হইল, কিন্তু তখনও তাহার সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। তাহার গতির একটা লক্ষ্য ছিল বলিয়াও অনুমিত হইল না। সে ময়দানের উপর দিয়া দক্ষিণমুখে অগ্রসর

হইল। তখন আবার আকাশ হইতে বিন্দু বিন্দু বারিপাত হইতেছিল। বিমলেন্দুর সর্ব্বাঙ্গ জলসিক্ত হইল, আর্দ্র কেশ হইতে জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বোধ হয়, তখনও বিমলেন্দুর সে দিকে দৃষ্টি নিপতিত হয় নাই,—সে আর্দ্রবসনেই লক্ষ্যহীন অবস্থায় শূন্য দৃষ্টিতে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতেছিল।

এমনই তন্ময় অবস্থায় সে কতক্ষণ পথ চলিয়াছে, তাহা জানিতেই পারে নাই। যখন তাহার চৈতন্য হইল, তখন দেখিল, সে কালীঘাটের আদিগঙ্গার ঘাটে উপনীত হইয়াছে। তখন ঘাট জনশূন্য। শ্রান্ত বিমলেন্দু ঘাটে উপবেশন করিল। গঙ্গায় তখন পূর্ণ জুয়ার। বৃষ্টি তখন থামিয়াছে বটে, কিন্তু বায়ুর বেগ উপশমিত হয় নাই। বায়ুতাড়নায় দেশীয় নৌকাগুলি গঙ্গাতরঙ্গে নাচিতেছিল—তাহাদের দীপশিখাও সেই সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া গঙ্গাবক্ষে কত প্রতিবিম্বই ফুটাইয়া তুলিতেছিল! নাতিদূরে নৌকার উপরে মাঝি মনের অনন্দে বাঁশী বাজাইতেছিল, সেই বংশীধ্বনি নীরব নিশীথে মনের মধ্যে অতীতের কত সুখস্মৃতিই জাগাইয়া তুলিতেছিল!

বিমলেন্দুর সে দিকে তখন দৃষ্টি ছিল কি না সন্দেহ। সে তখন কত কি ভাবিতেছিল। ভাবিবার তাহার অনেক ছিল। তাহার ইভ যে দিন তাহাকে ছাড়িয়া ইহলোক হইতে পরপারে চলিয়া গিয়াছে, তাহার পর হইতে আজ এক বৎসরেরও অধিক অতীত হইয়াছে। সে দুষ্টগ্রহের মত—লক্ষ্মীছাড়ার মত আজ এক বৎসরকাল পথে পথে ঘুরিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই শান্তি পায়

নাই। সুধাংশুর স্নিগ্ধ রশ্মি বলিয়া সে যাহাকে অঙ্গে ধারণ করিয়াছিল, গ্রহবশে জীবনে মরণে সে তাহার নিকট তপ্ত অঙ্গারের মতই অনুমিত হইয়াছে। প্রথম প্রথম লেফটানেণ্ট সিবরাইট ও পাদরী ডেনিস তাহাকে কত সান্ত্বনা দিয়াছেন ও সংসারী করিবার নিমিত্ত কত আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে, সে ক্ষিপ্তের মত মন্দারমালাকে সর্পভ্রমে দূরে পরিত্যাগ করিয়াছে। ক্ষিপ্তের মত দুই মাসকাল সে ইভের প্রতি কৃত-পাপের অনুশোচনায় ক্ষতবিক্ষত হইয়া দার্জ্জিলিঙ্গে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছে, তাহার পর এক দিন কাহাকেও কিছু না জানাইয়া দার্জ্জিলিঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে।

সে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলে প্রতিমাকে এক পত্র লিখিয়াছিল। সে পত্রের ছত্রে ছত্রে অনুতাপের জ্বলন্ত রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।—ক্ষমা! কিন্তু এক বিন্দু করুণাও সে তাহার উত্তরে পায় নাই, প্রতিমা পত্রের উত্তরই দেয় নাই। তাহার পর সে ভারতের দিকে দিকে ছুটিয়া বেড়াইয়াছে অশান্ত প্রেতাত্মার ন্যায় তাহার আত্মা কোথাও শান্তি পায় নাই। মাসে মাসে পুরীতে তাহার পত্র গিয়াছে, কিন্তু এ যাবৎ কোনও পত্রেরই প্রত্যুত্তর সে পায় নাই। বৎসরাধিক পরে কোথাও শান্তি না পাইয়া সে আবার কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। কে বলে, ইহজীবনে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই?

বিমলেন্দু ভাবিতেছিল, তাহার প্রতারণার কথা,—তাহার পাপের কথা। মিথ্যা কথায় ভুলাইয়া সে সরলা একান্ত-নির্ভরশীলা

বালিকার অকাল-মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। হৃদয়ের অন্তস্তলে পাপ-বাসনা লুকাইয়া রাখিয়া কলুষিত মনে তাহার প্রতি ভালবাসার ভাণ দেখাইয়াছে। তাহার এ পাপের—এ প্রতারণার শাস্তি কি, প্রায়শ্চিত্ত কি? ঐ ভাগীরথীর শীতল চঞ্চল বারিরাশির মধ্যে চিরনিদ্রায় শায়িত হইলে কি এই অনুতাপের তুষানলের জ্বালার নিবৃত্তি হয়? কে বলিয়া দিবে তাহাকে, এ পথে সে শান্তি পাইবে কি না?

আর এক নারীকে সে নির্ম্মম নিষ্ঠুর পশুর মত নির্য্যাতিত করিয়াছে। নিষ্পাপ নিরপরাধ সে—নিজের আত্মম্ভরিতা, স্বার্থপরতা ও নির্ব্বন্ধাতিশয়তার যূপকাষ্ঠে সে তাহাকে বলি দিয়াছে। দলিত কীটও ফিরিয়া দংশন করে, কিন্তু সে ত নিপীড়িতা হইয়াও তাহার অনুগ্রহপ্রার্থিনী হইয়া তাহারই সন্ধানে আসিয়াছিল। কিন্তু হৃদয়হীন পিশাচ সে, তাহার অযাচিত প্রেমের অর্ঘ্য পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া দিয়াছে; নিষ্ঠুর নরহন্তা সে, তাহার বুভুক্ষু আত্মার কাতর করুণা ভিক্ষাকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছে। তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি? এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত—জীবন-বিসর্জ্জন!

বিমলেন্দুর ভাবতন্ময়তা চরম অবস্থায় উপনীত হইল, সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া নির্নিমেষ লোলুপ নয়নে আবিল গঙ্গাবারির দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার মনে হইল, যেন জাহ্নবী তরঙ্গসঙ্কেতে তাহাকে আহ্বান করিতেছেন। বিমলেন্দুও কি এক অব্যক্ত শক্তির বলে সেই দিকে আকৃষ্ট হইয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল।

মুহূর্ত্তকালমাত্র সে এমনই তন্ময় হইয়াছিল। তাহার পর সে সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার তন্ময়তা দূরে গেল, তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। অস্পষ্ট আলোকে বিমলেন্দু দেখিল, সম্মুখে দাঁড়াইয়া দীর্ঘ-জটাজুট-মণ্ডিতা গৈরিকপরিহিতা সন্ন্যাসিনী-মূর্ত্তি!

সন্ন্যাসিনী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বাছা, পুরুষমানুষ কি এমনই ক'রে হা-হুতাশ ক'রে বেড়ায়, না গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যায়? ছিঃ ছিঃ!"

বিমলেন্দু বিস্মিত হইয়া বলিল, "কে মা আপনি?"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "আমি যে হই, তোমায় একটা কথা ব'লে যাব। যাকে চাইছ, তার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকলেই কি তাকে পাবে? পুরী যাও, শান্তি পাবে। আত্মঘাতী হয়ে আর পাপের মাত্রা বাড়িও না।"

সন্ন্যাসিনী চলিয়া যাইতেছিলেন, বিমলেন্দু বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বাধা দিয়া বলিল, "মা, আপনি কি অন্তর্যামিনী? পুরীর কথা আপনি জানলেন কি ক'রে? কে আপনি মা?"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "সে অনেক কথা। পুরী যাও, সব জান্‌তে পারবে, তোমার অভিষ্ট সিদ্ধ হবে। আর্দ্রবসনে আর থেকো না। যাও।"

সন্ন্যাসিনী আর দাঁড়াইলেন না, মুহূর্ত্তে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন। বিমলেন্দু এই আশ্চর্য্য প্রহেলিকার কোন সমাধান করিতে পারিল না, সে কেবলই ভাবিতে লাগিল, "কে ইনি, কোথায় থাকেন, আমার মনের কথা কিরূপে জানিতে পারিলেন?"

২৭

'যাও মা, একবার শেষ দেখা ক'রে এস,' মাতাজী কোমল স্নেহার্দ্র স্বরে প্রতিমাকে কথা কয়টি বলিলেন।

প্রতিমা অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল, কথার কোন প্রত্যুত্তর করিল না, কক্ষও ত্যাগ করিল না। মঠের মাতাজীর কক্ষে উভয়ে কথা হইতেছিল।

মাতাজী আবার বলিলেন, 'যাও মা, কুণ্ঠা বোধ কোরো না!'

প্রতিমা মুখখানি না তুলিয়াই অস্ফুট স্বরে বলিল, "মা!"

মাতাজী সস্নেহে তাহার মস্তকে হস্ত ন্যস্ত করিয়া বলিলেন, "বুঝিছি, এ দেখায় কি বিপদ তোমার। কিন্তু এই একটিবারমাত্র বৈ ত'নয়। বিশেষ সে কত আশা ক'রে এসেছে, তাকে বুঝিয়ে আসাও ত দরকার।"

প্রতিমা বলিল, "বোঝাবার কি আছে? দেখা আর না হ'লেই ত ভাল।"

মাতাজী বলিলেন, "না, তা ভাল না। তোমার কি বলবার আছে, তাকে জানবার অবসর দাও। যাও মা।"

মাতাজী এই কথা বলিয়া প্রতিমাকে দ্বারপথের দিকে আগাইয়া দিলেন, প্রতিমা যন্ত্রচালিত পুত্তলিকাবৎ কক্ষের বাহির হইয়া গেল।

প্রশস্ত দালান পার হইতে তাহার পা কাঁপিতেছিল। সম্মুখের কক্ষদ্বার উন্মুক্ত ছিল, সে কক্ষে প্রবেশকালে তাহার চরণ আর যেন

চলিতে চাহে না! তাহার বক্ষ দুরু দুরু স্পন্দিত হইতেছিল, সে ক্ষণকাল দ্বারপ্রান্তে থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে পাদবিক্ষেপ করিল।

কক্ষের অপর প্রান্তে এক জন লোক একখানি কাষ্ঠাসনে বসিয়া ছিল, তাহার দৃষ্টি অনুক্ষণ দ্বার-পথেই নিবদ্ধ ছিল, সে যেন কি এক আশায় কাহার প্রতীক্ষায় তথায় অপেক্ষা করিতেছিল—সে বিমলেন্দু রায়।

দ্বার-পথে প্রতিমাকে দেখিয়াই সে মুহূর্ত্তে কাষ্ঠাসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর তাহার শরীরের রক্তচলাচল যেন বন্ধ হইয়া গেল, সে কেবল নির্নিমেষ-নয়নে প্রতিমার দিকে চাহিয়া রহিল। উভয়ে উভয়ের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া কতক্ষণ এই ভাবে রহিল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। কত কাল পরে এই দেখা—সে যে এক যুগ!

বিমলেন্দুরই প্রথমে চমক ভাঙ্গিল, সে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "প্রতিমা!"

প্রতিমা শুনিয়াও যেন সে ডাক শুনিতে পাইল না, চিত্রার্পিত প্রতিমার মতই নিশ্চল, নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিমলেন্দু এইবার দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া প্রতিমার সম্মুখীন হইল, কাতরকণ্ঠে বলিল, "প্রতিমা! অনেক আশা ক'রে এসেছি, কথার জবাবও দেবে না?"

প্রতিমা তথাপি নিরুত্তর রহিল। বিমলেন্দু ব্যথিত অভি-মানাহত স্বরে বলিল, "জানি, আমার পাপের দণ্ডবিধান ক'রে

রেখেছ, কিন্তু এ দণ্ডের কি সীমা নাই? বল প্রতিমা, একটি কথা বল, আমার এই বুভুক্ষু হৃদয় তোমার একটা কথা শোন্‌বার জন্যে হাহাকার কর্‌ছে। তবুও কথা কইবে না? এই দেখ, আমি তোমার পায়ে ধ'রে ক্ষমা ভিক্ষা করছি, আমায় ক্ষমা কর।"

বলিতে বলিতে বিমলেন্দু নতজানু হইয়া প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া পড়িল। প্রতিমা দুই হস্ত পশ্চাতে সরিয়া গিয়া ভৎ'সনার সুরে বলিল, "ছিঃ ছিঃ! আপনি পুরুষমানুষ, নারীর কাছে আপনার এ ভিক্ষা সাজে না।"

বিমলেন্দু দাঁড়াইয়া উঠিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে বলিল, "তবে বল, আমায় ক্ষমা করেছ? আমি যতই অপরাধ ক'রে থাকি, তোমার স্বামী।"

প্রতিমা অবিকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আবার ও কথা কেন? সে সম্বন্ধ ত ঘুচে গেছে।"

বিমলেন্দু মাথা নাড়িয়া বলিল, "যা ইহকালে ঘোচবার নয়, তা তুমি আমি কি ক'রে ঘোচাব?"

প্রতিমা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "এখানে আপনার কি প্রয়োজন, তা ত আপনি বল্‌লেন না।"

বিমলেন্দু উন্মত্তের মত বলিল, "প্রতিমা! প্রতিমা! তুমি এত নিষ্ঠুর! আমি সংসারের সকল আশা, সকল কামনা ত্যাগ ক'রে বৎসরের পর বৎসর কেবল তোমার আশায় সারা জগতে ছুটোছুটি ক'রে বেড়িয়েছি - তোমার চিন্তাই ধ্যান, জ্ঞান, জপমালা করেছি, আমার রক্তে-মাংসে তোমার কামনা জড়িয়ে মাখিয়ে

রেখেছি, তোমায় ভুল্‌তে না পেরে সব মান-অভিমান ছেড়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি,—তার কি এই প্রতিদান? তার কি এই পুরস্কার? উঃ, নারী কি এত নিষ্ঠুর! জান কি, তোমারই জন্যে আমি ইভকে হারিয়েছি? ইভ—সরলা অপাপবিদ্ধা ইভ—আমা বই সে ত কিছু জান্‌ত না, আমাকে তার উপযুক্ত কর্‌বার জন্যে হৃদয়ের সঙ্গে কত সংগ্রাম করেছি, কিন্তু তুমি, তুমি ত আমায় তার হ'তে দাও নি, অনুক্ষণ এই মনের মধ্যে তোমার সিংহাসন পেতে রেখেছিলে, মুহূর্তের জন্য তোমাকে ভুল্‌তে দাও নি—"

প্রতিমা দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "সে কি আমার দোষ? আমি ত আমাকে দূরেই রেখেছিলেম, আপনার সুখের পথে আমি ত কণ্টক হই নি। তবে এখন কেন ও-সব কথা তুল্‌ছেন?"

বিমলেন্দু ক্ষিপ্রহস্তে প্রতিমার দুইখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "এক বিন্দুও দয়া নেই—অতি সামান্য এক ক্ষুদ্র বিন্দু? তা হ'লে জন্মের মত আমায় বিদায় দিচ্ছ? বল প্রতিমা! বল, আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি।"

প্রতিমা বিমলেন্দুর হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, "আমি সন্ন্যাসিনী।"

প্রতিমা আর দাঁড়াইল না, ত্বরিত-পদে দালানের দিকে অগ্রসর হইল। বিমলেন্দু কাতরকণ্ঠে বলিল, "দয়া কর্‌লে না? তবে চল্লুম, এই শেষ বিদায়!"

প্রতিমা একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, বিমলেন্দু প্রায় টলিতে টলিতে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। তখন প্রতিমাব মনের মধ্যে কি একটা সংগ্রাম চলিতেছিল, তাহা সে ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না। একবার সে দ্বারের দিকে হস্তপ্রসারণ করিল, তাহার যাতনাক্লিষ্ট অন্তরের অন্তস্তল হইতে একটা করুণ কাতব আহ্বানের ধ্বনি উঠিয়াই হৃদয়ে বিলীন হইয়া গেল।

২৮

যখন মাতাজী প্রতিমার সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন সে মেঝের ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। কিছুক্ষণ তিনি নীরবে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর সস্নেহে তাহার কুঞ্চিত আলুলায়িত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদামের উপর হস্তাবমর্ষণ করিয়া বলিলেন, "ছি মা! তোমাব কি সন্ন্যাসিনীর বেশ সাজে?"

প্রতিমা ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল, কিন্তু মাতাজীর দিকে একবার চাহিয়াই অশ্রুসিক্ত মুখখানি নামাইয়া লইল। মাতাজী তাহার পার্শ্বে বসিয়া তাহার মাথাটা বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ভুল্‌তে ত পার নি মা। তবে এ সাজ কেন? ভেতরে সন্ন্যাস না হ'লে বাইরে গেরুয়া রুদ্রাক্ষি কি কর্‌বে মা। সত্যি বল দিকি মা, স্বামীকে বাইরে রাখতে পেরেছো কি?"

প্রতিমা উত্তর করিবার পরিবর্তে উপুড় হইয়া তাঁহার দুই পায়ে মাথা গুঁজিয়া কতকটা কাঁদিল মাত্র। মাতাজী আবার তাহার অঙ্গে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "তাই জানি বলেই ত কালীঘাটে তোমার স্বামীকে দেখে এখানে আস্‌তে ব'লে দিয়েছিলুম—তাকে নিরাশ ক'রে ফিরিয়ে দিয়ে ভাল কর নি মা।"

প্রতিমা বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি মা?"

মাতাজী তখন সবিস্তারে কালীঘাটে বিমলেন্দুর সহিত সাক্ষাতের ঘটনা বর্ণনা করিলেন; শেষে বলিলেন, "তোমায় ভুল্‌তে পারে নি ব'লে সে সে দিন আত্মঘাতী হ'তে যাচ্ছিল। তার আগে জেনেছিলুম, তুমিও তাকে ভুল্‌তে পার নি। তাই তোমাদের মিলনের সুযোগ ক'রে দিয়েছিলুম। তোমার বুদ্ধি আছে মা, তুমিই ভেবে দেখ, এমন ক'রে এই বয়সে মিথ্যে অভিমান ক'রে দু'জনের জীবন বৃথা নষ্ট করা কি ভাল? যা ভগবানের অভিপ্রেত, তাতে মিথ্যে বাধা দিয়ে ফল কি? আর বাধা দিয়েও তা ধ'রে রাখতে পার্‌বে না। আমি ব'লে দিচ্ছি, তোমাদের মিলন হবেই হবে।"

প্রতিমা অবনত-মস্তকে অস্ফুটস্বরে বলিল, "আপনার কি তাই ইচ্ছে মা?"

মাতাজী বলিলেন, "পাঁচশ" বার। মনের মধ্যে বাসনা চেপে রেখে বাইরে ত্যাগ দেখালে কি হবে? সে ত ত্যাগ নয়, ত্যাগের ভাণ। আর দেখ, ভগবান্ তোমাদের মিলন ক'রে দিয়েছেন, তাতে অন্তরায় হয়ে কেবল পাপ সঞ্চয় কর্‌ছ বৈ ত নয়।"

প্রতিমা চমকিত হইয়া বলিল, "পাপ?"

মাতাজী বলিলেন, "হাঁ, পাপ। তাই বল্‌ছি, এইবার সংসারাশ্রম কর, বিধাতার ব্যবস্থার উপর কলম ডাল্‌তে যেও না।"

প্রতিমা অবনত-মস্তকে নখে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে অস্ফুটস্বরে বলিল, "কিন্তু মা—"

আর কথা সরিল না। মাতাজী হাসিয়া বলিলেন, "বুঝেছি মা, আর বল্‌তে হবে না। ভাবছ, সে জন্মের মত চ'লে গেছে, আর আস্‌বে না?"

প্রতিমা তখনও অবনত-মস্তকে বলিল, "সে যে বড় অভিমানী—"

মাতাজী বলিলেন, "কিছু ভেবো না, বিধাতার বিধান কেউ এড়াতে পার্‌বে না। ঐ, বোধ হয় ফিরে আস্‌ছে।"

এই সময়ে শৈল মহাকোলাহল করিতে করিতে বিমলেন্দুকে হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া আসিল। তাহার চোখ-মুখ দিয়া কথার ফুলঝুরি ঝরিতেছিল,—"দেখ মা, আমাদের না ব'লে লুকিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। আমি বালির চড়ায় খেলা কর্‌ছিলুম কি না, চুপি চুপি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, ধ'রে নিয়ে এনুম। আস্‌তে চায় না মা, বলে, তুমি না কি তাড়িয়ে দিয়েছ। হাঁ, তাই বুঝি? গল্প বল্‌বার ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, না মা?"

বিমলেন্দু এতক্ষণ বিস্ময়-বিহ্বল-নেত্রে মাতাজীর প্রতি তাকাইয়াছিল, মাতাজীও তাহাকে দেখিয়া হাসিতেছিলেন। বিমলেন্দু বলিল, "আপনি?"

মাতাজী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হা বাবা, আমি। সেই কালীঘাটে দেখা হয়েছিল। আমিই সেই।"

বিমলেন্দু বলিল, "আপনি মা অন্তর্য্যামিনী—না হ'লে আপনি কি ক'রে জান্‌তে পেরেছিলেন যে, আমি তত রাত্রে ঘাটে যাব ?"

মাতাজী বলিলেন, "ছি বাবা! তুমি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ হয়ে অমন কথা বোলো না। আমার কালীঘাটে দরকার ছিল, তুমিও ঠিক সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলে, জগবন্ধু যোগাযোগ ক'রে দিয়েছিলেন। আবার জগবন্ধুর দয়ায় এই তোমাদের যোগাযোগ হ'ল। প্রতিমা, তোমাদেব যোগাযোগ ভগবান্‌ই ঘটিয়ে দিয়েছেন ; শৈল নিমিত্তমাত্র। আয় শৈল। তোর বালির মন্দির গ'ড়ে দিই গে যাই।"

মাতাজী কাহাকেও কিছু বলিবার অবসর না দিয়া শৈলকে লইয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন। বিমলেন্দু কম্পিতচরণে প্রতিমার পার্শ্বে গিয়া মেঝেব উপর উপবেশন করিল, কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "মাতাজী যা ব'লে গেলেন, তা কি সত্যি ? বল প্রতিমা, এ স্বপ্ন নয় ?"

প্রতিমাও বায়ুতাড়নায় বেতসপত্রের ন্যায় কাঁপিতেছিল, সে বিমলেন্দুর পায়ের উপব মাথা রাখিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে বলিল, "মিথ্যে কিছুই নয়, মাতাজী আমায় সত্যি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। আমি না বুঝে তোমার উপর মিথ্যে অভিমান করেছিলুম। বল, আমায় ক্ষমা কর্‌বে ?"

বিমলেন্দুর বিস্মিত স্তম্ভিত দৃষ্টির সম্মুখে বিশ্বসংসার ঘুরিতেছিল, সে মুহূর্ত্তকাল নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল, তাহার পর দুই হাতে প্রতিমাব অশ্রুসিক্ত মুখখানি বুকের মাঝে তুলিয়া লইয়া বলিল, "ক্ষমা ?